লালা রামপ্রসাদ

রায়ের বংশ বিবরণ

(অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর, বাঙ্গালা সাহিত্য এবং
রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষুদ্র এক অধ্যায়)

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

প্রকাশক—
শ্রীসরোজ নাথ রায়
"আনন্দ ভবন"
"হাউস কলোনী" (নাগের বাজার)
পোঃ—দম্‌দম্ (২৪ পরগণা)
শ্রাবণ—১৩৪৫

মূল্য এক টাকা

এই পুস্তক পাইবার ঠিকানা

১। প্রকাশকের নিকট—

"আনন্দ ভবন"

হাউস কলোনী (নাগের বাজার)

পোঃ—দম্‌দম্‌ (২৪ পরগণা)

২। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায়

জপ্‌সার বাবুর বাড়ী

পোঃ—নগর (ফরিদপুর)

এই পুস্তকের সংস্কৃত বংশাবলী অংশ জয়নারায়ণ প্রেস, আর পুলি লেন,

বাঙ্গলা বংশাবলী অনাদি প্রেস, সুকিয়া ষ্ট্রীট,

ও ছবি কয়েকখানা ইষ্টার্ণ প্রিণ্টিং হাউস, সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড

ও বাকী অংশ

গোবর্দ্ধন প্রেস

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ছাপা হইয়াছে।

উৎসর্গ

যেনস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহঃ
তেন যায়াৎ সতাং মার্গ, তেন গচ্ছন ন রিস্যসি

এই
বংশের স্থাপয়িতা
দেবলোক বাসী, গোপীরমণ সেন
ও
তাঁহার বংশ-গৌরব
ছয় পুত্রের
শ্রীচরণে ;
এই গ্রন্থ—
বৈকুণ্ঠধামবাসী—**আনন্দ নাথ রায়**
মহাশয়ের
পুত্রগণ কর্ত্তৃক,
তাহাদের পিতার আদেশে
সমর্পিত হইল।

জিতেন্দ্র নাথ, মহেন্দ্র নাথ
রাজেন্দ্র নাথ, ভূপেন্দ্র নাথ

প্রস্তাবনা

পূর্ব্ব পুরুষ মাহাত্মাগণের চরণ আশীর্ব্বাদে এই বংশ বিবরণ প্রকাশিত হইল।

নিজেদের বংশ বিবরণ লেখা, নিজেদের পক্ষে বড়ই কঠিন কাজ। অনেক সময়েই আপনাদের দোষগুলি নিজেরা দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ, যাহা প্রসংশার বিষয় বলিয়া মনে হয়, সে গুলি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা ব্যক্তিগত কোন কোন বিষয় সঙ্কলন করিয়া থাকিলেও কাহাকেও ছোট বা ক্ষুদ্র করিয়া দেখিবার চেষ্টা করি নাই।

জ্ঞাতি সন্তান সকলেই পরস্পরের সুখ, দুঃখ, সম্মানের অধিকারী তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াই এই সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বর্ত্তমান কালে, কুলক্রিয়া করা, বা কুলীনত্বের সম্মান, বিশেষ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু আমরা যে বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিতেছি তাঁহারা কুলিনগণকে সম্মান করিতেন ও কুলক্রিয়া করাকে গৌরব জনক মনে করিতেন বলিয়াই, তাহার উল্লেখ করা সম্মান জনক বিবেচনা করিয়াছি।

১৩০৩ সনে স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় ক্ষুদ্র আকারে, আমাদের এক বংশ বিবরণ ছাপাইয়া ছিলেন, বহুদিন হয় তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

ইহার পর ১৩১৪ সনে, রাজনগর, রাউতপাড়ার মজুমদার বংশ গৌরব, আসামের একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর, রায় বাহাদুর চন্দ্রকান্ত সেন মহোদয়, রাজনগর এবং জপসার সমগ্র বলভদ্রবংশীয় গণের এক বংশ বিবরণ ও রাজনগর ও জপসার কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থানের ইমারতের চিত্র প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহাও অপ্রাপ্য।

স্বর্গীয় পিতৃদেব, সমগ্র রাজনগর ও জপসার, বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমন্বিত এক বংশ বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে নানা মাসিক পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এবং 'লালা রামপ্রসাদ' নামক পুস্তকের, পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে জপসা ছয় হাবেলীর বিস্তৃত বিবরণ ছিল, জনৈক লেখক তাহা ও ৺অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাস নিয়াছিলেন, এখনও সেগুলি না পাইয়া, পিতৃদেবের লিখিত পুরাতন খাতা হইতে লালা রামপ্রসাদের বংশবিবরণ প্রকাশিত করা হইল। যদি কখনও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তাহা হইলে ইহার ভ্রমপ্রমাদগুলি সংশোধন করা যাইবে।

মহাত্মা গোপীরমণের অপর পাঁচ পুত্রের, বংশধরগণের বিবরণগুলি বিশেষ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যদি, অপর জ্ঞাতি মহাত্মাগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণগুলি আমাদের জানান, তাহা হইলে, দ্বিতীয়বারে, উহাও এই সঙ্গে প্রকাশ করিয়া, এই পুস্তকের অসম্পূর্ণতা দূর করিব। আমাদের অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি যেন তাহারা মার্জ্জনা করেন।

এই পুস্তকে ছাপার অনেক ভূল রহিয়াছে। আমরা নিজেরা প্রুফ দেখিতে জানি না; কাজেই অপর হস্তে ন্যাস্ত হওয়ায় বিস্তর ভূল রহিয়াছে।

বিবরণেও ভুল থাকা বিচিত্র নহে, যদি তাহা কেহ দেখাইয়া দেন, অনুগৃহীত হইব।

পিতৃদেবের জীবনী বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় সংক্ষেপে তাহা দেওয়া হইল।

যাহাদের নিকট আমরা কোন বিষয়েই উপকার বা সদয় ব্যবহার পাইয়াছি; সে সকল মহাত্মাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

নানা প্রবন্ধ হইতে এসকল সংগৃহীত হইয়াছে কাজেই নানাস্থানে এক কথাই বার বার উল্লিখিত হইয়াছে।

জপ্‌সা গ্রাম পদ্মানদীর গর্ভস্থ হইয়াছে বহু দিন, তথাপি আমরা সর্ব্বত্রই জপ্‌সা গ্রাম নিবাসী, এই কথা ব্যবহার করিয়াছি, কারণ আমাদের যাহা মনে হয়, বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে, রাজনগর ও জপ্‌সা সমাজের নাম সর্ব্বত্রই বিশেষ পরিচিত। কাজেই দূরদেশে ও রাজনগর বা জপ্‌সা বাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে অনেক প্রশ্নের জবাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সর্ব্বত্রই জপ্‌সা গ্রাম অর্থে 'জপ্‌সা সমাজ' লক্ষ করিয়া ঐ কথা ব্যবহার করিয়াছি। তবে অপর কেহ এ বিষয়ে আমাদের মতানুবর্ত্তী না হইলেও কোন বিস্ময়ের কারণ নাই।

যদি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তবে ২য় খণ্ডে বৈদ্য কুল গৌরব **মহারাজ রাজবল্লভের** বিবরণ সহ, রাজ নগরের সমগ্র বলভদ্র বংশের বিবরণ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা আছে।

এই পুস্তক প্রকাশে অনেকেই নানা প্রকার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব। খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান্ রামেন্দ্র নাথ রায় বিশেষ উৎসাহ দ্বারা নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। দুই মহাত্মার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে আমাদের অশিষ্ঠতা হইবে। আমরা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা সাহিত্যাচার্য্য মহাত্মা দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের কথা এবং অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা বলিতেছি শ্রীযুত অক্রুর চন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ও যত্নে কবি লালা ও রামগতি, জয়নারায়ন, আনন্দময়ী প্রভৃতি গত যুগের কবিগণের নাম প্রচারিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অক্রুর বাবুর চেষ্টায় যে জয়দেবপুর সাহিত্য সম্মিলনী সভা হইতে 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' ছাপা হইয়াছিল তাহা বলিয়াছি, এবং তাঁহার চেষ্টাতেই যে শ্রীযুত দীনেশ সেন মহাশয় তাহার অমর গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে', এই সকল

কবি গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং নানা ভাবে ইহাদের কবিত্ব প্রচার করিয়াছেন, এবং কলিকাতা ইউনির্ভারসিটি হইতে হরিলীলা প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন তাহা আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর পুস্তক হইতে বহু অংশ উদ্ধৃতও করিয়াছি।

লালা রামপ্রসাদের বংশ বিবরণ



দণ্ডায়মান- মহেন্দ্র রাজেন্দ্র ভূপেন্দ্র সন ১৩৩৯

হীরেন্দ্র জিতেন্দ্র আনন্দনাথবাবু হেমাঙ্গিনী দেবী পারুল সরোজ

(ননী) সুখেন্দ্র

মুকুল রাজেন্দ্রবাবুর পত্নী ভূপেন্দ্র নাথের পত্নী মহেন্দ্রবাবুর পত্নী

নিলীমা দেবী কমলা দেবী প্রমীলা দেবী

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



পশ্চাতে সুখেন্দু (নীলু) দণ্ডায়মান

বকুল, শ্রীমতী অনিলা দেবী (ক্রোড়ে ছায়া) কুমারী মুকুল,

শুভেন্দু (নিতু) শঙ্কর

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লালা বাবুর বংশবিবরণ

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবে।

স্বর্গীয় আনন্দ নাথ রায় প্রণীত

১। **বারভুঞা** (২য় সংস্করণ)
(ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গের ইতিহাস)

২। **ফরিদপুরের ইতিহাস** (১ম খণ্ড) ২য় সংস্করণ

৩। ঐ (২য় খণ্ড) „

৪। ঐ (৩য় খণ্ড) „

৫। **রেনেলের সমসাময়িক** পূর্ব্ববঙ্গ

৬। **সংগ্রাম সাহ**

৭। **ললিত কুসুম নাটক** (২য় সংস্করণ)

৮। **প্রবন্ধাবলী**

জিতেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত

নিয়তি (উপন্যাস) **কর্ম্মফল** (ঐ) **ভবিতব্য** (ঐ)

লালা রামগতি প্রণীত

১। **মায়াতিমির চন্দ্রিকা** ২। **যোগকল্প লতিকা** (সংস্কৃত)
৩। **ভাব কুতুহল** ঐ

লালা জয়নারায়ণ প্রণীত

১। **চণ্ডিকা মঙ্গল** (মাধব সুলোচনা অংশ)

স্বর্গীয় হরনাথ রায় প্রণীত

১। **লতাবল্লরী** (সংস্কৃত)

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায়
'আনন্দ ভবন' হাউজ কলোনী (নাগের বাজার)
পোঃ দমদম, (২৪ পরগণা)



জিতেন্দ্র (ভুপেন্দ্র) আনন্দনাথ বাবু মহেন্দ্র (রাজেন্দ্র)

ভ্রম সংশোধন

প্রুফ দেখার অমনোযোগে ভুলভ্রান্তি অনেক হইয়াছে—ইহার কয়েকটি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলাম।

১৪৪ পৃষ্ঠার ফুটনোটের চিঠিখানা 'সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত' সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ৩য় খণ্ড হইতে গৃহীত।

দুইখানা ব্লক 'বিক্রমপুর' নামক গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুত হিমাংশু বাবুর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

১০ম পৃষ্ঠার ৪র্থ লাইনে, রাম গঙ্গার পর, ৪র্থ পুত্র রামমোহন ক্রোড়ীর পুত্র বাণেশ্বরএর পুত্র ঈশ্বর হইবে।

১২৪ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনের পর, "নব প্রভাব" মাসিক পত্র শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত আনন্দময়ী প্রবন্ধ প্রভৃতি হইবে।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৪	রামরঙ্গা	রামগঙ্গা
২৮	১০	অবগত	অনবগত
৫৫	৮	ডাহুকের	গালুয়ার
১৫৪	১৮	দুর্গামোহর	দুর্গামোহন
১৫১	৩	—তাহার মৃত্যুর পরও ত হয় নাই।	

১৬৪ পৃষ্ঠার ৮ লাইনে এই ১৩১১ সনে ২১শে ফাল্গুন, আনন্দনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ইত্যাদি হইবে।

৯৮ পৃষ্ঠা ২১ লাইনে, সংস্থাপিত হয় ইহার পর হইবে।

"এই সময় শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুপ্ত, একটি পিত্তল নির্ম্মিত বৃহৎ ত্রিশূল, শিবঠাকুরের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

১৪৮	৯	Capadle	Capable
"	১০	Commou	Common

১৫১ পৃষ্ঠার ৩ লাইনে, তাহার মৃত্যুর পর অবশ্য অবস্থা বৈগুণ্যে আর সে ভাব রহে নাই এস্থলে হইবে।

তাহার মৃত্যুর পর ও অবশ্য তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৬৪ পৃষ্ঠা ৮ লাইনে ইহার পরিবর্ত্তে 'আনন্দনাথ বাবুর' হইবে।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের

বংশ বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত লোক বাঙ্গলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে (বিক্রমপুর, বর্ত্তমান ফরিদপুর) জপ্সা নিবাসী লালা রামপ্রসাদের নাম উল্লেখ যোগ্য। একদিকে কমলার বরপুত্র হইয়া যেমন ইনি সমাজের পুষ্টি বর্দ্ধক রূপে নিদর্শিত হইয়াছিলেন অপর দিকে বাণীর কৃপা বিন্দুলাভে এই মহাত্মার বংশ চির গৌরবে অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। কমলার প্রদত্ত চিহ্ন গুলি ক্রমে এই বংশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও সারদার প্রদত্ত নিদর্শন এখন ও বিদ্যমান থাকিয়া এই লালা বংশকে জনসমাজে পরিচিত করিয়াছে। বেগবতী পদ্মার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে, এই বংশীয়গণের জমি জমা ইট ইমারত ঘর বাড়ী প্রভৃতি অতল সলিলে নিমজ্জিত হইলেও, লালা কবিকুঞ্জে রক্ষিত সুকাব্যনিচয় হইতে সুগন্ধ বিকীরণের বাধা প্রদান করিতে কাহারও সাধ্য হয় নাই।

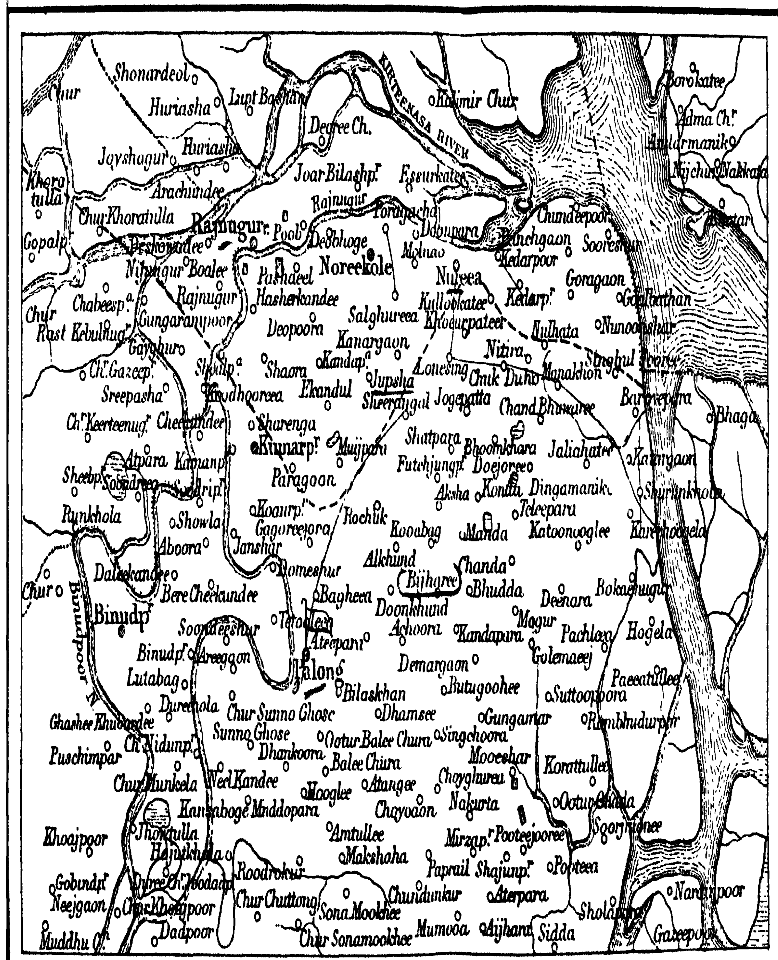
এই লালা বংশ বৈদ্য সম্প্রদায়ের এক প্রধান কুলীন সম্প্রদায় হইতে **উৎপত্তি** হইয়া ছিলেন, পরে স্থান ভ্রষ্ট দোষ ইত্যাদিতে কুলের উজ্জ্বলতা কতকটা হ্রাস হইয়া পড়ে। রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে আগত ধন্বন্তরী গোত্রীয়, হিঙ্গু সেন মহাশয়ের 'উচলী' ডমন, বলভদ্র বিকর্ত্তন হল ও কল সেন নামক ছয়টি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রথম

চারি জন বংশ প্রবর্ত্তক ছিলেন। বলভদ্র বংশীয়গণ সেনহাটী পরিত্যাগ করিয়া ইট্‌না পরে তথা হইতে কেহ বিক্রমপুর কেহ বানীবহ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বাস করেন।

এই বংশ (যশোহর) 'ইৎনা' হইতে বিক্রমপুর-বিলদায়ুনিয়াতে (রাজনগর) এবং পরে নীলকণ্ঠ সেন তথা হইতে জপ্‌সা গ্রামে আগমন করিয়া বাস স্থাপন করেন, তখনও দুরন্ত কীর্ত্তিনাশা (পদ্মা) নদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিক্রমপুরের বহু কীর্ত্তি নাশ করিয়া কীর্ত্তি নাশা পদটী লাভ করে নাই আমরা—যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, ধারাবাহিক ভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিক্রমপুরের কথা

বিক্রমপুর এই নামটি কতকাল যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অবধারণ করা সহজসাধ্য নয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের অবস্থান নিবন্ধন অথবা বিক্রমশালী সেনরাজগণ হইতে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সমতট বঙ্গ বলিয়া একটি স্থানের পরিচয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহার ব্যাপকতা কতদুর ছিল অধুনা তাহা নিরূপণ করাও সুকঠিন। ফার্গুসন সমতট বলিতে ঢাকা জেলা, ইৎচিঙের মতে ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত কোন স্থান এবং ওয়াটারের লেখায় ফরিদপুরের পূর্ব্ব এবং ঢাকার উত্তরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফার্গুসনের কথায় বিক্রমপুর সমতটের মধ্যেই পড়িয়া যায়. ইৎচিঙের বিভাগানুসারে পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত বলিয়াও



দক্ষিণ বিক্রমপুর (বর্ত্তমান সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত।)

বিক্রমপুরকে সমতটের অন্তর্গত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ওয়ার্টসার যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে একমাত্র বিক্রমপুরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অনেকেই এই কথার অনুমোদন করিতেছেন, আমরাও উহা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সেনরাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে এই নামটি হয় সেন রাজত্বকালে অথবা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণ দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে বলা যাইতে পারে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে।

অধুনা বিক্রমপুর বলিতে যে স্থানটুকু নির্দ্দিষ্ট হয়, বাস্তবিক পক্ষে প্রথমোদ্ভূত বিক্রমপুর কিছু এতটুকু স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল না। তৎকালে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার অনেক স্থান বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। কার্ত্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি স্থানগুলি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরগণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা ক্রমে এই বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেনরাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিক-জার্ণেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত * লতা * ঘোড়াঘটক পূর্ব্বে * স * একা ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শাঙ্কর বসাগোবিন্দ বলান্ত ভূসীমাপশ্চিমে * ইত্যাদি—

এই তাম্রশাসনে "লতা" ও "ধীগ্রাম" বলিয়া যে দুইটি স্থানের পরিচয় আছে উহা যে বর্ত্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে * নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার লঙ্কাচুয়া

ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রের কোথাও ইদিলপুর বা কার্ত্তিক পুরের নামের উল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট নয়শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে শ্যামল বর্ম্মার শাসনপত্র কৃত্রিম বলিয়া শুনা যায়, তথাপি ঐ কৃত্রিম দলিলও যে বহুশতবৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কার্ত্তিকপুর এই দুইটি নাম পরগণা বিভাগেরও বহুপরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌সাহ আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত ৫১টা মহলের মধ্যে বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এবং সরকার বাকলার অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক্ পরগণা নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাকলাচন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর, এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দু রাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

দেশের বিভাগ ঠিক রাখা বা না রাখা রাজার ইচ্ছা। আমরা

বিক্রমপুর পরগণা দ্বারা উহা সপ্রমাণ করিতেছি। সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপর নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যেই আবার আরাঙ্গাবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি তিন, চারিটি পরগণার সন্নিবেশ সাধিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলী কর্ত্তৃক যে সার্ব্বে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৮।৯ নং মকিমাবাদ। ১০ নং বিক্রমপুর। ১৩।১৪ নং রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর। এই তিন খণ্ডের মধ্যে, ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮।৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরের দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ পাটাভোগ, বেজগাঁ পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্ত্তন, নাগরভাগ, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল, হলদিয়া, ইছাপাশা, রাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালীপাড়া, কোঁয়ারপুর প্রভৃতি বিক্রম পুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় ১৩।১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ৮।৯।১০ নং উহা বর্ত্তমান সময়েও ঢাকার অন্তর্গত থাকায় সর্ব্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা 'দক্ষিণ' বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণবিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদানকালে, মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের পরিচয় প্রদান করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ী রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর

বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজপত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্ব্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও সগর্ব্বে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদাররায়ের রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদরস্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সণকট, 'কেহ সকাট' বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণের বৈষম্যবশতঃ বিক্রমপুরবাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন (১)। সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন একটি খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড স্থানের ঐ রূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদরস্থান ছিল। রামপালের পূর্ব্বে সমকটের অভ্যুদয় হয়। এই সময়ে এক সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে মেজর জেম্স্ রেণেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ব্বে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যের এক সমাজ ছিল। এতদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য সম্প্রদায়ের বহু হিন্দু এই

(১) বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—সোণারটং (সোণারঙ্গ) 'কাউলীপাড়া' ('কালীপাড়া') মাঐসার (মহিসার) প্রভৃতি। সমতট প্রথম সঙ্কটে বা সমকটে উচ্চারিত হইত, পরে এখন যাঁহারা ঐ নাম উচ্চারণ করেন বা লেখেন, তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সোমকোট।

স্থানে বাস করিতেন। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণাবক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ও তন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দমঙ্গল, খাগটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীপ্রবাহে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দক্ষিণবিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপসা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানার গাঁ আকসাইল, সোণার দেউল, গঁজনাইপুর, পোড়াগাছা, মূলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খীলগাঁ, খারচাকা বক্সীবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলীয়া,পারগাঁ, গাগৈরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতারভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, বামগাঁ, মইজপাড়া, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরী প্রভৃতি আরও বহুগ্রাম আংশিকভাবে নড়িয়া, কোমরপুর, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানের ভূমিও নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

উপরের লিখিত ভগ্নস্থানগুলির মধ্যে আবার অনেক স্থান পয়স্ত (alluvian) হইয়া, চর রাজনগর, চর জপসা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেছে।

১৮৭১ খ্রীঃঅব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর * হইতে গবর্ণমেণ্টের আদেশে কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী মুলফৎগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৪৫৮ খানি গ্রাম ঢাকা জেলা হইতে খারিজ হইয়া বাখরগঞ্জের অধীন হয়। মুলফৎগঞ্জ মাদারীপুর সব-ডিভিসনের মধ্যে ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু আদালত সংক্রান্ত মোকদ্দমা ঢাকার অধীনে থাকে। ছোট মোকদ্দমা বহর মুন্সেফিতে (১) ও বড় মোকদ্দমার আপীল ঢাকার জজের নিকট সম্পন্ন হইত। মাদারীপুর সবডিভিসন ১৮৭৩।৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর

---

* ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনানুসারে।

জেলার অন্তর্গত হয়। তদবধি মুলফৎগঞ্জ বা পালং থানাও ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ সেপ্টম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে ১ম ভাগের ১৪১৩ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনানুসারে ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার সীমা নির্দ্ধারিত হয়। এবং ঐ তারিখে কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৪৪১ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনানুসারে সবডিভিসন সমূহের সীমা নির্দ্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপীরমন সেন খাসনবীস

ধন্বন্তরী গোত্রীয় বলভদ্র বংশীয় বেদগর্ভ সেন, যশোহর জেলাস্থ ইৎনা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর অন্তর্গত বিল-দায়ুনিয়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন, কালক্রমে তাহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ পরে বিলদায়ুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া জপ্‌সা গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন।

নীলকণ্ঠের চতুর্থ স্থানীয় বংশধর গোপী রমন সেন খাসনবীশ ও শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ স্থানীয় বংশধর কৃষ্ণজীবন মজুমদার, এই দুইজন কাল-ক্রমে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

গোপীরমন সেন তাহার পিতা শিবরাম সেনের মৃত্যুর পর পিতৃব্যগণের অবহেলায় দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। পরে বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলাস্থিত উত্তর সাহাবাজপুরের জমিদার শ্রীরামরায়এর (চাঁদরায়) ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুক স্বরূপ এক তালুক প্রাপ্ত হয়েন। (এই তালুক তখন পান্তাভাতের তালুক বলিয়া কথিত হইত।) ইহার পর তিনি জপ্‌সায় পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পৈত্রিক সম্পত্তির



লালা জয়নারায়ণ স্থাপিত—জপসার শ্রীশ্রী৺বুড়া শিব

উদ্ধার সাধন করেন পরে তিনি নিজ চেষ্টায় ঢাকা নবাব সরকারে খাসমহালে কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সাহাবাজপুর পরগনার কতক অংশ ক্রয় করিয়া লন, এবং জপসা গ্রামে বৃহৎ বসত বাটী নির্ম্মান করেন, এবং **কাত্যায়নী দশভূজা মূর্ত্তি ও মহাপ্রভু (গৌর নিতাই)** মূর্ত্তি স্থাপন করেন। জমিদার তনয়া হরিপ্রিয়ার গর্ভে গোপীরমনের যথাক্রমে ১। শ্রীরাম ২। কৃষ্ণরাম, ৩। রামমোহন ৪। রাজারাম, ৫। রঘুনন্দন এই ছয়টী পুত্র ও সত্যবতী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

অনেকের ধারণা যে গোপীরমন বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সাহাবাজ পুর পরগণার আড়াই আনা অংশের মালিক হয়েন, বাস্তবিক একথা ভুল!

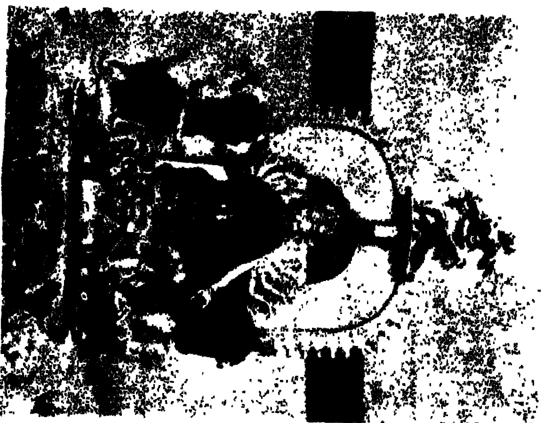
উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার বন্দোবস্তের সময় তাহা প্রথমতঃ তথাকার প্রাচীন জমিদার শ্রীমন্ত রায়ের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। তাহার পর নূতন জমিদারী বন্দোবস্তের সময় চার আনা অংশের মালিক হয়েন শ্রীরামরায় (চাঁদরায়)। এবং চারি আনা অংশ লাভ করেন শ্রীমন্ত রায়ের ভ্রাতা বানেশ্বর। এবং অপর আট আনা অংশের মালিক হয়েন ঢাকা সহরের মহম্মদ মশীর চৌধুরী, এই মহম্মদ মশীর চৌধুরীর চারি আনা অংশ হইতে গোপীরমন ও রামগঙ্গা রায় আড়াই আনা অংশ ক্রয় করেন। গোপীরমন সেন খাস নবীশ মহাশয় প্রথমতঃ এই পরগনার দুই আনা অংশ ক্রয় করেন পরে গোপীরমনের পৌত্র রামগঙ্গা রায় আধ আনা অংশ ক্রয় করেন। গোপীরমন সাহাবাজপুর পরগণার যে দুই আনা অংশ ক্রয় করেন উহাও পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম সেন এই জমিদারীর অংশ গ্রহণ না করিয়া তদীয় পিতা বিবাহের সময় যে যৌতুক স্বরূপ তালুক পাইয়া

ছিলেন তাহাই গ্রহণ করেন। উহার নাম হয় তালুক শ্রীরাম সেন। (পান্তাভাতের তালুক) আর জমিদারীর নাম হয় "দুর্গা গঙ্গেশ্বর, দেবী জীবন সেন।" গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদের দুর্গা। তৃতীয় পুত্র গোবিন্দরামের পুত্র রাম রঙ্গার "গঙ্গা" পঞ্চম পুত্র রাজারামের পুত্র দেবী প্রসাদের "দেবী" এবং কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনের পুত্র রামজীবনের "জীবন" লইয়া এই নামের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণরামের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ অনপত্য অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। একমাত্র উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার জমিদারীর সহিত তাঁহার নাম আজও জড়িত থাকিয়া তদীয় স্মৃতি কথঞ্চিৎ জাগ্রত রাখিয়াছে।

মহম্মদ মশীরের বাকী দেড় আনা অংশ রাজ নগরের রাজারা ক্রয় করেন ইহা তালুক বাসুদেব রায় নামে পরিচিত।

জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম সেন ব্যতীত গোপীরমণের পুত্রগণ ঢাকার নবাব সরকারের নানা উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম ক্রমশঃ দেওয়ানী পদ লাভ করে তৃতীয় পুত্র গোবিন্দরাম (বড় রায়) ও নবাব সরকারের কার্য্যলাভ করেন। চতুর্থ পুত্র রামমোহন, চাঁদ প্রতাপ পরগণার আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পদলাভ করিয়া "ক্রোড়ী" উপাধি পান। পঞ্চম পুত্র রাজারাম হুজুরী মহালের আদায়কারী ছিলেন। (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ৫ রিপোর্ট দেখ) কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন পারস্য ভাষায় অতি অভিজ্ঞ ছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের সহায়তায় তিনিও দরবারে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং লালা উপাধি পায়েন। কিন্তু বয়স দোষে তিনি একটি গুরুতর অন্যায় অপরাধ করায় (৪র্থ বর্ষ ঐতিহাহিক চিত্রের ২১৯ পৃষ্ঠা দেখ) দরবারে তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার উপাধি, কার্য্য, সবই বাজেয়াপ্ত হয়। এবং কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তখন রঘুনাথ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



শ্রীশ্রী৺কাত্যায়নী দেবী

মহাত্মা গোপীরমণ সেন স্থাপিত



শ্রীমহাপ্রভু, গৌর নিতাই

পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। এদিকে দরবার হইতে তাহাকে ধরিবার নানা চেষ্টা করিয়াও যখন তাহাকে পাওয়া গেল না, তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় দেওয়ান কৃষ্ণরাম ও ক্রোড়ী রামমোহনের উপর আদেশ দেওয়া হইল রঘুনাথকে দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য। বেগতিক দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় নবাব দরবারে জানাইলেন যে, রঘুনন্দন আর ইহজগতে নাই পরলোকে গমন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য শুধু এই কথা প্রচার করিয়াই তাহারা নিস্তার পান নাই, বহু সহস্র টাকা এজন্য নবাব দরবারের কর্ম্মচারিবৃন্দকে দিতে হইয়াছিল, এসময় আজিমওশান ও মুর্শিদকুলিখাঁর বিবাদ হওয়ায় মুর্শিদকুলখাঁ ঢাকা হইতে তাহার দেওয়ানী বিভাগ, মুখসুদাবাদে লইয়া যাইয়া তাহার নিজ নাম অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ নাম রাখেন, এই সঙ্গে দেওয়ানী বিভাগের সহিত কৃষ্ণরামও মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান। এজন্য আর রঘু নন্দনের বিষয় বিশেষ আলোচনা হয় না। ইহার পর রঘুনন্দন বহুদিন পলাতক অবস্থায় থাকিয়া পরে জপসা গ্রামে আসেন। এসব গোলমালে রঘুনন্দন তাহার বৈঠকখানা বাড়ী আর সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই উহা ভূতা দালান নামে পরিচিত ছিল।

গোপীরমণ জীবিত অবস্থায় তাহার বসতবাড়ী, জমিদারী এবং দেববিগ্রহ পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। বসতবাটী কৃষ্ণরামের অংশে পড়ে এবং কাত্যায়নী দেবীর পূজার ভার ও প্রত্যেক পুত্রকে বৎসরে দুইমাস করিয়া সেবা করিবার ভার দিয়া যান। তবে বিশেষভাবে শারদীয় পূজার কয়দিন ইহা কৃষ্ণরামের অংশে বিশেষ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। এজন্য কৃষ্ণরামের বংশধরগণ পূজার সময় দশভুজা মূর্ত্তি গঠন না করিয়া এই কাত্যায়নীর উপর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্ব প্রথামত এই বংশের পূজা সর্ব্বপ্রথম হইয়া থাকে।

গোপীরমণ সেন বাড়ী বিভাগ (৪৯৭ পরগণাতি সনে) করিয়া কি মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন এবং পুত্রবধূ কৃষ্ণরামের স্ত্রী কর্ত্তৃক কেমন সুন্দরভাবে তাহার মীমাংসা হইয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা পরে প্রদান করিব।

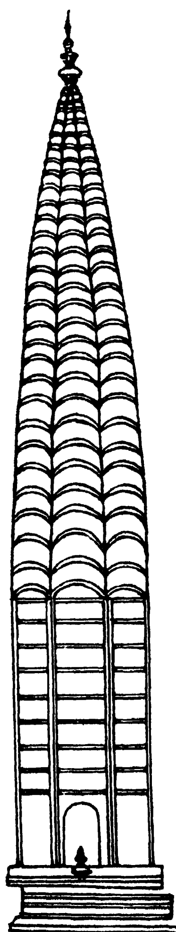
এই জমিদার বংশ স্থাপয়িতা গোপীরমণ সেন পূণ্যবান লোক ছিলেন, তাহার নিয়ম ছিল, আহারের পূর্ব্বে অনুসন্ধান করা যে. গ্রামের কোন পরিবার বা লোক অভুক্ত আছে কি না এবং উহা পরিজ্ঞাত হইলে তাহাদের আহার্য্য কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া পরে স্বয়ং অন্নগ্রহণ করিতেন।

এই পূণ্যবানের গৃহে বহু পূণ্যাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, বহু ধীসম্পন্ন পণ্ডিত বহুকৃতি তাহার পূণ্যভবনে আবির্ভূত হইয়া উহাকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

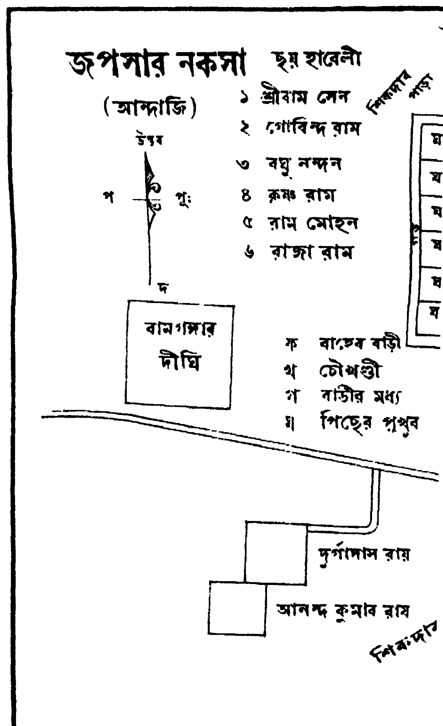
উপযুক্ত ছয় পুত্র রাখিয়া গোপীরমণ সেন মহালোকে প্রয়াণ করেন।

জপসার কীর্ত্তি প

বহুকাল অতীত হইল ঢাকাজেলার কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, দক্ষিণবিক্রমপুরান্তর্গত জপসা গ্রামের প্রাচীন বাড়ী লক্ষ্য করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই কেল্লা কাহার?" কারণ এই সময়ে উহার নিকটবর্ত্তী চণ্ডীপুর গ্রামে আর একটি গ্রামে আর একটী ভগ্ন দুর্গের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সাহেব তাহা অবগত ছিলেন; উহা যে চাঁদ ও কেদার রায়ের তাহাও তিনি জানিতেন। জপসার এই বাড়ীর গঠনপ্রণালী দৃষ্টে উহা কাহার দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল এই বিষয় অবগত হইবার জন্যই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই রাজকর্ম্মচারীর নাম ছিল,



লালা রামপ্রসাদ রায় স্থাপিত, দেওয়ান **কৃষ্ণ-রাম রায়ের শ্মশান মঠ**
এই মঠ অতি উচ্চ ছিল।



(রায় চন্দ্রকান্ত

জপসার নকসা ছয় হাবেলী

(আন্দাজি)

১ শ্রীরাম সেন
২ গোবিন্দ রাম
৩ রঘু নন্দন
৪ কৃষ্ণ রাম
৫ রাম মোহন
৬ রাজা রাম

ক রায়ের বাড়ী
খ চৌখণ্ডী
গ বাড়ীর মধ্য
ঘ পিছের পুষ্কুর

রামগঙ্গার দীঘি

বৈদিক পাড়া

ব্রাহ্মণ পাড়া

যোগী পাড়া

শিকদার পাড়া

দরজা

দুর্গাদাস রায়

আনন্দ কুমার রায়

দেওয়ান জি বাড়ী

কর্মকার পাড়া

নকসী বাড়ী

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী

(রায় চন্দ্রকান্ত সেন বাহাদুরের প্রস্তুত ম্যাপ হইতে গৃহীত

লালা রামপ্রসাদ রায় স্থাপিত, দেওয়ান **কৃষ্ণ-রাম রায়ের শ্মশান মঠ**
এই মঠ অতি উচ্চ ছিল।

জন পীটার্সন, তিনি ঢাকা জালালপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন (১)। প্রশ্নোত্তরে তিনি অবগত হইতে পারিলেন যে, উহা কেল্লা নয়, গ্রামের জমিদারবাড়ী। বহু দূর হইতে যত নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, ততই তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাস অপনোদন হইতেছিল; কারণ রাস্তা অবলম্বন করিয়া বাড়ীর দক্ষিণ পরিখার সীমায় উত্তীর্ণ হইতে প্রথমে তাঁহার এক বৃহৎ দেবালয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। বড় রাস্তা হইতে পরিখা ভেদ করিয়া জমিদারবাড়ীর সহিত যে রাস্তাটী সম্মিলিত হইয়াছে, ঠিক তাহার পশ্চিমপার্শ্বে ও পরিখার উত্তর পারে এই বাড়ীটী সংস্থাপিত ছিল। বাড়ীতে এক বৃহৎ মন্দির; তন্মধ্যে চতুর্ভূজা কালীদেবী, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত গৌরীশঙ্কর, দ্বাদশরুদ্র, বৃষভ এবং যুক্তদ্বিভুজ, ঊর্দ্ধনেত্র, পদ্মাসনে আসীন এক সৌম্যমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল (২)। এই বাড়ীর পশ্চিমের ভদ্রাসনে ইষ্টকগ্রথিত উচ্চ বেদিমূলে কষ্টিপাথর নির্ম্মিত বৃহৎ এক শিবলিঙ্গ, এবং তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট ঐ প্রস্তরনির্ম্মিত এক বৃহৎ বৃষভ। বাড়ীর অপর পার্শ্বে আর একখানি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় ছিল, উহা দেবীর ভোগরন্ধন জন্য ব্যবহৃত হইত। এই বাড়ীর মধ্য আঙ্গিনায় একটী ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচা হইতে চারিটি তাম্রনির্ম্মিত নল শিবের মস্তকের দিকে নীত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা যখন ইচ্ছা শিবের স্নানকার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিত। কারণ শিব এত উচ্চ যে একজন

(১) ১৮১১।১১ খৃঃ অব্দে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে নানা বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রদান করিতে হইত, তন্মধ্যে দুর্গ অনুসন্ধানের কথাও ছিল। তদুপলক্ষে তাহার জপসা আগমন শিরঙ্গলের গ্রামের নিকট বাগবাড়ীতে প্রকৃতই কেল্লাও ছিল।

(২) এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে, উহা ঠিক ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। হিন্দু দেবালয়ে গুরুভাবে পূজিত হইতেছেন

দীর্ঘকায় মনুষ্য হস্ত উত্তোলন করিলেও তাঁহার শিরঃস্পর্শ করিতে পারিত না। প্রস্তরনির্ম্মিত চারিটী হংস ঐ চৌবাচ্চায় ভাসিয়া বেড়াইত।

এই দৃশ্যে রাজপুরুষের মন আকৃষ্ট হইল। তিনি ক্রমে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরা যে দেবালয়ের কথা বলিলাম, উহার পূর্ব্বাংশ ধরিয়াই বাড়ীর দিকে এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই পথের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী বৃহৎ সরোবর ও ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে উহা একটী বাড়ী নয়, চতুর্দ্দিকে বৃহৎ পরিখা বেষ্টিত স্থানের মধ্যে ছয়টী বাড়ী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার নির্ম্মাণকৌশল এইরূপ যে, বিবিধ অট্টালিকা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইয়াও উহার প্রত্যেক বাড়ীর প্রবেশপথ সমসূত্রে বিদ্যমান। অন্দর ও বাহির খণ্ডের যেদিকেই হউক এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী প্রবেশের ইচ্ছা করিলে, কাহাকেও ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না, অথচ নবাগত ব্যক্তিকে এইটুকু অতিক্রম করিতে গোলক-ধাঁধায় পড়িতে হয়। প্রত্যেক বাড়ীর বাহির খণ্ডে এক একটি যোড়কাঠা বা সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের সংলগ্ন দুইদিকে দুইটী কোঠা বা প্রকোষ্ঠ থাকায় উহাকে কেহ যোড়কোঠা, কেহ বা সিংহদ্বার বলিত। এই প্রকোষ্ঠদ্বয়ে, প্রহরী ও পাইকগণের অবস্থানের জন্য ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে এই বাড়ীতে যতগুলি অট্টালিকা ছিল, তন্মধ্যে ছয়টির কথাই উল্লেখযোগ্য :—**দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের পঞ্চরত্ন**, তৎপুত্র **লালা রামপ্রসাদের রঙ্গমহল, রঘু নন্দনের ত্রিতল দেবমন্দির, রামগঙ্গা রায়ের প্রকাণ্ড বাসভবন, হরনাথবাবুর বৈঠকখানা দালান** ও **রুক্মিণীকান্ত বাবুর কালীর মন্দির**। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি ঝিকুটী দালান, দেবালয় বা সাময়িক

দেবার্চ্চনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে গোপীরমণ সেন খাসনবীস, দুর্গাপূজার জন্য যে **ঝিকুটী নির্ম্মাণ** করান তাহাই বৃহৎ ছিল।

জন পীটার্সন বাড়ীর এই চিত্র সন্দর্শনে যদিও বুঝিলেন যে উহা কেল্লা নহে, তথাপি তাঁহার প্রতীত হইল, ইহা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সহজসাধ্য নয়। দূর হইতে উহা দুর্গবৎই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। মহারাজ রাজবল্লভের সাত পুত্রের সাতহাবেলী বৃহৎ হইলেও এইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল না।

আর একজন রাজকর্ম্মচারী ১৭৬৪ খৃঃঅব্দে পদ্মা ও মেঘনা এই উভয় নদী হইতে একটা মন্দির লক্ষ্য করিয়া এই স্থানে উপনীত হন। তিনি ছিলেন সার্ব্বেয়ার জেনেরেল মেজর রেণেল। তদীয় মানচিত্রে এই মন্দিরটীর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মন্দিরের চিত্রপার্শ্বে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন,—

"Jaopsa Pagoda seen in the both rivers"—জার্ণেলের ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায় "Jaopsa Pagoda (which is very high) may be distinctly seen in both rivers. The country hereabouts is pleasant." (১)

অতঃপর আর একটী রাজকর্ম্মচারীর কথা এই স্থানে বলা হইতেছে। ইনি ছিলেন ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার ডক্টার হিল। স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহার জপসাতে আগমন হয়। সঙ্গে ছিলেন ডিপুটী ইনস্পেক্টার বিদ্যাধর দাস। আমার অনুজ স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ রায় স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তিনি তখন দেশে ছিলেন না,

---

(১) The journal *of* Major James Rennell Published by the Asiatic Society of Bengal, 1910)

কাজেই সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন হইয়াছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় দীননাথ সেন সরকার (১) মহাশয় সাহেবের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। হিল সাহেব বড়ই ভদ্রলোক ছিলেন, কয়েকটী কথার পর তিনি বলিলেন. আসিবার পথে যে দেবালয়টী দেখিলাম, ঐ বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিতে পারি কি না। আমরা বলিলাম, বাড়ীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ নাই কিন্তু দেবগৃহে যাওয়া নিষিদ্ধ। সাহেব দেবগৃহ বলিতে বোধ হয়, একমাত্র দালান বুঝিয়া থাকিবেন। তাঁহার কিন্তু স্কুল দেখা ভাল করিয়া হইল না, তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি সেই দেবালয়ের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। আমরা বিদ্যাধর বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সাহেবের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। বোধ হয় ৫ মিনিট পূর্ব্বে সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা বাড়ীর বাহির হইতে না হইতে সাহেব ফিতা দ্বারা শিব ঠাকুরের উচ্চতা বেড় পরিমাপ করিতেছেন। আমি বিস্মিত হইয়া বিদ্যাধর বাবুকে বলিলাম, সাহেব করিতেছেন কি! তিনি ত ঠাকুরের জাতি নষ্ট করিলেন। বিদ্যাধর সে কথা উচ্চৈঃস্বরে সাহেবকে জানাইলেন। পরে যেই আমরা উপস্থিত হইলাম, তখন সাহেব বলিলেন. "আমি ত মন্দিরে গমন করি নাই, বাহিরের একটী মাত্র স্পর্শ করিয়াছি। তবে যাহাতে এই ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে সে বিষয়ে এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য?" বিদ্যাধর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় কি? সাহেব ত লজ্জিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত-বিধান যাচ্ঞা করিতেছেন, এ স্থলে কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত?" যদি বলি আমাদিগকে পুনরায় অভিষেক দ্বারা দেবতার শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে, তবে বোধ হয় খরচটা

(১) ইঁহার পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় ডক্টার প্রিয়নাথ সেন, এম্, এ ডি, এল, পি, আর, এস। পরেশনাথ সেন B. A. যোগেশ সেন ও জিতেন্দ্র সেন ইঁহারা জপসার সরকার বাড়ী রামানন্দ সরকারের বংশধর।

সাহেব তখনি ফেলিয়া দেন, কিন্তু যখন তাঁহাকে জানাইলাম, তৎসম্বন্ধে প্রতিবিধান যাহা হয় আমরাই করিয়া লইব, তখন সাহেব হাসিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তারপর সাহেব কালীমন্দিরের ও পঞ্চরত্নের দেবালয়ের শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত গণেশ, বলরাম ও ধাতুনির্ম্মিত কাত্যায়নী, লক্ষ্মী, গোবিন্দ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিয়া কাহার কি নাম তাহা লিখিয়া লইতে লাগিলেন। তৎসহ এই সকল মন্দির ও বিগ্রহ কাহার দ্বারা কোন সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে উহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহাকে জানান হইল, এই **পঞ্চরত্ন ঢাকা** নাওয়ারার দেওয়ান **কৃষ্ণরাম রায়** কর্ত্তৃক প্রস্তুত আরম্ভ হয়, কিন্তু একতল পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইতেই তিনি গতায়ু লইলে ঢাকা নবাবের দেওয়ানের সহকারী তৎপুত্র লালা রামপ্রসাদ উহার উপর **পঞ্চমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে পঞ্চরত্নে পরিণত** করেন। শিব ও কালীর মন্দিরমধ্যস্থ দেবতা সকল, এই রামপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র লালা জয়নারায়ন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয় (১)। তৎপরে সাহেব এই সকল দেখিতে পারিয়া সুখী হইতে পারিলেন বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় ৬২।৬৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা। হিল সাহেব সে সকল বিষয় জানিয়াছিলেন, তাহার গতি কি হইয়াছে, তাহার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

নদী কর্ত্তৃক এই স্থানটির ধ্বংশ সাধিত হইলে পর ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার এস্কলি সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত জার্ণেল অব মেজর জেমস রেনেলের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন, "Rajnagar:—This place was swept away by the Kirti-

(১) হরিলীলা ও চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য প্রণেতা কবি জয়নারায়ন।

nasha River in 1871-2,and Luricule by the same river nine year later together with Jaopsa pagoda. The ground on which they stood has sinee rEformed and that æourse of the Kirtinasha is now practically dry."

(আমরা যে বাড়ীর বিররণ লিপিবদ্ধ করিলাম, উহার প্রতিষ্ঠাতা গোপীরমণ সেন ও মহারাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার যথাক্রমে বেদগর্ত্ত সেনের পুত্র নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ সেনের প্রপৌত্র।)

গোপীরমণ নবাব সরকারের খাসমহালে তহশীলদারি কার্য্য করিতেন। এই কার্য্য উপলক্ষে তিনি কিছু জমিদারী ক্রয় করিতে সক্ষম হন। বেদগর্ভ সেনের বংশধরগণ চিরভূম্যাধিকারী হইলেও গোপীরমন এই বংশে প্রথম জমিদার। গোপীরমণ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পুত্রগণ স্ব স্ব ক্ষমতায় অনায়াসে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তখন স্বীয় সম্পত্তি ও বসতিস্থান পুত্রগণকে সমান ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। এই বাড়ীই নানাবিধ দেবালয় সরোবর এবং হর্ম্ম্যমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়া সাধারণের নিকট ছয়হাবেলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁহার জামাতা চন্দ্রশেখর দাশকেও বাড়ীর উত্তরের পরিখার উত্তর দিকে বৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

যথাকালে গোপীরমণের পুত্রগণ উন্নত হইয়া গ্রামের সৌষ্ঠব সংসাধনে যত্নবান হন। তন্মধ্যে জপসার মধ্যবর্ত্তী সুপ্রশস্ত রাস্তা ও দীঘির বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই বৃহৎ সরোবরের সোপানশ্রেণীর সদৃশ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট ঘাট পূর্ব্ববঙ্গে ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দীঘি-কার মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পাহাড় সদৃশ তীরভূমিতে সংলগ্ন উহার শেষ

ধাপটি প্রত্যক্ষ করিলে নির্ম্মাতার কৌশলের কথা মনে উদিত হইয়া স্বতঃই তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা জন্মিত। খিলান অবস্থাতে শূন্য-মাত্র অবলম্বন করিয়া উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করা হইয়াছিল। প্রবল বর্ষাকালে ২৫।২৬টি সোপান অতিক্রম করিলে জলের সংস্পর্শ ঘটিতে পারিত। সর্ব্বোপরিস্থ সুপ্রশস্ত সোপানের তিন দিকে আলিসা পরিবেষ্টিত থাকায় উহাতে উপবেশনের কার্য্য সম্পাদন হইত। ঘাটের তুইদিকে গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দির তুইটি প্রহরিজনের আশ্রয়স্থান ছিল।

এই সোপানশ্রেণী ও তুই মন্দিরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে এক "আখড়া বাড়ী" বা বৈষ্ণবধাম ছিল। এই বাড়ীতে তুইটি সুদৃশ্য মন্দির ছিল, উহার নাম ছিল সেঘড়া দোলমঞ্চ। প্রথমটিতে নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত নিত্যানন্দ চৈতন্য ও রাধাগোবিন্দ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোপীরমন প্রতিষ্ঠিত এই বিগ্রহগুলি নিত্য পূজিত হইয়া ফল্গুৎসবের পূর্ণিমাতে দোলমঞ্চে আরোহণ করিতেন। এই কার্য্য বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত।

উহার সন্নিকটস্থ অপর একটী বাড়ী ভাট কবিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আখড়া-বাটীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ছিল একটি বৃহৎ বন্দর। উহা পশ্চিম তীরের কতকাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দক্ষিণ তীরের কতকাংশ স্থান সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী নামে পরিচিত হইত। এই বাড়ীতে লালা রামপ্রসাদ তদীয় **পিতৃদেব কৃষ্ণরাম রায় মহাশয়ের শ্মশান-ক্ষেত্রে তুইটী মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বেয়ার জেনেরেল মেজর রেণেল ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী পদ্মা ও মেঘনা হইতে এই মঠ সন্দর্শন করিয়া, তদীয় কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন। রেণেলের মানচিত্রে এই মন্দিরের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।** এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে প্রতি

বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে একটী মেলা বসিত এবং তথায় বহু লোকের সমাগত হইত।

ইতিপূর্ব্বে যে দোলমঞ্চের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া একটী সরল রাস্তা গ্রামের মধ্যভেদ করিয়া বরাবর পশ্চিম দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। বর্ত্ম´টির দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মাইল, প্রস্থ ১৫ হাতের ন্যূন নহে। উভয় পার্শ্বে রোপিত তাল, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি উহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া পথিকের আশ্রয়স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই প্রকাণ্ড দুই পরিখা বা খাল ছিল।

এই পথ অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেই একটী প্রকাণ্ড বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইত। উত্তরে গড় বা পরিখা অতিক্রম করিয়া এই বাড়ী হইতে আর একটী রাস্তা আসিয়া বড় বর্ত্ম´টীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বাড়ী প্রবেশ করিতেই সম্মুখে প্রকাণ্ড মঠ। উহাতে শিব প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে একটী দীর্ঘিকা। তৎপর যোড়কোঠা বা সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরের খণ্ডে প্রবেশ করা যাইত। এই বাড়ী কতকগুলি অট্টালিকা সুশোভিত ছিল। কালীদেবীর জন্য পৃথক একটী খণ্ড ছিল। এই বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা, বৈদ্যবংশীয় রামানন্দ সরকার রাজবল্লভের সময়ে ঢাকায় পেসকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহু ভূসম্পত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। গ্রামের নিকটবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানের তাঁহার অর্থে নিখাত একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। (সরকার বাড়ী)

এই বাড়ীর সমসূত্রে রাস্তার গড়ের দক্ষিণ পারে একটি স্থানের নাম ছিল "নীলখোলা"। চড়ক পূজাকে পূর্ব্ববঙ্গে 'নীলপূজা' বলিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধীয় পূজা ও চড়কঘোড়া, এই স্থানে হইত বলিয়া উহার নাম হয় "নীলখোলা"। **এই স্থানে হরনাথ রায়ের বাগান** ও সরোবর ছিল।

তথা হইতে কিঞ্চিত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলেই রাস্তার

উত্তরদিকের গড়ের উত্তরাংশে একটি বৃহৎ সরোবর এবং দুইখানা ইষ্টকালয় নয়নপথের পথিক হইত। উহা লালা রামপ্রসাদের দ্বারা সংস্থাপিত **অভয়া দেবীর বাড়ী**। এক মন্দিরে পাষাণময়ী চতুর্ভূর্জা অভয়া কালী, এবং অপর **মন্দিরে শিবলিঙ্গ** প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুকুরের পূর্ব্বপার ভিন্ন অপর তিন পারে সুন্দর বাঁধা ঘাট। নানাবিধ উদ্যান তরুতে দেবমন্দির সমাচ্ছন্ন। যে কোন দর্শক এই নির্জ্ন স্থানে গমন করিয়া দেবীর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার মনেই এক অভূতপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার না হইয়া পারে নাই। পঞ্চমুণ্ডের উপর দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সাধক রামগতি বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া এই দেবীর পদেই আত্ম-সমর্পণ করেন।

প্রবাদ এই, জমিদারবংশের একটী কুটুম্ব উন্মাদগ্রস্ত হন। তিনি এক দিবস এই বাটীর উপর দিয়া চলিয়া যাইবার, সময় ঘর হইতে কেহ যেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, আমাকে এই পুকুরে স্নান করিতে লইয়া চল।" শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাগল গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, জনশূন্য গৃহ, সে হাসিয়া চলিয়া যাইতেই পুনরায় শ্রবণ করিল, "বাছা আমাকে লইয়া গেলে না, আমার বড়ই গরম বোধ হইতেছে, শীঘ্র স্নান করাও।" এবার স্পষ্ট বুঝিল দেবীই কথা বলিতেছেন। তখন বলিল, 'আমি তোমাকে একা লইয়া যাইব কি প্রকারে?' দেবী বলিলেন, "একাই পারিবি। তখন পাগল দেবীকে মস্তকে লইয়া পুষ্করিণীর তীর হইতে তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিল। পরে জল হইতে উত্তোলন করিতে যাইয়া আর তাঁহাকে বহন করিয়া আনিতে তাহার সাধ্য হইল না। তখন উন্মাদ বলিয়া উঠিল, 'এই কি করিলে,আমি তোমাকে গৃহে না রাখিতে পারিলে যে উৎপীড়িত হইব। অভয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তুই প্রস্থান কর।" তাহাই লইল, রাত্রিযোগে রামগতির প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল, "আর আমাকে এই

জলাশয় হইতে উত্তোলন করিও না, আমি এই জলেই আছি, প্রতিষ্ঠিত ঘটে নিয়ত বিরাজ করিব।" অধিকন্তু উন্মাদ তদবধি প্রকৃতিস্থ হইল। এই জন্য এই দেবী জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

তদনন্তর রাস্তার দক্ষিণ পরিখা অতিক্রম করিলে আর একটী ভবন দৃষ্ট হইত। এই বাড়ীতে একটী প্রকাণ্ড সেঘড়া ও কএক খানা অট্টালিকা এবং একটী প্রকাণ্ড সরোবর ছিল। এই বাড়ী রাজবল্লভ সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তদ্বংশীয় রামরূপ সরকারের সহিত বংশবিলোপ ঘটিলে, তদীয় জ্ঞাতিগণ মালিক হইয়া এই বাড়ী দেওয়ান ভারতচন্দ্র সেনের নিকট পত্তন করেন। ভারতচন্দ্র এই বাড়ীতে বসতি আরম্ভ করিলে পরে এই বাড়ী দেওয়ান-বাড়ী নামে অভিহিত হয়।

তদনন্তর কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেই, সেই প্রকাণ্ড ছয় হাবেলীর সুদৃশ্য চিত্র পথিকের নয়ন-বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিত (১)। যে ছয় ভ্রাতা হইতে ছয় হাবেলী নামের উৎপত্তি তাঁহাদের নাম শ্রীরাম, কৃষ্ণরাম, গোবিন্দরাম, রামমোহন, রাজারাম ও রঘুনন্দন।

জপসার কীর্ত্তিকলাপের কয়েকটি মাত্র চিত্র পাঠক মহোদয়গণের অবগতি জন্য স্থানে সন্নিবেশ করা হইল। পূর্ব্ববঙ্গের কত স্থানে কত এইরূপ কীর্ত্তির নমুনা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, উহার অনুসন্ধান কে লইয়া থাকেন? নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পূর্ব্ববঙ্গের যতটা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ অন্য কোনও স্থানে তদ্রূপ ঘটে নাই। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে রাজনগরের সেই অভ্রভেদী মন্দিরনিচয়ের উদ্ভব ও

(১) বড়বস্থ, ছয় হাবেলী অতিক্রম করিয়া বরাবর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেই, নূতনবাড়ী, এই বাড়ীতে অট্টালিকা ও কপাইসারের দীঘি ছিল। তথা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে গমন করিলে **রামগঙ্গারায়ের বৃহৎ** দীঘিকা নয়নগোচর হইত। পরে এই রাস্তা রাজনগরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

বিনাশসাধন প্রত্যক্ষ হইল। জপসা যদিও উহা হইতে ন্যূন কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিত, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গের আর কোথাও বুঝি এইরূপ সুসজ্জিত একখানি গ্রাম ছিল না। সেই রম্য নিকেতন আজ কোথায়? প্রায় ৬২ বৎসর পূর্ব্বে, কবি মহিমচন্দ্র দাশ (ডাক্তার) জপসার ধ্বংশ সম্ভাবনা অনিবার্য্য মনে করিয়া যে "শোকসঙ্গীত" হিতৈষীনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ মাত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (১)।

"ডাকি কহিলাম কেথায় প্রসাদ? (২)
রামানন্দ, রাম, সব অবসাদ।
কালের কবলে, গিয়াছ সকলে
সঙ্গে নিবারিতে সাধ ॥

সমুদয় স্থাপত্য শিল্পের চিহ্নসহ জপসা কীর্ত্তিনাশার সলিলে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার কিছুমাত্র চিহ্ন বিদ্যমান নাই (৩)। তবে তক্ষণ-শিল্পের প্রচুর নিদর্শন স্বরূপ বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আজি পর্য্যন্তও তথায় বিদ্যমান দেখা যায়। জমিদারবংশধরগণ, শত বাধা সহ্য করিয়াও এ সকলের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। এতদিন নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এই সকল প্রতিমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছিল। অধিকারগণের অবস্থার

(১) এই সঙ্গিতটি সম্যক পরে দেওয়া হইল।

(২) প্রসাদ (লালা রামপ্রসাদ); রামানন্দ (রামানন্দ সরকার); রাম (রামমোহন ক্রোড়ী)।

(৩) জপসার ভূম্যধিকারিগণের কীর্ত্তির নিদর্শন আজিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে কাশীধাম বাঙ্গালীটোলাস্থ রামানন্দ সরকারের হাবেলী ও ব্রহ্মপুরী এবং লালা রামপ্রসাদ তদীয় শ্বশুর খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামের গঙ্গারাম রায়ের বাসভবনে সিদ্ধেশ্বরী কালীর অবস্থান জন্য যে দ্বিতল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই উল্লেখযোগ্য।

পরিবর্ত্তন নিবন্ধন, সেই সকল বিগ্রহের পদবিধৌত করিয়া, তাঁহারা স্বীয় সেবাব্রতের নিয়ম উদ্‌যাপন করিতেছেন।

আর সেই জপসা নাই, তবে অধুনা ঐ যে একটা দ্বীপবৎ প্রান্তর উদ্দপ্ত বালুকারাশি বক্ষে ধারণ করিয়া মরমে পুড়িয়া মরিতেছে, ঐ স্থানেই নাকি বিবিধ সৌধসমন্বিত, সরোবরবক্ষোবিলসৎ, দেব, দ্বিজ ও ধনিপরিপূর্ণ জপসা বিদ্যমান ছিল (১)। গড়া, ভাঙ্গা, গড়া—ইহা ত প্রতিনিয়তই জগতে চলিতেছে। আমরা অন্ধ মানব ইহাকেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বলিয়া থাকি।

জপসার জমিদারগণের বাড়ী-ঘরের কথাই একরূপ বলা হইয়াছে। তাঁহাদের দ্বারা অন্য যে সকল শুভানুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে করি।

পূর্ব্ব সময়ের বড় লোকের কএকটা লক্ষণ ছিল, তাহা এই—

১ম, বাড়ী ও স্বগ্রামের সৌষ্ঠব-সংসাধন ; উহা ইট, এমারত, দীঘি, পুকুর, রাস্তা, খাল ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন হইত।

২য়, বিদ্যালয়-সংস্থাপন অথবা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসাহার্য্য করা।

৩য়, দেবালয়-প্রতিষ্ঠ।

৪র্থ, সুধী দুঃস্থজনকে অর্থসাহায্য করা অথবা তাহাদিগকে বৃত্তিদান দ্বারা সংস্থাপন করা।

৫ম, কুলকার্য্য।

৬ষ্ঠ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে পণ্ডিত ও দরিদ্র বিদায়, প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য প্রদান করিয়া আহুত, রবাহুত জনগণের সন্তোষ উৎপাদন ; এতদ্ভিন্ন বার মাসের তের পার্ব্বণ উদযাপন।

(১) রাজনগর, জপসা, নরিকুল প্রভৃতি স্থানগুলি নদী গর্ভস্থ হইয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই চড়া পড়িয়াছে। আবার কতদিন উহার বিনাশ সাধন হয়, তাহা কে বলিতে পারে ?

এই কএকটী লক্ষণের মধ্যে একমাত্র প্রথমটার কথাই ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন অন্যান্য কএকটীর কথাও যথাসম্ভব বলা যাইতেছে।

এই পরিবারের সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। জপসা গ্রামে তৎকালোচিত সংস্কৃত ও পারস্য এই উভয় ভাষার অনুশীলন ছিল। ব্রাহ্মণ-গণমধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চা অধিক ছিল, বৈদ্যগণ সংস্কৃত, পারস্য উভয় ভাষাই অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল শিক্ষা বিধানের জন্য, দেওয়ান **কৃষ্ণরাম কর্ত্তৃক এক মখ্‌তব সংস্থাপিত হয়।** কৃষ্ণরামের নবনির্ম্মিত পঞ্চরত্নের নিম্নতলে মখতবের কার্য্য চলিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন স্বগ্রাম অথবা ভিন্ন গ্রামের যে কোন বিদ্যালয়ের জন্য কৃষ্ণরাম অর্থ দান করিতেন। পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বাবু হরনাথ রায় দ্বারা গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি টোল প্রতিষ্ঠা হয়। বহুলোক এই লালাবাবুদের বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। দেবালয়-প্রতিষ্ঠা তৎকালোচিত একটা প্রধান কার্য্য ছিল, উহা যে কেবল স্বদেশেই সম্পন্ন হইত এমন নয়, অবস্থাবিশেষে বিদেশেও দেবমন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত হইত। এই বংশ দ্বারা ও উহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান না হইয়াছে এমন নয়।

বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বৈদ্য-বংশ এই জমিদার বংশদ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কেহ আজিও জপসার ভূম্যধিকারীদের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। লালা রামপ্রসাদ সর্ব্ববিদ্যাবংশীয় স্বীয় গুরুদেবকে ৩৬০৲ টাকা আয়ের এক তালুক ও বাড়ী বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। কুলকার্য্য করিতে ইহারা অল্প অর্থব্যয় করেন নাই। ইহাদের দত্ত বৃত্তি আজিও অনেকে ভোগ করিতেছেন, কাহারও বা তদ্দ্বারা মহাসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, কিন্তু দাতার বংশধরগণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত! এই সকল কার্য্য দ্বারা

লালা রামপ্রসাদ স্বসমাজে বিশেষভাবে সম্মান লাভ করিয়াছেন। গোপীরমণ সেনের বংশধর সকলেই স্বসমাজে গণনীয়।

বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি দশকর্ম্ম ও দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি কার্য্য এই সকল বাড়ীতে অবস্থানানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড লালা রামপ্রসাদের বাড়ীতেই অধিক ব্যয়সহকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জপসার সরকারগণ সকল বিষয়েতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামানন্দের বংশের অবস্থা শোচনীয় হইলেও যতদিন তাঁহার কাশীধামস্থ বাড়ী বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি সকলের স্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

প্রায় ৯।১০ মাইল বেষ্টনীর মধ্যে জপসার অবস্থান ছিল। এই স্থানটীর মধ্যে হিন্দু ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বীর বাস দৃষ্ট হইত না। গ্রামের প্রান্ত ভাগে মুসলমান বাস করিত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও শূদ্রের সংখ্যাই অধিক ছিল, এতদ্ভিন্ন তিলি, মালী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই, গোপ, নাপিত প্রভৃতি নবশাক ও জল-আচরণীয় জাতি এবং জুগী, চাষী, কৈবর্ত্ত, ধোপা, ভুইমালী, নট্ট, কাওলী ও নমশূদ্র প্রভৃতি বহু জাতির বাসস্থানও ছিল! অত্যল্প কায়স্থ মাত্র এই গ্রামে বাস করিত। বৈদ্যগণ গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন।

বৈদিক, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করিতেন, বৈদিক ও রাঢ়ী বংশে বহু পণ্ডিত জন্মিয়া গিয়াছেন। রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর সন্তান বন্দোপাধ্যায় ও সাবর্ণ-গোত্রীয় পণ্ডিত উপাধিধারী বংশীয়েরা বংশজ থাকায়, তাঁহাদের দ্বারা সংস্থাপিত বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণ এই জপসার অধিবাসী হইয়াছিল। এই গ্রামের চাটাতিবংশও উন্নত ছিলেন, দয়ারাম চাটাতীর বাড়ীতে বৃহৎ সরোবর ও অট্টালিকা

ছিল, রামকান্ত বংশীয় রাধানাথ বন্দোপাধ্যায় তালুকদার ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিব ও মন্দির ছিল।

বারেন্দ্রগণ জপসার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরা, মীরের গাঁও, কানার গাও বীরের হাওলা নামক স্থানে বাস করিতেন। উহাদের মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ সান্যাল এই সম্প্রদায়ের প্রধান কুলীন এবং চক্রবর্ত্তী অধিকারীরা তালুকদার ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় মধ্যে অধিকারী বাড়ীতে বহু ব্যয়সম্পন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছে। এই বাড়ীতে একখানা দালান ও একটী বৃহৎ জলাশয় ছিল। ভাদুড়ীবাড়ীতে কালীদেবী সংস্থাপিত ছিলেন। বৈদিকগণ ক্ষুদ্র তালুকদার তাঁহাদের বাড়ীতে ইষ্টকনির্ম্মিত মণ্ডপ ও প্রস্তরময়ী বৃহৎ কাত্যায়নীমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, ইহারা পুরুষানুক্রমিক শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত।

বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্য বংশধরগণের অনেকেই এই গ্রামের অধিবাসী হন। তাহারা **লালা রামপ্রসাদ ও তৎবংশধরগণ** কর্ত্তৃক এই গ্রামে সংস্থাপিত। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অনেকেই গ্রামের ভূম্যধিকারীগণের বৃত্তিভোগী ছিলেন। মুখোটী ও ঘটক সরকারবংশ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হন। এই স্থানে ৪৫ ঘর দেবল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

ছয়মহাবেলীস্থ জমিদারগণের জ্ঞাতিগণ ছয়পাড়া বাস করিতেন, তাঁহাদের উপাধী মুন্সী ও বক্সী। তাঁহারাও তালুকদার ছিলেন। তাহাদের বৃহৎ বাঁধঘাটসংযুক্ত সরোবর ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত বাড়ী ছিল। অপর ধন্বন্তরী সেন গ্রামের উত্তরাংশে বাস করিতেন তাঁহাদের বাড়ীতেও প্রাচীর, ইষ্টকালয় ও সরোবর ছিল; ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের উকীল কাশীকান্ত সেন এম, এ, বি এল্ এই বংশসম্ভূত। কাশীকান্ত বোধ হয় ফরিদপুর জেলার মধ্যে প্রথম এম্, এ পাশ করেন।

বারেন্দ্রশ্রেণীর রায়পরিবার কানুরগাঁর অন্তর্গত বক্সীবাজার পল্লীতে

বাস করিতেন। গৌরসুন্দর রায় ঢাকার একজন শ্রেষ্ঠ মোক্তার ছিলেন। স্বদেশের অনেক জমাজমি ক্রয় করিয়া তালুকদার বলিয়া গণনীয় হন। তাঁহার বাড়ীতে একটি উচ্চ মৃত্তিকানির্ম্মিত দোলমঞ্চ ছিল। দোলোৎসবের সময়ে সমারোহ হইত। এই মহানুভবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় বহুকাল যাবৎ আগরাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুকবিও বটে।—

"নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।"

"কত কাল পরে বল ভারত রে, সুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।"

প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতা এই গোবিন্দচন্দ্র রায়। বহুকাল বিগত হয় এই গানটি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গোবিন্দের সেই বাঁশরীর সুতান আজিও লেখকেব কর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে যেন অতীতের সেই স্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিখ্যাত ঢাকা জজকোর্টের উকিল আনন্দচন্দ্র রায়। এই মহাত্মা ওকালতি ব্যবসায়ে কিরূপ তীক্ষ্মমনীষা-সম্পন্ন তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তদীয় ব্যুৎপত্তির বিষয় অনেকেই অবগত। যাঁহারা আনন্দচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই ভাষাত্রয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ হইয়াছে। এই বয়োবৃদ্ধ, স্বদেশের পরিবারবিশেষের অবস্থা যেরূপ পরিজ্ঞাত, আজকালকার দিনে তদনুরূপ সংবাদ লওয়া প্রায় কেহই প্রয়োজন মনে করেন না। আমাদের নিতান্ত ক্ষোভের কথা এই যে, এই উন্নত রায়পরিবার দক্ষিণ বিক্রমপুরের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিছিন্ন করিয়া সম্প্রতি ঢাকাতেই স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম আপন এক তনয়াকে, সেনহাটিনিবাসী কাবুগুপ্ত-

বংশীয় কামদেব গুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপর কৃষ্ণরামের **পুত্র লালা রামপ্রসাদ** কামদেব গুপ্তকে বৃত্তি প্রদান করিয়া জপসাতে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তদবধি এই গুপ্ত বংশীয়েরা এই গ্রামবাসী হন। এই বংশের বরিশাল জজ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল কাশীকান্ত গুপ্ত ও বর্ত্তমানে ঢাকার জজ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে শক্তি-গোত্রীয় মাধব সেনের বংশও বাস করিতেন, তাহাদের উপাধি ছিল দেওয়ান ও নায়েব।

যদুনন্দন দাশ বংশীয় চন্দ্রশেখরের বংশ, গুপ্ত, সেন, গুপ্ত, রায়, দাশ উপাধিধারী আর ও বহু বৈদ্যবাসনিবন্ধন গ্রামটি বৈদ্যপ্রধান হইয়াছিল। গ্রামে শতাধিক অট্টালিকা ও মন্দির এবং শতাধিক সরোবর নিখাত ছিল। তিলি, কর্ম্মকার, ইহাদের বাড়ীতে, এমন কি জমিদার-আশ্রিত নট্ট, কাওলী বাদকগণের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ইষ্টকালয় ছিল। লালার-বাগ পল্লীর পাল ও ছয়-পাড়ার চৌধুরীগণ তিলি সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ সম্পন্ন বালিয়া পরিগণিত হইত।

কালীগঙ্গা নদীর একটা শাখার তটে প্রথম গ্রামটী সংস্থাপিত হয়, কিন্তু পরে এই ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী একেবারে মজিয়া যায়। এই নদী-খাতের কতকটা চতুর্দ্দিকে স্থলপরিবেষ্টিত হইয়া একটা হ্রদের আকার ধারণ করে। উহাতে বার মাস জল থাকিত। উহার দৃশ্য বড়ই মনোরম ছিল। গ্রাম সর্ব্বদাই কোন না কোন আমোদ উৎসবে মুখরিত থাকিত। অনেক সম্পন্ন পণ্ডিত, কবি প্রভৃতির জন্ম ও বাসনিবন্ধন উহা অদ্যাপিও সর্ব্ব-সাধারণের স্মৃতি-পরিপন্থী হইতে পারে নাই সেই সকল মহানুভবগণের বিবরণ সময়মতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। জপসার রাজস্থপতিগণ প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এই স্থানের জুগীদের প্রস্তুত ওড়ানীবস্ত্র নানা স্থানে রপ্তানি হইত। (১)

(১) পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে পিটারসন ১৮২০।২১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গসম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রদান করেন। বাস্তবিক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল রিপোর্টে প্রেরিত হইয়াছিল।

পরগণাতি সন

৪৯৭ পরগণাতি সনে গোপীরমন তাহার বসতবাটি বিভাগ করিয়া দেন।

প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমাদের ঘরের প্রাচীন দলীলাদি অনুসন্ধান উপলক্ষে একখানা বাটওয়ারা-পত্র আমার হস্তগত হয়; কিন্তু উহাতে যে সনটির উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান পঞ্জিকায় উল্লিখিত সনগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উহার একটিরও সহিত এই সনের সামঞ্জস্য-সাধন হইয়া উঠে না। বহুদিন পর্য্যন্ত এই সনের অনুসন্ধান করিয়াও কোনও কূল কিনারা করিতে না পারিয়া, আর ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই।

ঘটনাক্রমে উহার প্রায় দশ বৎসর পরে আমাদের অপর অংশীর কতকগুলি প্রাচীন দলিল আমার হস্তগত হয়; তাহাতে দেখিতে পাইলাম পরগণাতি সন বলিয়া একটি সনের উল্লেখ উহাতে রহিয়াছে, এবং উহার সহিত বাঙ্গালা সন-তারিখও নির্দ্দিষ্ট আছে। তখন আমার পূর্ব্ব-হস্তগত সেই বহুদিনের দলিলের কথা স্মরণ হইল, বুঝিলাম সেটিও এই পরগণাতি সন হইবে। পরে হিসাব করিয়া, যে ফললাভ করিয়াছি, তাহাতে আর আমার অনুমানের প্রতি কোনও সন্দেহ থাকে নাই।

প্রথম বাটওয়ারার পত্রখানায় যে সন দেখিয়াছিলাম, তাহাতে লেখা ছিল——৪৯৭ সন। জপসাবাসী গোপীরমণ সেন মহাশয় তাঁহার ছয় পুত্রকে নিজ ভদ্রাসন বাটি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দলিলখানা সেই বাটওয়ারা পত্র। মূল দলিল বহুদিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা আদালতে দাখিল হওয়ায় ইহার যে সহি-মোহরের নকল লওয়া

হয়, তাহা আমাদের নিকট বর্ত্তমান আছে ; এই হিসাবে ২১৩ বৎসর পূর্ব্বে উহা সম্পাদিত হয়। বিভক্ত হইবার পর উহা ছয় হাবেলী নামে বিখ্যাত হয়। বলা বাহুল্য, তদীয় উত্তর পুরুষগণ এই ছয় হাবেলীকে বিবিধ হর্ম্মে ও মন্দিরে বিভূষিত করিয়া হাবেলী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে উহা নদীগর্ভে।

পরের যে দলিলগুলির কথা বলিলাম, উহা উক্ত সেন মহাশয়ের প্রপৌত্রদিগের সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়াই উহার সহিত সন মিলাইয়া দেখিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছি। নিম্নে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুইখানি দলিলের কথা বলা যাইতেছে ; উহার এক খানা পরগণাতি ৫৬৬—বাঙ্গালা ১১৭৫ সনের। গোপীরমণ সেন মহাশয়ের প্রপৌত্র সদাশিব সেন ও হরেকৃষ্ণ সেনের সম্পাদিত কবেলা পত্র। অপরখানা উক্ত সেন মহাশয়ের অপর প্রপৌত্র জয়নারায়ণ সেন বরাবর রামকান্ত শর্ম্মার ভূমি বিক্রয় পত্র। সন পরগণাতি ৫৭৪—বাঙ্গালা ১১৮৩ এখন এই সনগুলিকে ইংরাজী সালে পরিণত করা যাউক।

বাঙ্গালা ১১৭৫ সনে পরগণাতি ৫৬৬ সন হইলে, বাঙ্গলা সনের ৬০৯ বৎসর পরে পরগণাতি সনের আরম্ভ হইয়াছে। এই হিসাবে বাঙ্গালা ১১৮৩ সনের সহিত পরগণাতি ৫৭৭ সনের সংযোগ থাকায় ঠিক ৬০৯ বৎসর পরে পরগণাতি সনের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই দুই দলিলের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ৪৯৭ পরগণাতির দলিলখানা ১১০৬ সনে সম্পাদিত হইয়াছিল। গোপীরমণ সেনের ৪৯৭ পরগণাতির দলিলখানা সম্পাদনের ৬৯ বৎসর পর তৎপ্রপৌত্রদের একখানা ও ৭৭ বৎসর পর আর একখানি দলিল লিখিত হইয়াছিল। এই হিসাবে আরও দেখা তায় ১২০২ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পরগণাতি সন আরম্ভ হয়।

এই সনটির সহিত একটি ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। পরগণা শব্দটি সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্ব হইতেই সূচিত হইয়াছে। মহম্মদীয়গণের প্রথম বঙ্গ-বিহারজয়ের সহিত এই সনের যে ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে, তাহাও ভাবিবার কথা।

১৩১৪ সনের "ঐতিহাসিক চিত্রে" মহারাজ রাজবল্লভ নামীয় প্রবন্ধে আমি এই সনের উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। তৎপর বাঙ্গালা ১৩১৬ সনে "বিক্রমপুরের ইতিহাস" এই সন-যুক্ত একখানি দলিল প্রকাশ করেন। উপরে যে দুইখানা দলিলের কথা বলা হইল, উহার একখানা সংযোজিত করা হইয়াছে।

পরে অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ পরগণাতি-সন-সংযুক্ত দলিল আরও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথিতনামা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিপ্রাপ্ত স্বর্গীয় ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের খুল্লতাত চন্দ্রকুমার সেন মহাশয় তাঁহাদের গৃহের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে আমাকে এরূপ আরও দুই তিন খানা দলিল দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ডিঃ কালেক্টর রসিকলাল সেন মহাশয়ের মুখে অবগত হইয়াছি, সরকারী কার্য্যোপলক্ষে এই পরগণাতি সন-যুক্ত কাগজপত্র তিনি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একখানা দলিলের প্রতিলিপি অন্যত্র সন্নিবেশিত হইল; তৎসহ প্রাচীন দলিল-সম্পাদনের একটু বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

পূর্ব্বে জমি-জমা বিক্রয় করিতে হইলে একই বিষয়ের জন্য দুইখানি বাঙ্গালা দলিল লিপিবদ্ধ করিতে হইত। উহার একখানার নাম হইত 'বিক্রয় পত্র', অপরখানার নাম 'কবজ'; বিক্রয়পত্রে বিশদভাবে এবং

কবজে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইত। এতদ্ভিন্ন পারস্য-বাঙ্গালা- ভাষায়ও আর একখানা ঐরূপ দলিল লিপিবদ্ধ হইত। একই কাগজে একাংশ বাঙ্গালা ও অপর অংশ পারসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা এই প্রবন্ধের সহিত উহা প্রকাশ করিলাম। এই দলিলে কেবল সহরে ১০ জিল হেজ কথাটি স্পষ্ট বুঝা যায়। মুসলমানী সনটার কোন চিহ্ন নাই; দলিল কয়েকখানা এত জীর্ণ হইয়া ক্ষয় পাইয়াছে যে, উহা সম্যক্‌ভাবে উদ্ধৃত করিবার কোন উপায় নাই।

যে মোহরটি এতন্মধ্যে অঙ্কিত আছে, তাহার পাঠ এইরূপ; উহা পারস্য ভাষায় লিখিত।

"খাদি মে শরা, শরীফ কাজি মহম্মদ জরিফ। নায়েব মহম্মদ রেজা ১৪"।

এই চৌদ্দ অঙ্কটি যে কি, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। তবে মহম্মদ রেজা খাঁ যখন মুর্শিদাবাদের নগরের প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিলেন, তৎসময়ে শরীফ কাজি মহম্মদ জরীফ নামে এই রাজকীয় মোহরটি ব্যবহৃত হইত। ১১৯৭ সনের দলিল—অতএব উহা যে ছিয়াত্তর মন্বন্তরের পূর্ব্ব বৎসরের তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তেই শাসন ও কর আদায়ের ভার অর্পিত ছিল। শরীফ কাজি মহম্মদ যে রেজা-খাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎবিষয়েও সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তৎকালেও দলিল রেজেষ্টারীর নিয়ম ছিল; কাজি দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়।

গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়, এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী উন্নত লোক ছিলেন—অনুমান ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বুদ্ধিমান কৃষ্ণরাম প্রথমতঃ পিতার পরিত্যক্ত খাশমহলের আদায়কারী পদে নিযুক্ত হইয়া পরে নিজ কার্য্য দক্ষতায় দেওয়ান হন। ও নাওরার দেওয়ানী পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হন। প্রথমত তিনি কৃষ্ণাই খাশ নবীশ বলিয়া কর্ম্মচারী মহালে পরিচিত ছিলেন। পরে তিনি দেওয়ান হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সে সময় রাজস্ব বিভাগে দেওয়ানগণের অপরিসিম ক্ষমতা ছিল। আমরা তখনকার দেওয়ানী ফর্ম্মানের নকল পরে দিলাম।

আকবর সাহের সময় হইতে বাঙ্গলার নাজিম (নবাব) ও দেওয়ানের পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আসিতে ছিলেন। ইহাদের একের কার্য্য দ্বারা অপরের কার্য্যের পরীক্ষা হইত। নাজিমের উপর দেশও শান্তি রক্ষা এবং বিধি ব্যবস্থা করিবার ভার ছিল। দেওয়ানের প্রতি রাজস্ব আদায় ও আয় ব্যয়ের ভার ছিল।

দেওয়ানী ফর্মাণ

"(বিশেষ সমন্বিত)......কে......সুবার (যে দেওয়ানীতে নিযুক্ত করা হয়) দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে, তিনি প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে সরকারী মাহজাৎ এবং সায়রজাৎ রাজস্ব

আদোয় জায়গীরদারগণের কার্য্য ও সাধারণতঃ রাজকরসম্বন্ধীয় সমগ্র ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবেন। প্রথামত রাজকীয় ব্যয়নির্ব্বাহের পর অবশিষ্ট রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার হিসাব ও পুরাতন দেওয়ানের হিসাবও সদরে পাঠাইবেন। যাহাতে আমাদের সুখশাসনে প্রজাবর্গ বর্ষে বর্ষে নিরাপদে গৃহ আবাদও অন্যান্য অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং দেশের ঐশ্বর্য্য ও সুখ বৃদ্ধি হয় তজন্য তাহাদের প্রতি সদয় ও কোমল ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদত্ত হইতেছে।"

"ক্রোড়ী, কানুনগো, জায়গীরদার প্রভৃতি রাজস্ববিষয়ক কর্ম্মচারীগণকে জানান হইতেছে যে, উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিকে আমাদের রাজকীয় নিয়োগ করেন। দেওয়ানী সংক্রান্ত কার্য্যে তাহার নিকট দায়ী থাকেন, কিছুই গোপন না করেন এবং তাহার আইন সঙ্গত ও দেশহিতসাধক ও শ্রীবৃদ্ধিকর আদেশ মান্য করেন। এই নির্দ্দেশমত কার্য্য হয়, ব্যতিক্রম না ঘটে।" (১)

উচ্চবংশজাত এবং বিদ্বান ও কার্য্যদক্ষ লোক দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সনন্দ ও পাঞ্জা প্রাপ্ত হইতেন।

(১) নিম্নলিখিত দেওয়ানী পদ গুলির বিষয় জান, যায়।

১। দেওয়ানই আলা (প্রধান মন্ত্রী)

২। দেওয়ানই সরিফা

৩। দেওয়ানই জলফ (জায়গীর বিভাগে)

৪। দেওদানই রেয়ুদাৎ

৫। দেওয়ানই খাসসামান

৬। দেওয়ানই মুস্তাবৎ (প্রদেশিক মন্ত্রী)

৭। দেওয়ানই খাজানা

৮। দেওয়ানই নাওরা

গোপীরমণ সেন মহাশয় তখনকার খাশ তহশীলদারী করিয়া খাশ নবীশ পদবী লাভ করেন, পরে অর্থবলে উত্তর সাহাবাজপুরের কিছু জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হন। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কৃষ্ণরাম জমিদারনন্দন বলিয়াই পরিচিত হওয়ায় প্রথম পিতৃপরিত্যক্ত কার্য্য এবং পরে দেওয়ানী কার্য্য পাইবার সুবিধা হইয়াছিল।

কৃষ্ণরাম আলমগির বাদসাহের সহিযুক্ত পাঞ্জা ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আইন আকবরী হইতে কোন শ্রেণীর লোক সনন্দ প্রাপ্ত হইতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(সনন্দের নমুনা)

"কোন হুকুমনামা পত্র দস্তখত হইয়া বাদসাহী পাঞ্জা সংযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে সনন্দ বলে। সনন্দের তিন খানা নকল হয়, একখানা বাদসাহী দপ্তরে থাকে, একখানি যাহার নামে সনন্দ দেওয়া হয়, তাহাকে দেওয়া যায়; আর একখানি সুবেদারের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়, অর্থাৎ যে সুবায় সনন্দগ্রাহী বাস করেন, সেই সুবার সুবেদারের নিকট সনন্দের নকল যায়। এই বিভাগে বিশেষ বিশ্বাসী, সুপণ্ডিত সদ্বংশজাত ব্যক্তিই নিযুক্ত হইয়া থাকেন।"

পরে আমরা যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিব, তৎসাপক্ষে এই সকল সনন্দও সনন্দগৃহীতাদের কার্য্যকলাপের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে। কাজেই উহার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন জন্য এতগুলি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

মুর্ষিদকুলীখাঁ যখন রাজস্ব বিভাগ, মুকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন তখন দেওয়ান কৃষ্ণরামকেও তাহার কার্য্যের বিবরণ জন্য মুর্শিদাবাদ যাইতে হইয়াছিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দনকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার এবং ক্রোড়ী রামমোহনের সহায়তার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গোপী-রমনের বাড়ী বিভাগ করিবার সময় (৪৯৭ পরগণাতি সনে) কৃষ্ণ রাম, গোপীরমন সেন প্রতিষ্ঠিত দুর্গদালান (ঝিকুটি) প্রাপ্ত হন, পরে ঐ দালান পূর্ব্ব ভিটায় রাখিয়া উহার দক্ষিণের ভিটায় "পঞ্চ-রত্ন" নিম্মাণ করান এবং বাড়ী নূতন ভাবে গঠন করেন। এই সময় জন্মভূমির হিতকল্পে কৃষ্ণরাম ও রামমোহন এই ভ্রাতৃযুগল দুইটি সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, কৃষ্ণরাম একটি পারস্য ভাষা ও আরব্য ভাষা শিক্ষার 'মখতবের' প্রতিষ্ঠা করেন ও রামমোহন একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করেন। ক্রোড়ী রামমোহনের আট-চালা ঘরে এই চতুষ্পাঠী ছিল। কিন্তু রামমোহনের সময়েই উহা উঠিয়া যায়, কৃষ্ণরাম স্বীয় অর্থে নির্ম্মিত তাহার 'পঞ্চরত্ন' নামক সৌধের নিম্নতলে 'মকতব' সংস্থাপিত হয়। উপযুক্ত মনিষীগণ মখতবের ভার গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন তখন জপ্‌সাতে এক প্রকার লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন, তিনি পারস্যভাষাতে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। শোনা যায় তিনিও কখনও কখনও এই মখতবের ছাত্রগণকে কঠিন বিষয় বুঝাইয়া দিতেন।

(আসাদুল্লা নামে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ মৌলবী তখন ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন, তাহার বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট প্রশংসা ছিল এজন্য মোগল গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ৬০ টাকা বেতন দিতেন (মনে রাখিতে হইবে তখনকার ৬০ টাকা এখনকার ৩০০ টাকার সমান) শোনা যায় এই মৌলবীর পিতা এই জপ্‌সা মখতবের প্রধান মৌলবী ছিলেন।)

এই প্রসিদ্ধ মখতবে রাজা রাজবল্লভ, রামানন্দ সরকার লালা রামপ্রসাদ প্রভৃতি একসঙ্গে শিক্ষালাভ করেন। এবং পরে ইহারা সকলেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম, খড়রিয়া পরগণার ভূতপূর্ব্ব জমিদার বংশীয় শ্যামসুন্দর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা কমলাদেবীর পানিগ্রহণ করেন,রায় চৌধুরী, বৈদ্যকুলীন বিষ্ণুদাসবংশপ্রভব ছিলেন। কমলাদেবী এই উজ্জ্বল কুলসমুৎপন্না হইয়া, নিজ চরিত্রেও এই উজ্জ্বলতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হন। তাঁহার উদারতার ও গুরুজনের সম্মাননা রক্ষায় একটি বিবরণ এই স্থানে সন্নিবেশ করা যাইতেছে।

গোপীরমণ সেন খাসনবীশ মহাশয়ের ছয়পুত্র ও একটি কন্যার কথা বলা হইয়াছে। সেন মহাশয় এই পুত্রগণকে ও কন্যাকে পৃথক্ ভাবে সাতটী বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া দেন, পুত্রগণের জন্য বাড়ী ছয়টি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একখণ্ড ভূমিতে এবং কন্যার জন্য এই ভূমির উত্তর পরিখার উত্তর ধারে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

পুত্রগণের বাড়ী সংস্থাপনের যে অংশ নির্ণয় হয়, তাহাতে উহার সর্ব্বদক্ষিণাংশে সদর রাস্তার সন্নিকটে সর্ব্বকনিষ্ঠ রঘুনন্দনের গৃহপ্রতিষ্ঠার একরূপ ঠিক বন্দোবস্ত হইয়া পড়ে। রঘু কিন্তু উহাতে সন্তুষ্ট হয় না। কারণ তৎকালে যেরূপ দস্যুভয় ছিল তাহাতে সদর রাস্তার নিকটবর্ত্তি বাড়ীর পক্ষে প্রায়ই নিরাপদ ছিল না। * পিতা বিভাগ করিয়া

* রঘুনন্দন উহা যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন, পরে সর্ব্ব দক্ষিণাংশে বাড়ী হইল রাজারামের। তদীয় পুত্রদের সময়ে এ বাড়ীতে ডাকাত উপস্থিত হয়, কিন্তু রক্ষীপাইকগণের পরাক্রমে ডাকাইত দল পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই কলহে উহাদের দলস্থ কয়েক ব্যক্তি হত হওয়ায় তাহাদের লইতে আসিলে পুনরায় দাঙ্গা উপস্থিত হয়। এবারও তাহারা

দিয়াছেন, এমতাবস্থায় আর তাঁহাকে বলিয়া কোন সুফলের প্রত্যাশা নাই, অনেক ভাবিয়া পরে মাতাকেই মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। স্বভাবতঃ ছোট সন্তানের প্রতিই মাতার স্নেহ কিঞ্চিৎ অধিক দাড়াইয়া থাকে, এই সম্পর্কেও তাহাই ঘটিল। কর্ত্তা বিভাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়া কোন ফলেরই সম্ভাবনা নাই, অতএব তিনি পুত্রদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রথম সহজ প্রস্তাবনায়, পরে অশ্রুনিষেকে তাঁহার প্রার্থনার উপসংহার করা হইল, কিন্তু কোন সন্তানই জননীর কথায় কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না; সুতরাং তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া আহার পরিত্যাগ, ভূশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোপীরমণের সংসারে সে দিবস একটা প্রলয় অশান্তির ছায়াপাতে সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, কর্ত্তা ভিন্ন আর কাহারও আহার হইল না।

এই দৃশ্যে কিন্তু একটি রমণীর কোমলহৃদয় একেবারে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্বাশুড়ীর সমিপবর্ত্তিনী হইয়া কাতরভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ত পড়িয়া রহিলেন, এ দিকে সংসারের আর যে কাহারও আহার হইতেছে না, তজ্জন্য কি আপনার চিন্তা করা উচিৎ নয়? আপনি উঠুন, সন্ধ্যা পূজা সমাপন করুন তাহা হইলে, তবে এ গোষ্টির সকলেই খাইবে।" কিন্তু তিনি শ্বাশুড়ীর নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর পাইলেন না। তখন পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনি স্নানাহার সমাপন করুন, আমি নিশ্চয় বলিলাম, রঘুনন্দনকে সর্ব্বমধ্যস্থলে, সংস্থাপন করিব। আমার বাক্য কখনই

পরাস্ত হয় তখন গৃহস্বামী সেই শবদেহ গোপন করিবার মানসে একটা অল্পপরিসর পুকুর খনন করাইয়া তন্মধ্যে এই মৃতব্যক্তিগণের দেহ পুঁতিয়া রাখেন। পরে স্রোত জলের সহিত খাল খনন করাইয়া জল দ্বারা পুকুর পরিপূর্ণ করেন এবং তন্মধ্যে একটি মহিষ ছেদন করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। এই কারণে উহা "মহিষ কাটা" পুষ্করিণী নামে অভিহিত হইত।

মিথ্যা হইবে না। আপনার পদপ্রান্তে হস্ত সংস্পর্শ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনি আমার কথা রক্ষা করুন।" চিরদিন এই বধূর প্রতি গোপীরমণের সহধর্ম্মিনী সদয়া ও প্রীতা ছিলেন, তাহার কথা যে কখন মিথ্যায় পরিণত হইবে না, এই বিশ্বাসও তাঁহার যথেষ্ট ছিল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, বধূর বাক্য রক্ষা করিলেন।

বাটীবণ্টনের সময়ে গোপীরমণের নিজ ভদ্রাসন বাড়ী পড়িয়াছিল, কৃষ্ণরামের অংশে, কৃষ্ণরামের পত্নী কৃষ্ণরামকে বলিলেন, রঘুনন্দনকে এই বাড়ীর অংশ হইতে কতক অবশ্যই দিতে হইবে। মাতৃ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ও রঘুর প্রতি স্নেহবশতঃ কৃষ্ণরাম বনিতার কথায় স্বীকৃত হইলেন। পরে তিনি মাতৃসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, " মা অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন; আমি আমার অংশ রঘুকে প্রদান করিতেছি।" জননী এই কথায় প্রীতা হইয়া উত্তর করিলেন, বৎস তোমার সমুদয় বাড়ী পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, এই বাড়ীর অর্দ্ধ অংশ রঘুকে প্রদান কর, আর রঘুর অংশ হইতে অর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ কর, তবেই আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ হইলে তিনি কৃষ্ণরামের সহধর্ম্মিণীর মস্তক স্পর্শ করিয়া, বলিলেন, মা আজ তুমি আমাকে যেরূপ প্রীতি প্রদান করিলে, আমার আশীর্ব্বাদে আমার এই বিপুল বংশমধ্যে তোমার সন্তানগণ চির দিন শ্রেষ্ঠ থাকিবে। বাস্তবিক জপ্‌সা বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত এই সতী নারীর কথা অযথার্থে পরিণত হয় নাই।

কৃষ্ণরাম জপ্‌সা গ্রামস্থ পৈত্রিক সম্পত্তির সহিত আরও বহু সম্পত্তি অর্জ্জনান্তে তৎসহ যোগ করিয়া এক বিস্তৃত তালুক করিয়া লন। এই তালুক সার্ভের পরিমাপে জপ্‌সার অবশিষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত, প্রায় অপর পাঁচ ভ্রাতার সমষ্টি ভূমির সমতুল্য এই তালুকের আয়তন হইবে।

লালা রামপ্রসাদ পিত



শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণ



শ্রীশ্রী৺ অভয়া দেবী মাতা

এতদ্ভিন্ন সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে রঘুপ্রসাদ সেন নামে এক আবাদি তলুক করিয়া যান।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম কর্তৃক স্থাপিত হইয়া তদীয় চতুর্থ স্থানীয় প্রপৌত্র বাবু বিশ্বনাথ রায়ের সময় পর্য্যন্ত এই পারস্ত ভাষা শিক্ষার মখতব এই বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বগ্রাম ও বিভিন্ন গ্রাম বাসীগণের শিক্ষার সাহচার্য্য বিধান করিতেছিল। বলা বাহুল্য ইহার সমুদয় ব্যয়, এই বংশীয়েরাই বহন করিতেন।

এই সময় তিনি রাম প্রসাদকে রাজ কার্য্যে প্রবিষ্ট করান।

কৃষ্ণরাম নিজ নামে ও এক তালুক খারিজ করাইয়া লইয়াছিলেন, (তালুক কৃষ্ণরাম সেন) তখন ঢাকা রাজধানীর ভগ্নদশা এবং মুর্শিদাবাদের উন্নতীয় যুগ, কাজেই পুত্র রাম প্রসাদকে ঢাকা হইতে তিনি মুর্শিদাবাদে লইয়া ওহাদে-দার পদে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। (ইংরাজ রাজত্বে ইহা সাজলদার নামে অভিহিত হইত।)

কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদের এবং কনিষ্ট পুত্র রুদ্রমণি অকাল মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণরাম তাহার কন্যাত্রয় মধ্যে প্রথম দুইটিকে মুলঘর বিষ্ণুদাস বংশে বিবাহ দেন, ১ম জামাতা সন্তোষ রায় এবং ২য় জামাতা কন্দর্প রায়, (এই বংশ অধুনা কাজুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।)

এবং কনিষ্ঠা কন্যাকে সেনহাটী, কায়ুগুপ্ত বংশীয়াকামদেব গুপ্তের সহিত উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরে তাহার পুত্র লালা রামপ্রসাদ এই কনিষ্ট ভগ্নিপতিকে জপসা আনয়ন করিয়া আশ্রয় দেন।

মুর্শিদকুলীখার মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন ও তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ এর পতনের পর, কৃষ্ণরাম কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশে আগমন করেন।

দেশের নানা স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষ্ণরাম সাহায্য করিতেন, ফলতঃ কৃষ্ণরামের শিক্ষা সাহায্যে বিক্রমপুর অঞ্চল এ সময় বহু শিক্ষার্থীর উপকার হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লালা রামপ্রসাদ

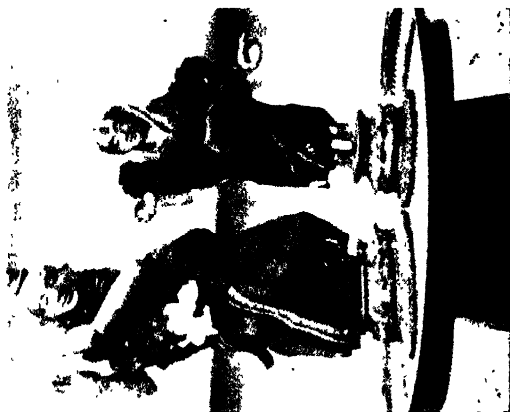
এইবার আমরা যে মহাত্মার বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি তিনি এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ছিলেন। কেবল অর্থে বা ক্ষমতায় নহে, ইহার গৃহে যে বাণী বন্দনা আরম্ভ হইয়া শুধু জপসা কেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে সৎ কাব্য রস পানে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়া ছিল। আজ ও তাহার স্নিগ্ধতায় কাব্য সাহিত্য ক্ষেত্রে পবিত্রিত।

অনুমান ১৭০৩ খৃঃ অব্দে সনে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত মকতবে বাল্যকাল হইতেই রামপ্রসাদ যে প্রকার সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পিতামহ, পিতা যে সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু শিক্ষিত উদ্যোগী, রামপ্রসাদ উহাতে তৃপ্ত না থাকিয়া স্বীয় ক্ষমতার পরিচালনার দ্বারা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইবার জন্য, নিজের অধ্যবসায় ও পিতার চেষ্টায় রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণরামের বংশধর রহিলেন, একমাত্র লালা রাম-

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ

লালা রামপ্রসাদ স্থাপিত



শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণ



শ্রীশ্রী৺অভয়া দেবী মাতা

প্রসাদ। উপযুক্ত পিতা ও ধাম্মিকা মাতার সন্তান হইলে স্বভাবতঃই নানারূপ গুণের ও যশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কচিৎ এনিয়মের ব্যভিচারও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কি শিক্ষায়, কি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে, রামপ্রসাদ পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপেই পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যশঃ পিতাকে ও অতিক্রম করিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার বংশধরগণ, সর্ব্ব-সাধারণের নিকটে লালা রামপ্রসাদের বংশধর বলিয়া পরিচিত হন। বাড়ী "লালাবাড়ী" বা "লালা" বাবুর বাড়ী বলিয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম পিতৃনির্দ্দেশিত সম্পত্তির অংশসহ আরও সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিলে পর ও রামপ্রসাদ উহাতে নিবিষ্ট থাকিয়া আপন উপার্জ্জনের পথবিসর্জ্জন করিলেন না। তৎসময়ে প্রাদশিক রাজধানী ঢাকাতে উপনীত হইয়া, বিষয়কর্ম্ম প্রাপ্তির অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন।

মুসলমান রাজত্বের এই একটী প্রথা ছিল যে, একবার রাজকীয় খাতার নাম রেজেষ্টরী করিয়া কোন রাজকার্য্য গ্রহণ করিতে পারিলে, তজ্জন্য আর তাহাকে বড় খাটিতে হইত না। পরিবারস্থ বা অন্য একজন লোককে স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ কার্য্যসম্পাদন জন্য রাখিয়া দিলেই চলিত। নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁর উপর ঢাকার সুবেদারী ভার অপিত হয়, কিন্তু সরফরাজ স্বীয় প্রতিনিধিরূপ ঘালেব আলীকে রাখিয়া দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের সহায়তায় ঐ কার্য্য সম্পাদন করাইতেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নবাবী সময়ে জামাতা নোয়াজেস মহম্মদের প্রতি ঢাকা সুবার ভার অর্পিত হয় কিন্তু নোয়াজেস স্বয়ং তথায় না যাইয়া স্বীয় প্রতিনিধি হুসেনকুলী খাঁর দ্বারা দেওয়ান গোকুলচাঁদের সহায়তায় ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এমন কি পরে আবার হুসেনকুলীর প্রতিনিধি স্বরূপ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনদ্দীন দ্বারাও ঢাকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

রামপ্রসাদ দেওয়ান কৃষ্ণরামের পুত্র, এই অভিজাত্য বলে। তিনি প্রথমতঃ মুর্শিবাদের নবাব সরকারে কার্য্যপ্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন।

রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র রামগতি একজন কৃতবিদ্য যোগ-পরায়ন লোক ছিলেন, তৎকৃত "মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। এই সময় রামপ্রসাদ নেজামত দরবার হইতে "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হন (১)

বিশিষ্ট অম্বষ্ঠ শ্রেণী বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে ;
বৈদ্য শ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি পেল নেজামতে ॥"

৺লালা রামগতি রায়-প্রণীত মায়া-তিমির-চন্দ্রিকা।

(তৎকালে লালা একটি গৌরবাত্মক উপাধিমধ্যে পরিগণিত ছিল ; ইহা রাজকর্ম্মচারী ও জমিদার পুত্রগণ ব্যবহার করিতেন। "লালা" উদয়নারায়ণ, ব্রাহ্মণ হইলেও তৎকালোচিত লালা উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। জমিদারী তালুকদারী থাকিলে ঐ উপাধি হইয়া থাকে। এই উদয় নারায়ণের জমিদারী পরে নাটোরের হস্তগত হয়।)

"তদনন্তর সমাচার, কয়েক বৎসর পরে সন ১১২০ সালের আখেরি সন ১১২১ সালের প্রথম লালা উদয়নারায়ন রায় জাফর খাঁ সুবা সহিত বাদসাহীতে কমর বন্দি করিয়া লাগিম হইলা"।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত।

মহারাজ নন্দকুমারেরপুত্র ও পদ্মনাভ রায়ের পৌত্র, গুরুদাস এক সময়ে "লালা" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

"ইয়াদি কিদ্দ সকল মঙ্গলালয়

শ্রীলালা গুরুদাস রায় ওলদে শ্রীযুত মহারাজা নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিতেষু লিখিতং শ্রীচাঁদ বেওয়া ওলদে তীতুগোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বান্দা আটী পত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তর অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চা আগে অকালে অন্নাভাবে মরি, এজন্য মহাশয় নিকট আত্য বিক্রয় হইলাম, ভরণ পোষণ করিয়া দাস্তে দাখিল করিবেন একবার কবিলাম ইহাতে পলাইয়া যাই, ধরিয়া শাস্তি করিবেন। এতদর্থে বান্দা আটীরি পত্র দিলাম ইতি সন সদর ব তারিখ ৫মা দিলৌ মোতাবেক ১৪ ভাদ্র।

মহারাজা নন্দকুমার চরিত ২৩২ পৃষ্ঠা

"প্রাণ প্রতিমেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চবিশেষ।

তোমর মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করি, অত্র কুশল পরন্তু সমতি পুরার্থী সমাচার জানিলাম শ্রীযুত লালা সুদর্শন রায়কে পাঠাইবার কারণ লিখিয়াছিলে লাল-মজকুরকে বিদায় করিয়া ২২ মাঘ সোমবার রাত্রিতে বাহির করিয়াছে।

(পূর্ব্বে উল্লিখিত চিঠি দুইখানি মিউজিয়ামের গ্লাস আচ্ছাদিত টেবিলে নিবদ্ধ ছিল, মূল চিঠি যাহারা দেখিতে ইচ্ছা হয়, তিনি ইম্পীরিয়েল লাইব্রেরীতে গমন করিয়া অনুসন্ধান করিবেন। শেষ চিঠিখানা মহারাজ নন্দকুমার তৎপুত্র গুরুদাসকে লিখিয়াছিলেন। উক্ত চিঠি পাঠে জানা যায় তৎ সময়ের কলিকাতার বড় সাহেবের জন্য লালা সুদর্শনরায় সহ কতক, জিনিসাদি প্রেরণ করা হয়।)

আলিবর্দ্দীখাঁর নবাবী আমলে যখন নোয়া জেসের প্রতিনিধি ভাবে হুসেনকুলীখাঁ ঢাকার শাসনকর্তৃকত্বপদে বরিত ছিলেন, তৎকালে গোকুল-চাঁদ ছিলেন তাঁহার দেওয়ান; ক্রমে হুসেনের সহিত গোকুল চাঁদের মনোবিবাদ ঘটিল। দেওয়ান হুসেনের নামে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। তাহার ফলে হুসেনের পদচ্যুতি ঘটিল, পরে পুনরায় বহু চেষ্টায় কার্য্যপ্রাপ্ত হন। এইবার গোকুলচাঁদ কার্য্য হইতে অপস্থত হন। ঢাকার এইরূপ গোলযোগ কারণে সন্দিহান হইয়া নবাবআলিবর্দ্দী তৎপ্রদেশের নিকাশ চাহিয়া পাঠান। বাধ্য হইয়া হুসেনকে নিকাশ দিতে প্রস্তুত হইতে হইল। গোকুলচাঁদের পরবর্ত্তী কর্ম্মচারী রাজবল্লভকে কার্য্যদক্ষ জানিয়া, হুসেন তাহাকে নিকাশী কাগজপত্রসহ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সময় পর্য্যন্ত ঢাকার কেহই গোকুলচাঁদের পদচ্যুতি-সংবাদ অবগত হয় নাই। রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া "পরে বিক্রমপুর জপসানিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেন, যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতুপুত্র অথচ মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের এক কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দেওয়ান রাজবল্লভেব মুর্শিদাবাদের উপস্থিত বার্ত্তা পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, উভয়ে পরিবারিক বৈষয়িক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর প্রসঙ্গত দেওয়ান রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের, আর আর অবস্থা এবং দেওয়ানীপদ অবসর থাকাতে, তৎকার্য্যের ভার নায়েব ফৌজ মহবত জাঙ্গের (ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই সময়ে মস্তফা ছিলেন প্রধান ফৌজদার বা প্রধান সেনাপতি। মীরজাফর ছিলেন নায়েব ফৌজদার বা ২য় সেনাপতি। মীরজাফরের উপাধি ছিল এই সময়ে মহাবতজঙ্গ। "নায়েব ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে স্থলপথের দিক্ হইতে আক্রমণ জন্য এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল।" (অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার

ইতিহাস ১৩১ পৃষ্ঠা)। নবাবী আমলের ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, প্রায় উচ্চপদ গুলির নিম্নস্থ কর্ম্মচারী নায়েব নামে অভিহত হইতেন। উপরে আমরা যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়, ঢাকার নবাবীতে গোকুলচাঁদ ছিলেন প্রধান দেওয়ান ; আবার সেই সময়ে রাজবল্লভও দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। অতএব রাজবল্লভ যে গোকুলচাঁদের পরবর্ত্তী নায়েব দেওয়ান ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরে যে পদচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা গোকুলচাঁদের পদচ্যুতিকেই লক্ষ্য করিতেছে)।

প্রতি অর্পিত থাকা বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হন। * * * সে যাহা হউক, পরে দেওয়ান রাজবল্লভ, কিরূপে নিকাশের দায় হইতে স্বীয় প্রভুকে মুক্ত করিয়া, স্বাভীষ্ট সাধন করিবেন, তাহার সুযোগ-চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া, রামপ্রসাদ সেনের পরামর্শানুসারে স্বীয় কার্য্যোদ্ধার মানসে প্রথমতঃ নবাব নাজেম বাহাদুরের নিকটে কিঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইলেন। রামপ্রসাদ জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের কার্য্য করিতেন উভয়ের সাক্ষাৎ লাভের পরে নানা বিষয় পরামর্শ হয়। রামপ্রসাদ সেন সেই সময়েতেই "লালা" উপাধি পাইয়াছিলেন। এবং আরও অবগত হওয়া যায় যে রামপ্রসাদ, রাজবল্লভ হইতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কারণ খুল্লতাত কেবল, উভয়তঃ স্ব স্ব দৈহিকও বৈষয়িক কুশল সংবাদের কথাতেই উহা নিবদ্ধ থাকিত না, সমাজ ও কুলপ্রথানুযায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ খুল্লতাতের প্রাপ্য প্রণাম কথাটিরও উল্লেখ থাকিত। বুঝিতে পারা যায়, দেওয়ানীপদ খালি থাকায়, তৎপদের ভার মহাবত জঙ্গের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এখন হিসাবের দায় হইতে রাজবল্লভ কিরূপে উদ্ধার পাইতে পারেন, তাহার পরামর্শ রামপ্রসাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন।

প্রবীণ রাজনীতি-বিশারদ রাজবল্লভ যে বাল্য পরিচিতের পরামর্শমত কার্য্য করিলেন, সেই রামপ্রসাদ কিরূপ বুদ্ধিজীবী তাহা সহজেই অনুমতি হইতে পারে।

এই সময় বাঙ্গলার রাজ নৈতিক ক্ষেত্র ষড়যন্ত্রের যুগ বলিয়া পরিচিত। মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা আলীবর্দ্দীর উন্নতির মূল, অন্নদাতা মুর্শিদকুলীখাঁর উত্তরাধিকারী, সরফরাজ খাঁকে ষড়যন্ত্র করিয়া, বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া, আলিবর্দ্দী যে বাঙ্গলার মশনদ লাভ করিয়াছিলেন, আবার অষ্টাদশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, পরে আলিবর্দ্দীর উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, পলাশীর বিশ্বাস ঘাতকতায় যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, মীরজাফর নবাব নাজীম হইলে, তাহারাই প্রকৃত দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিল। তখন নিজ স্বার্থের জন্য তাহারা কোন অন্যায় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

ইহার পূর্ব্বে রাজা রাজবল্লব ঢাকার দুর্দ্দান্ত জমিদার আগা বাকরকে, রাজ বিদ্রোহের জন্য নবার দরবার হইতে দণ্ড দিবার আদেশ প্রাপ্ত হন।

আগাবাকের

আগাবাখর ও আগামেন্দী দুই ভ্রাতা ঢাকায় বাস করিতেন। এক সময়ে তাহাদের বিষয় সম্পত্তি পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় জমিদার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ঢাকার প্রতিনিধি নবাব হেসেন উদ্দীনকে বধ করায় তাহাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয় ও বৃদ্ধ আগাবাখর হত হন। দেখা যায়, পরে এই আগাবাখরের যাবতীয় জমিদারী রাজবল্লভের এবং আগামেন্দীর জমিদারী রামপ্রসাদের হস্তগত হইয়াছিল। রাজবল্লভ বোজের গোমেদপুর ও সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনা এবং রামপ্রসাদ

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



১ প্রবীন ঐতিহাসিক-শ্রীযুত-আনন্দ নাথ রায়

আনন্দনাথ রায়—১৩১৫

মেন্দিরাবাদ ও তপ্পে আবদুল্লাপুর হস্তগত করেন। আগাবাখরের নামানুসারে যেমন বাখরগঞ্জের নাম হয়, আগামেন্দীর নামানুসারেও তদ্রূপ মেন্দিগঞ্জের বন্দরের নাম হইয়াছিল। (বাখরগঞ্জের অন্তর্গত, পরগণে উত্তর সাহাবাজপুরের ২৭৫০ নং তালুক দুর্গাপ্রসাদ সেনের ও ঢাকা কালেক্টরীর অধীন পরগণে বিক্রমপুরের ৬৬৯ নং তালুক নরনারায়ন সেনের কুলকুলাই ও পঞ্চসনার কাগজ দেখুন।) মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর, তদীয় জামাতা সুজাউদ্দীন নবাব নাজিমি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ২য় মুর্শিদ (লুৎফউল্লা) ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর চাকলার সুবেদারী পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে মীর হবীব নামে একজন হুগলীর দালাল, সুবেদারের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া তৎসহ ঢাকায় আগমন করেন। পরে কতকগুলি কার্য্য সম্পাদন দ্বারা সুবেদারের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়া তুলিলে পর, তদনুগ্রহে ক্রমে প্রধান আমাত্যের পদে বরিত হন (১৭২৫ খৃঃ অব্দে)। এই সময় আগাবাকের ও তৎপুত্র সাদেক ঢাকা প্রদেশে পরাক্রান্ত সামন্ত-শ্রেণীতে উন্নীত ছিলেন।

(বাকেরের মৃত্যুর পর নওয়াজেস, রাজা রাজবল্লভকে বাকেরের ত্যাজ্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন।)

(১) সইর মোতাক্ষরিণ, মস্তাফার অনুবাদ ২য় ভাগ ৬৪৬ পৃষ্ঠা।

সুবাদারের প্রিয় পাত্র হইয়া মীর হবীব, কাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পড়েন। কিরূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হইবেন নিয়ত সেই চিন্তাতেই অভীভূত থাকিতেন, ন্যায় অন্যায় বিচার একরূপ তিরোহিত হইয়াছিল। সুজাউদ্দীনের জামাতা বলিয়া মুর্শিদের সাহস অত্যাধিক ছিল, এই সুযোগ ধূর্ত্ত হবীর তাঁহার দ্বারা বহু অন্যায় কার্য্য করিবার অনুমতি বাহির স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতেন। আগাদের মান, সম্ভ্রম ও ক্ষমতা তৎসময়ে ঢাকাতে যথেষ্ট ছিল, হবীব তাঁহাদিগের সহিত প্রণয় রাখা

যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় আগাবাকের ও আগা সাদেকের সহিত সর্ব্বদা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেন।

ঢাকা নেয়াবতীর অধীনে, জালালপুর ও বুজর্গ উমেদপুর দুইটি বৃহৎ জমিদারী ছিল। উহার প্রথমটির নুরুল্লা * এবং দ্বিতীয়টীর দয়াল চৌধুরী মালিক ছিলেন। তাঁহাদের বিস্তর অর্থ সঞ্চিত আছে বলিয়া রাষ্ট্র ছিল। হবীবের উৎকোশদৃষ্টি সেই দুই শিকারের প্রতি নিপতিত হইল।

প্রথমতঃ হবীবের আজ্ঞামত নুরুল্লা, নজরানা ও উপঢৌকন বলিয়া বহু অর্থ ঢাকার সুবেদারের নামে প্রেরণ করেন। পুনরায় তাহার নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠান হইল, এবার কিন্তু আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল না। এই অপরাধে কতিপয় সেনানায়ক তদ্‌বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। পরে মীরহবীব প্রিয় মিত্র আগা বাকেরকে সঙ্গে করিয়া বহু সৈন্যসহ জালালপুরে উপস্থিত হন। নুরুল্লা সহজে বশীভূত হইলেন না, উভয় পক্ষের শোণিতপাতে পদ্মার স্বচ্ছ সলিলরাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করে! কিন্তু পরে আর সুবেদারী সৈন্যের সহিত জমিদার পারিয়া উঠেন না; উহাকে ধৃত করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়; সুবেদার, হবীবের ও বাকেরের প্ররোচনায় সেই নির্দ্দোষ নুরুল্লার প্রাণদণ্ড বিধান করেন।

এই উপলক্ষে বহু মণিমাণিক্য ও স্বর্ণ, রৌপ্যমুদ্রা হবীব ও বাকেরের হস্তগত হইয়াছিল। উহার কতক সুবেদার মুর্শিদও প্রাপ্ত হন, এবং

---

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা নেয়াবতীর অধীন জালালপুরের রাজস্ব ১১৩৫ সনে ছিল ১০৩৩৫ ও ১১৬০ সনে ছিল ১৫৩০৪৫ টাকা। মালিক স্থানে নুরুল্লা ও রহিতুল্লার নাম উল্লেখ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ৫ম রিপোর্ট ঢাকা নেয়াবতী দেখ।

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজীমের নিকট একটা বিদ্রোহের দমন করা হইল, এইরূপ কৈফিয়ৎ প্রেরিত হয় মাত্র।

নুরুল্লার জমিদারী জালালপুর হইতে খারিজ করিয়া কতকস্থানব্যাপী একটা পরগণার সৃষ্টি করিয়া পাট পাসার (এই পরগণা বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও সংলগ্ন। রিয়াজ গ্রন্থে সাদেককে পাট-পাসারের জমিদার দেখা যায়।) নাম করা হয়, উহা পাইলেন আগা-বাকের। আর কতকস্থান লইয়া হবীবপুর নাম করা হইল ইহা মীর হবীবের জমিদারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল (এই পরগণা বর্ত্তমানে বরিশাল জিলার অন্তর্গত। অধুনা এই পরগণা হবীবের সহকারী দেওয়ান নিধিরাম দাসের বংশধরগণের করায়ত্ত।) এইরূপে একটি প্রাচীন মুসলমান ভূম্যধিকারীকে উচ্ছেদ করিয়া, হবীব ও বাকের আপনাদের পুণ্যসঞ্চয় করিবার উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ করিলেন (১১৭০ বঙ্গাব্দের ঢাকা নেয়াবতী কাগজে জালালপুরের জমিদার বলিয়া নুরুল্লার ও রোহিতুল্লার নাম দৃষ্ট হয় কিন্তু উহার বহু পূর্ব্বে নুরুল্লা ঢাকাতে নিহত হন (মুর্শিদা-বাদের ইতিহাস ৫৪৮ পৃষ্ঠা ও ষ্টুয়ার্ট হিষ্টরী দেখ) রুহিতুল্লা বোধ হয় নুরুল্লার বংশধর হইবেন। অবশিষ্ট জালালপুর ১১৭০ বঙ্গাব্দ বা বা ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার করায়ত্ত ছিল।) অতঃপর বুজর্গ উমেদ-পুর (নবাব সায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজর্গ খাঁর নামানুসারে সরকার বাকলার অন্তর্গত সমুদ্রতীর লইয়া এই পরগণার নামকরণ হয়।)

পরগণার জমিদার দয়াল চৌধুরীর গ্রহবৈগুণ্য আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের অন্তর্গত এই বৃহৎ পরগণা নন্দপাড়া নিবাসী বৈদ্যবংশীয় দয়াল চৌধুরীর হস্তগত ছিল। তৎসময়ে উহা চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের অন্তর্ভুক্ত। অচিরে বলদৃপ্ত সুবেদারের প্রিয়পাত্র মীর হবীবের দৃষ্টি তদুপরি নিপতিত হয়। বারংবার উপঢৌকন ও নজরানা বলিয়া

তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়া লওয়া সত্ত্বেও হবীবের আকাঙ্খার তৃপ্তি সাধন হইল না এদিকে কিন্তু দয়াল চৌধুরী প্রজার যথাসর্ব্বস্ব ও আপন সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে হবীবের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতেছিলেন। ঘৃতভুক্ বহ্নির ন্যায় দুর্জ্জনের লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হয় না; এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। পুনরায় যখন তাঁহার নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠান হয়, তৎসময়ে জমিদার ঘৃণার সহিত সুবেদারের প্রেরিত লোককে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আর কি রক্ষা আছে? অমনি বাকলার ফৌজদার আগাবাকের, (এই সময়ে কিম্বা ইহার কিছুকাল পরে বাকের সেলিমাবাদের "ওয়েদারী" প্রাপ্ত হন। এই সময়েই সম্ভবতঃ তিনি বাখরগঞ্জের ফৌজদার নিযুক্ত হন। কারণ ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের আগষ্ঠ মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির "যোগিদীয়া' কুঠির তদানীন্তন কুঠিয়াল ঢাকা নগরীস্থিত সদর কুঠিতে যে পত্র লেখেন. তাহাতে তিনি বাকেরকে ফৌজদার বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

August, 1737 Aga Bakar Foujdar, is said to have taken Rs. 3000, es hush-money from the Choudhury of a Pargona in connection with a theft of cloth from the Jogdia Factory.

Revenue Consultations of the Dacee Factory, for 17 7. Mss. in the India office Library. (Beveridge) হবীবের নিকট দীর্ঘ রিপোর্ট লিখিয়া জানাইলেন, দয়াল চোধুরী বিদ্রোহী হইয়াছে (১৭৩৭ খৃঃ অব্দে)

যেমন সংবাদপ্রাপ্তি, অমনি সুবেদারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মীর সাহেব দয়ালের বিরুদ্ধে বহু ফৌজসহ বাকলার দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বাকেরের সহিত মিলিয়া একেবারে

নন্দপাড়া বেষ্টন করেন। দয়াল চৌধুরী কিছু দিন তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু যখন আর নিস্তারের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন সপরিবারে নৌকারোহনে সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে বিপক্ষদল পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার উপক্রম করিলে, তেজস্বী জমিদার, স্বয়ং কুঠার ধারণ করিয়া নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তদ্বারা ক্রমে জল উত্থিত হইয়া অচিরে তরী জলমগ্ন হওয়ায়, তৎসহ দয়াল ও তদীয় পরিজনগণও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, বংশের আর কেহ বিদ্যমান ছিল না। দয়াল আততায়ীর হস্তে পতন অপেক্ষা মৃত্যুকেই প্রিয়জ্ঞানে তদাশ্রয়াবলম্বনে ভবযন্ত্রণার দায় হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া, অত্যাচারী রাজার কলঙ্ক কাহিনী চিরদিনের জন্য স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দেবধামে চলিয়া গেলেন। অদ্যাপি বুজর্গ উমেদপুর বাসীরা সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে—

"আপন ক্ষতি পরের নাশ।
তার সাক্ষী দয়ালদাস॥"

অর্থাৎ সমুদয় প্রজার যথাসর্দ্বস্ব আহরণ ও আপনার সমুদয় সঞ্চিত সম্পত্তি প্রদানান্তর দেশ অর্থশূন্য করিয়াও দয়াল পরিত্রাণ পাইলেন না, ইহাতে পরকেও নষ্ট করিলেন, স্বয়ংও নষ্ট হইলেন।

অতঃপর ফৌজদার বাকেরের দৃষ্টি সেলিমাবাদের ও সাহাবাজপুরের জমিদারগণের উপর পতিত হয়। রায়ের কাঠির সম্ভ্রান্ত কায়স্থ চৌধুরীরা সেলিমাবাদ পরগণার জমিদারী বহুকাল যাবৎ ভোগ করিতেছিলেন। (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম রিপোর্টে জানা যায় ১১৩৫ হইতে ১১৭০ সন পর্য্যন্ত জয়নারায়ণ রায় প্রভৃতি এই পরগণায় জমিদার ছিলেন।) বাকের তাঁহাদের নিকট নজরানা ও উপ

ঢৌকন বলিয়া অর্থ চাহিয়া পাঠাইলে, তাঁহারা মহাবিপদ গণিতে লাগিলেন। কি করেন, চারিদিকের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন, এই সর্ব্বভুক্ হবীব বা বাকেরের নিকট পরিত্রাণের কোন রূপ সম্ভাবনা নাই, বরং প্রতিকুলাচরণ করিতে গেলে তাঁহাদের ক্রোধানলে একেবারে ভস্ম হইয়া যাইতে হইবে, তখন তাঁহারা দয়ার প্রার্থী হইয়াই দাঁড়াইলেন। বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, জমিদারগণ তাঁহাদের সম্পত্তির সাড়ে এগার আনা অংশ পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা নজরানা ও উপঢৌকনের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। অন্যথায় তাঁহাদিগকেও নুরুল্লা ও দয়াল চৌধুরীর পথে প্রেরণ করা হইবে। জমিদারগণ অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

উহার রাজস্ব প্রথমে ১৩০৫৭৪ টাকা ছিল, পরে ৪০১৯০ টাকায় পরিণত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, নুরুল্লা জীবিত না থাকিলেও ১১৭০ সন পর্য্যন্ত নেয়াবতীর তৌজিতে তাঁহার নামেরই উল্লেখ ছিল। এই স্থানেও দেখিতেছি ১১৭০ বঙ্গাব্দ বা ইংরাজী ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়নারায়ণ ও ভবানীচরণ নামেরই উল্লেখ তৌজিতে রহিয়াছে। আগাবাকের বা সাদেকের নাম নাই। এইরূপ বুজর্গ উমেদপুর পরগণার নামিক স্থলে এখন পর্য্যন্ত মহম্মদ সাদেক নামেরই নাম উল্লেখ আছে, রাজবল্লভ ভবানীচরণ দাসের উল্লেখ নাই, প্রত্যেক মহালের জমা ১১৩৫ সন হইতে বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু সেলিমাবাদ পরগণার জমা হ্রাস হয়। ইহার একমাত্র কারণ, বাকেরের হস্তগত হইলে ঐ পরগণার সদর রাজস্ব মীরহাবীরের কৃপায়, ন্যূন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইহাও যে একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি তাহাতে সন্দেহ নাই।

মিঃ বিভারিজ বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ১১৫৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে সুবেদারের নিকট আবেদন

করিয়া সেলিমাবাদের জমিদারেরা পরগণার সাড়ে চারি আনা অংশ বাহির করিয়া লন। এজন্য অনুমান হয় আগাবাকের এ পরগণা সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়া জমিদারগণকে উৎসাদিত করেন। কিন্তু আমাদের হাতে যে দলিল আছে তাহাতে দেখিতে পাই ১১৪৯ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪২ সন পর্য্যন্ত ঐ পরগণার সাড়ে চারি আনা অংশের মালিক রায়েরকাঠির চৌধুরীগণ ছিলেন। জমিদারও পাট্টা ও মুক্তিপত্র মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা দুইখানা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার একখানা জমিদার মনোহর রায়, রঘুপ্রসাদ সেন ডাহুকের মালিকগণকে খাজনা দিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন উহার তারিখ ১১৪৯ সন ১০ শ্রাবণ (১৭৪২ খৃঃ অব্দ)। অপর খানা জমিদার গন্ধর্ব্ব নারায়ণ রায় গঙ্গারামপ্রসাদের ভাগিনেয় হরিরাম রায় এক তালুকদারী পাট্টা প্রদান করেন উহা বাঙ্গলা ১১৫০ সন (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত হয়। প্রথমখানার মূল দলিল ও দ্বিতীয়টির সহিমোহরের নকল যাহা ১৮১১ খৃঃ অব্দে ৩১ ডিসেম্বর বরিশালের কালেক্টরী হইতে লওয়া হয়, তাহা আমাদের নিকট বর্ত্তমান আছে। রামপ্রসাদ ওয়েদাদারী পদে পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে এই সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আগার মৃত্যুর পর ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে বুজর্গ উমেদপুর ও সালিমাবাদ রাজার হস্তগত হয়। রামপ্রসাদের পিতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায় উহার বহু পূর্ব্বে সিলেমাবাদ মধ্যে তাহা করিয়া লন।

আগাবাকের, যখন বাকলার ফৌজদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া বুজর্গ উমেদপুর পরগণা ও সেলিমাবাদ পরগণা আয়ত্ব করেন, তৎসময়ে রামপ্রসাদ ওয়েদাদার ছিলেন, রাজবিধানানুসারে ঐ উভয় পরগণা প্রথমতঃ ওয়েদাদারের হস্তে পতিত হয়। রাজবল্লভের পূর্ব্বে রাম-প্রসাদের হস্তে বুজর্গ উমেদপুর পরগণার ভারার্পণের কথা যাহা শুনা

যায় তাহা এই বিবরণ হইতেই উৎপন্ন লইয়াছে। হইতে পারে পরাক্রান্ত বাকের ১৭৪৩ খৃঃ অব্দের পরে সেলিমাবাদের সাড়ে চারি আনা অংশও হস্তগত করিয়াছিলেন। পরে জমিদারেরা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হন।

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ৫ম রিপোর্টে ঢাকা নেয়াবতী দেখ।

এই উপায়ে সাহাবাদ পরগণার জমিদারের নিকট হইতে কতক স্থান লইয়া আবদুল্লাপুর নামে একটি পৃথক তপ্পা বাহির করিয়া লন এই সময় উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার জমিদার বৈদ্যবংশীয় শ্রীরাম রায় (চাঁদরায়) এবং দক্ষিণ সাহাবাজপুর পরগণার জমিদার ভূষণ উল্লা প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন (১)।

এইরূপ পাশব অত্যাচারে জমিদারগণকে জর্জ্জরিত করিয়া আগা-বাকের পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পরে বুজর্গ উমেদপুর পরগণা মধ্যে স্বীয় নামে একটী গঞ্জ বা হাট সংস্থাপন ও একটি গ্রামের পত্তন করেন। বন্দরের নাম হইল বাখর গঞ্জ ও গ্রামের নাম হইল বাকেরকাটী। এতদ্ভিন্ন স্বীয় ভ্রাতা আগা বা মীর্জা মেহেদীর নামে একটি বন্দর তপ্পে আবদুল্লাপুর পরগণার সংস্থাপন করিয়া উহার নাম রাখিলেন মেহেদীগঞ্জ ও ঐ পরগণায় স্বীয় পুত্র সাদেকের নামে একটি গ্রামের পত্তন করিয়া সাদেকপুর নাম প্রদান করেন। কালে এই বাখরগঞ্জ নামে একটী জেলার ও মেহেদীগঞ্জ নামে একটী থানার পত্তন হইয়া আজি পর্য্যন্তও ঐ নামে চলিয়া আসিতেছে।

এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে উপায়ে মীর হবীবের অনুকম্পায় আগাবাকের জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন, সেই উপায়েই নাটোরের রঘুনন্দন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কৃপায়

প্রধান জমিদারী প্রাপ্ত হন। লালা উদয়নারায়নের রাজসাহী' রাজা সীতারাম রায়ের ভূষণা প্রভৃতিও ঠিক এইরূপে হস্তান্তরিত হইয়া নাটোরের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই স্থলে ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে, তৎসময় পর্য্যন্ত জমিদারগণ ভূমির প্রকৃত মালিক ছিলেন না, নবাব বা বাদসাহগণের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। কোনরূপ ক্রটী ধরিয়া তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়া অন্যের হস্তে জমিদারী সমর্পণ করিতে পারিতেন। এক ভূষণার দ্বারাই আমরা এই কথার প্রমাণ করিতে পারিব। প্রথম উহা মুকুন্দরামের বংশধরগণের করায়ত্ত ছিল, ঔরঙ্গজেব বাদসাহের অনুকম্পায় সংগ্রাম সাহ উহা প্রাপ্ত হন। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ সংগ্রামের উত্তরপুরুষ হইতে উহা হস্তগত করেন। আবার মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহে সীতারামকে ধ্বংস করিয়া রঘুনন্দন উহা স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে জমিদারী করিয়া লন। সুতরাং এই সকল কার্য্য পরম্পর দ্বারা অনায়াসে উপ-লব্ধি করা যাইতে পারে যে, তখন নবাব বা বাদসাহের অনুগ্রহের উপরই ভূম্যধিকারীর স্থায়িত্ববিধান ছিল। ছলে বলে যখন ইচ্ছা, প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইলেই হইত। কিন্তু তখনকার জমিদারগণও সামান্য বলসম্পন্ন ছিলেন না। এই উপলক্ষে প্রায়ই রক্তপাত না হইয়া যাইত না, সাধারণতঃ এই জমিদারী রাজভৃত্যগণের ভাগ্যেই সংঘটীত হইত। যে স্বার্থপর স্বজাতির প্রতি যতটা উৎপীড়ন করিয়া রাজার লভ্য দেখাইতে পারিতেন, সেই স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহীরাই কালে জমিদার সংজ্ঞায় গণণীয় হইতেন। স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তবে পূর্ব্বে উহাতে লাভ হইত রত্ন, এমন ছাই পাইয়াই বাবুরা কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

নবাব করতলব জাফর মুর্শিদকুলী খাঁর বংশ নিপাত করিয়া আলীবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব নাজিমী পদ গ্রহণ করিলে পর, একমাত্র নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা ২য় মুর্শিদ (লুৎফউল্লা) ব্যতীত আর কেহই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রহিলেন না। এই সময়ে মীর হবীব সহ মুর্শিদ উড়িষ্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। আলীবর্দ্দী তাঁহাকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব হইতে পদচ্যুত করিয়া দেশপরিত্যাগ করিবার অনুমতি প্রেরণ করেন। মুর্শিদ স্বীয় বনিতা সরফরাজ খাঁর ভগিনীর প্ররোচনায় কোনমতে ঐ কথায় স্বীকৃত হন নাই এজন্য তাঁহার সহিত আলী-বর্দ্দীর ভয়ানক যুদ্ধ হয়; উহাতে পরাস্ত হইয়া মুর্শিদ স্বীয় পরিরার সহ মসলীবন্দরে প্রস্থান করেন। (তারিখ বাঙ্গালা। মুতাক্ষরীণ প্রথম খণ্ড ১ম অনুবাদ ২৮০ পৃষ্ঠা।) সরফরাজ খাঁর পুত্রপরিবার মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় প্রেরিত হয়।

এদিকে ধূর্ত্ত বাকের আলীবর্দ্দীর নবাবনাজিমী পদপ্রাপ্তিসংবাদ অবগত হইবামাত্র বিবিধ উপচারে উপঢৌকন ও নজরানা প্রদান করিয়া তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনে ক্রটী করিলেন না: তৎকালে পূর্ব্বপ্রভু সরফরাজ বা সুবেদার মুর্শিদের এবং প্রিয়মিত্র মীর হবীবের কথা তাঁহার স্মরণপথে একবারও উদিত হইল না। মীর হবীব শেষপর্য্যন্ত প্রভুবংশের জন্য পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া বাঙ্গালা পরি-ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করেন নাই। কিন্তু স্বার্থপর হিংস্র বাকের সমুদয় পূর্ব্বকথা বিস্মৃতিসাগরে ভাসাইয়া দিয়া আলি-বর্দ্দীর পাদুকাবহনে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর উপাসনার পর তাঁহার আশা পূর্ণ হয়, বাকের ফৌজদারের পদ উন্নীত হইয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন (1. Taylor's Topography of Dacca.

2. Revenue History of Chittagang p. 3. by S. cotton.

তৎসময়ের প্রথানুযায়ী বাকের কদিৎ চট্টগ্রামে গমন করিতেন তৎপুত্র সাদেক প্রতিনিধিরূপে তথায় অবস্থান করিরেন। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আগাবাকের পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন

পরে ঘালেব আলীর পরিবর্ত্তে মোরাদ আলী খাঁ ঢাকার শাসন কার্য্য প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্র রাজবল্লভের প্রতি নাওরার কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করেন। ঐতিহাসিক ষ্টুয়াটের মতে নাওরার কার্য্য কালে রাজবল্লভ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যাহা হউক অতঃপর আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে হুসেনকুলী ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, পূর্ব্ব দেওয়ান গোকুল চাঁদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। সেই সূত্রে দেওয়ান রাজ্যচ্যুত হইলে (ঢাকার দেওয়ান গোকুলচাঁদের হুসেনকুলীর ষড়যন্ত্রে অবমানিত ও পদচ্যুত হইবার পর হইতেই রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠা। (১১৫৫ হিঃ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ) মুতাক্ষরীণ ১ম খণ্ড। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস। ১৯১ পৃষ্ঠা।) রাজবল্লভ তৎপদে নিযুক্ত হন। (১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে) (এই সময়ে ঢাকায় হুসেনকুলী খাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র গোকুলচাঁদ পেস্কার হন। কিন্তু গোকুলচাঁদ স্বীয় প্রভু হোসেনকুলির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আলীবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হুসেনকুলী পদচ্যুত হন। শেষে আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠতনয়া নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘেসেটি বেগমের সহায়তায় ও ভালবাসায় হুসেনকুলী আবার স্বীয় পদলাভ করেন। তিনি হিসাবনিকাশের দায়িত্বে ফেলিয়া গোকুলচাঁদের সর্ব্বনাশ করিয়া তৎপদে রাজবল্লভকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকোষ রাজা শব্দ দেখ, ৪০৩ পৃষ্ঠা।)

ঢাকাতে হুসেনকুলীর ও রাজবল্লভের আধিপত্য ক্রমে বাড়িতে

থাকিলে, আগাবাকের ও দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদের প্রতি যারপর নাই ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠেন। প্রাচীন আগাবাকেরও তাঁহাদিগকে ত গ্রাহ্যই করিতেন না; অন্যান্য সকলকেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেন। বুদ্ধিমান রাজবল্লভ বৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী বাকেরের এই তুচ্ছ তাচ্ছল্য দেখিয়াও দেখিতেন না। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, আগার তরফ হইতে চট্টগ্রামের রাজস্ব ও জমিদারীর কর উভয়ই বন্ধ হইল। তখন আর রাজবল্লভ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হুসেন কুলীকে বলিয়া তদ্দ্বারা যাবতীয় বিবরণযুক্ত আবেদনপত্র আগাদের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ নিজামত দরবারে প্রেরণ করিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর নিজামত দরবার আগাবাকেরকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তৃত্ব হইতে পদচ্যুত করিলেন (১১৬০ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৪ খৃঃ অব্দ)।

সাদেক চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা প্রত্যাগমন করিয়া পিতার উপদেশ মত ঢাকার রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতিকূলে আপীল করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ গমন করেন। কিন্তু হুসেনকুলী খাঁর চক্রান্তে তথায় বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হন (১৭৫৫ খৃঃ অব্দে)।

এই সময় নবাব নাজিম আলীবর্দ্দী ও বাঙ্গলার দেওয়ান ঢাকার সুবেদার নোয়াজিস উভয়েই রোগশয্যায় শায়িত। একদিকে সিরাজ উদ্দৌল্লা অপরদিকে হুসেনকুলীই একরূপ কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। হুসেনকুলীর প্রতিনিধি হইয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনদ্দীন ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্তা ছিলেন। রাজবল্লভ অধিকাংশ সময় ঢাকায় থাকিতেন; কখন কখন মুর্শিদাবাদে ও নোয়াজিসের আজ্ঞামত অবস্থান করিতেন। তৎকালে তৎপুত্র কৃষ্ণদাসের প্রতি ঢাকার কার্য্যভার অর্পিত থাকিত।

পূর্ব্ব হইতেই হুসেনকুলীর প্রতি সিরাজের দ্বেষভাব ছিল; কিন্তু মাতামহকে স্বমতে আনয়ন করিতে না পারায় এতদিন তদ্বিরুদ্ধে কোন

কার্য্য করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ রাজবল্লভের বুদ্ধিমত্তায় হুসেন-ঢাকাতে এমন একটি দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, সিরাজ হুসেনের গাত্র স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। সাদেকের কারারুদ্ধ হইবার সংবাদ অবগত হইয়া সিরাজ তদ্দ্বারা স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের উপায় করিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হন।

নিশীথে সিরাজউদ্দৌলা কারাগারে গমন করিয়া সাদেকের সহিত সাক্ষাৎ করিব। পরস্পর সৌজন্য পরিদর্শনের পর, সিরাজ আপন মনোগত ভাব সাদেককে জানাইলেন। সাদেক তাঁহার কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, কিন্তু পরিণামে এজন্য বিপদে পড়িতে না হয় তজ্জন্য সিরাজকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন।

(পাঠকগণ এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নোয়াজিস্ ও হুসেনকুলী মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করিতেছিলেন, হুসেন মুর্শিদাবাদের বিলাস পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় থাকিতে ভালবাসি না। কাজেই স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনদ্দীনকেই প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় রাখিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঢাকার সুবেদার ও তৎকালীন নবাব বলিলেই সকলের মনে নোয়াজিসের কথা স্মরণ হয়।)

সিরাজ শপথ করিলেন হুসেন কুলীর হত্যাকাণ্ডের যাহাতে সাদেককে কোন প্রকার বিপদ গ্রস্থ না হইতে হয় তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। পরে হুসেনকুলীর হত্যার ব্যাপার ইতিহাস পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন ইতিমধ্যে আগাবাকের নবাবকে হত্যা করিয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া বসিল।

"ঢাকা নগরে আগা মেহেদী ও আগা বাকের নামে দুইভ্রাতা (কেহ কেহ পিতাপুত্র বলেন, বাস্তবিক ভ্রাতা সম্পর্কই যথার্থ।) অতি প্রধান ভুমধ্যকারী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি বসতি করিত। তাহারা মিলিত

হইয়া দিল্লীশ্বরের কৃত্রিম নিয়োগপত্র ও কৃত্রিম পাঞ্জা প্রস্তুত করতঃ আপনাদিগের সুবেদার প্রকাশ করিয়া হঠাৎ অতি সুশীল ধার্ম্মিকবর ঢাকার নবাবের (লেখক এস্থলে "সুশীল ধার্ম্মিকবর ঢাকার নবাব" বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনি হুসেনদ্দীন। নোয়াজেস মহম্মদ বা হুসেনকুলী নহেন। "সিরাজের জ্যেষ্ঠতাত নোয়াজিস্ মহম্মদ নামে ঢাকার ডিপুটী নবাব হইলেও মহারাষ্ট্রীয় হাঙ্গামার সময় হইতেই তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাঁ দেওয়ান হইয়া তাঁহার নামে ঢাকার শাসনকার্য্য করিতেন, খ্যাতনামা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার ছিলেন। কালক্রমে হোসেনকুলী নোয়াজিসের গৃহে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন ক্রমে এই কর্ত্তৃত্ব অনেক দূর গড়াইল। আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা নেয়াজিসপত্নী ঘেসিটী বেগমের সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয়-কথা ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সিরাজের মাতা আমিনাবেগমের নামেও শেষে ঐ কলঙ্ক রটিল।" অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস ১৭৮ পৃঃ) নবারের শিরশ্ছেদ করিয়া ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে আগা মেহেদী স্বয়ং সুবেদারীপদ গ্রহণ করে। দেওয়ান কৃষ্ণদাস বাহাদুর কর্ত্তৃক উহা মুর্শিদাবাদের প্রধান-নবাব-সদনে ব্যক্ত হইলে, নবাব ঐ ঐ দুরাত্মাদিগের শিরশ্ছেদ ও যথাসর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠনের আদেশ দিয়া সেনা, সেনানী সহিত মহারাজা রাজবল্লভকে ঢাকা নগরে প্রেরণ করেন। আদেশানুসারে সসৈন্য মহারাজ ঢাকানগরে আসিয়া দুরাত্মাদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া সপরিবারে বন্ধনপূর্ব্বক যৎসামান্য ধনসম্পত্তি যাহা পাওয়া গেল, তন্মাত্র বিলুণ্ঠন করিয়া অবশিষ্ট গুপ্তধন প্রকাশার্থ আগার দেওয়ান রামকেশব সেনকে ধৃত করিয়া শিরশ্ছেদের ভয় দর্শাইয়া অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তথাচ রামকেশব আপন প্রভুর গুপ্তধনের তত্ত্ব ব্যক্ত করিল না। অনন্তর কেশবের কনিষ্ঠভ্রাতাদ্বয় শ্রীনাথ ও রঘুরাম, যাহারা ঢাকার

নবাবের অধীনে কোন কর্ম্মচারিত্বে ছিল, তাহারা মহারাজ সন্নিধানে আসিয়া অনেকানেক বিনয় কৌশলক্রমে আপন ভ্রাতার নিষ্কৃতি ও প্রাণরক্ষা করে। পরে অশেষ অনুসন্ধানে আগার শয়নাগারের পশ্চাৎ-ভাগের গুপ্তপ্রকোষ্ঠে যে মূল্যবান হীরা, চুণী, মণি এবং স্বর্ণ রৌপ্যমুদ্রাদি প্রোথিত ছিল, তাহা প্রাপ্ত হইয়া আগা মেহেদী ও আগা বাকেরের বংশ ধ্বংস করিয়া সত্বর বিলুণ্ঠিত ধনরত্নাদিসহ মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবকে প্রদান এবং আগাদ্বয়ের সবংশে ধ্বংসকরণ বৃত্তান্ত বিদিত করেন।

আগাবাকের মুর্শিদাবাদের দরবারের অনুমতি মত ঢাকার কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্তির কথাও হুসেনদ্দীর প্রাণবধের অনুমতির কথা যাহা প্রচার করিয়াছে, তাহা যে সমুদয় মিথ্যা তাহা সকলেই অবগত হইতে পারিলেন, তখন কতকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পাঞ্জা ও নিয়োগ পত্র দেখাইবার জন্য বাকের নিকট গমন করেন। তাহার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র বাকের তরবারি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দূর করিয়া দেন। পরে উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিয়া গেল, অসীম সাহসের সহিত বৃদ্ধ বাকের মেহেন্দি ও যুবক সাদেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিল, কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যেই বাকের বিপক্ষের তরবারি আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মেহেন্দী ও সাদেক অনন্যোপায় হইয়া বিক্রমের সহিত শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া দ্রুতগতিতে পলাইয়া যান। (ঢাকা হইতে পলায়ন করিয়া সাদেক মুর্শিদাবাদ গমন করেন) সইর ৬৪৬ পৃষ্ঠা ও তৎপর দুইতিন বৎসর যাবৎ তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১১৬৪ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীরজাফরের শাসনকালে তিনি ঢাকাতে প্রত্যাগমন করেন এবং নবাব জাফরআলী খাঁ হইতে স্বীয় পুত্র মোহম্মদ সালেবের নামে বুজেরেগ উমেদপুর পরগণার

ওয়েদারী” প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পৈতৃক জমীদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন ১১৬৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহাদিগকে আর ধৃত করিবার সুবিধা হইল না। মেহেদি স্বীয় জমিদারী মেদিরাবাদ আবদুল্লাপুর ও মেহেদিগঞ্জ প্রভৃতি, জপসার লালা রামপ্রাদের নিকট বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন (মির্জ্জামেদী মির্জ্জা মেহ্‌দী নামক সাদেকের এক ভ্রাতা তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি ও তাহার বংশের কটিসা (খতিজা) খাজান নাম্নী এক রমণী আপনাদিগের হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কল্পে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে তারিখে কলিকাতা কৌন্সিলে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

Petition from Mirza Meudi and Kattisa Khanam to the Calcutta Council, dated 6th May 1774, quoted in Beveridge's Backergunge.

আমরা এই বিক্রয় কবলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রাজবল্লভ ও রামপ্রসাদ স্বস্ব পদের অনুপাতানুসারে আগাদের জমিদারী বণ্টন করিয়া লন।

মিঃ বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এই পরগণা বা তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। উহাতে জানা যায় তৎকাল পর্য্যন্ত জপসার লালা-বংশীয় হরনাথ রায় প্রভৃতি উক্ত পরগণার সত্বাধিকারী ছিলেন। পরে উহা তাঁহাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়া অন্যান্য লোকের হস্তগত হইয়াছে। আগা মেহেদীর প্রদত্ত কবলা ভোজেশ্বরবাসী পাল ভূম্যধিকারীগণের গৃহে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কিন্তু রাজা রাজবল্লভ যে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আগার জমিদারীর স্বত্বাধিকারীর হন নাই, তাহা মীরজাফরের সময়ে পুনরায় সাদেকের

পুত্রের জমিদারী লাভের ব্যাপার হইতেই প্রতিপন্ন হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ বা বাঙ্গলা ১১৭০ সন পর্য্যন্ত ঐ পরগণার মালিকের স্থানে সাদেক নামই স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে।

এই আগাবাকরের গোলমালে এবং হোসেনকুলী খাঁর হত্যাকাণ্ডের পর রাজা রাজবল্লভ ঘেষেটী বেগমের সর্ব্ব প্রধান সুহৃদ ও পরামর্শ দাতা হওয়ায় সকল দিকে কার্য্য পরিচালনার জন্য ২য় পুত্র কৃষ্ণদাসকে খালসার দেওয়ানী পদে রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হস্তে দেওয়ানী ও লালা রামপ্রসাদকে নায়েব দেওয়ান করতঃ নবাব সরকারী কার্য্য হইতে অপসৃত করাইয়া লন।”

বাল্য অবস্থায় জপসা গ্রামে পাঠ কালে রামপ্রসাদের সহিত বিশেষ জানা শোনা ছিল এবং পরে যখন রাজা রাজবল্লভ রাজ সরকারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন, তখন লালা রামপ্রসাদের পিতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম যে “পাঞ্জা” রাজদরবার হইতে পাইয়াছিলেন, রাজা রাজবল্লভ সেই পাঞ্জা প্রদর্শন করিয়াই উচ্চপদে প্রবেশ লাভ করিয়া ছিলেন (১) এই সকল কারণে সকল সময়েই তিনি, রামপ্রসাদের পরামর্শ লইতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন।

রাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া ঢাকা অবস্থিতি কালে তত্রত্য কোন পল্লীর মহিলাগণের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। এই কথা ক্রমে মুর্শিদাবাদ দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব বাহাদুর রাজবল্লভকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করেন। রাজবল্লভ ঢাকাতে প্রত্যাগমন করিয়া এই কারণে পুত্রকে নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ দিয়া, এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংবাদ রামদাসের জননী অবগত হইয়া, পুত্রের মুক্তির জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া যখন পতির নিকট হইতে কোন সুফল

(১) বিশ্বকোষ ১৬শ ভাগ ৪৯৩ পৃষ্ঠা।

লাভ করিতে পারিলেন না, তখন রামপ্রসাদকে বলিয়া নবাব বাহাদুরের নিকট আবেদন করাইয়া, তাহার কারাবাস মোচন করিবার অনুজ্ঞা বাহির করিয়া লন। (রামদাসের স্নেহময়ী জননী, রাজা রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র জপসার বাবুদিগের পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত লালা রামপ্রসাদকে নবাবের নিকট উক্ত ঘটনা উত্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, তিনি রাজবল্লভের বিরাগ ভাজন হইবার আশঙ্কায় প্রথমতঃ অস্বীকার করেন, পরে জননীর বিলাপ তাহার আশঙ্কাপেক্ষা ও বলবতী হইয়া উঠিল; পরে নবাবকে বলিয়া তাহাকে মুক্ত করেন। (নির্ম্মাল্য ১৩০৬ সন ৫৯২ পৃষ্ঠা রাজ-বংশীয় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র সেন লিখিত প্রবন্ধ) ইহার পরে দেওয়ান রামদাস যখন বিলাসিতার পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হন, তৎ সমাচারও মুশিদাবাদে সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের নিকট প্রেরিত হয়। পরে রামপ্রসাদ নবাব বাহাদুরের নিকট এই কথা প্রকাশ করিলে নবাব রাজ বল্লভকে ডাকিয়া এই শোকাবহ সমাচার অবগত করান ও নানারূপ প্রবোধের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পান।

ইহার পর বাঙ্গলার রাজনিতিক্ষেত্রে নিয়ত গোলমাল আরম্ভ হয়। মীর জাফরকে তাড়াইয়া মীর কাশিম নবাব হইয়া বাঙ্গলাদেশের যাহারা ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহাদের নির্য্যাতন ও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন। গড়িয়ার যুদ্ধের পর এই সময় মীরকাশিম রাজবল্লভ ও তাহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে বন্দী করিয়া তাহার এক সেনাপতি আকারেজাকে রাজনগর ও জপসা লুণ্ঠনের জন্য পাঠাইয়া দেন।(১৭৬৩)

যে অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মন তাহা লাভ করিবার জন্য আকৃষ্ট হইয়া ছিল, সেই অতুল সম্পত্তির কথা নবাব মীর কাশেম বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাহার আদেশে আকারেজা রাজ নগর আসিয়া উপস্থিত হইল।

আকারেজার আদেশে রাজপরিবারস্থ যাবতীয় লোক স্ব স্ব সম্পত্তি গৃহে ফেলিয়া দূর স্থানে চলিয়া গেল, তাহারা প্রস্থান করিলে পর, নবাব সৈন্যেরা তাহা লুঠ করিল। সমুদয় রাজ নগর ও রাজার আত্মীয় বলিয়া পুরাণ হাবেলী, জপসার ছয় হাবেলী, প্রভৃতি লুণ্ঠন করিল। এই লুণ্ঠন হইতে রাজ নগর মধ্যে কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাড়ী ও জপ্‌সা গ্রামের রামানন্দ সরকারের বাড়ী মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। কৃষ্ণদেব অতি চতুর ছিলেন, আকারেজা রাজ নগর আসিলে পর, তিনি প্রথমেই তৎসহ সাক্ষাৎ করিয়া পরিচিত হন, এজন্য কৃষ্ণদেবের বাটী এবং জপসাস্থ রামানন্দ সরকার যিনি নবাব বাহাদুরের খরচ সেরেস্তায় প্রধান মোহরের ছিলেন, এবং তখনকার নবাব দরবারে তাহার প্রতিপত্তি ও ছিল ও আকারেজার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এজন্য তাহার বাড়ী এই লুণ্ঠন হইতে মুক্তি পাইয়াছিল।

জপ্‌সার বৈদিক কুল পুরোহিত বংশীয় স্বনাম খ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি (১) মহাশয়ের সহিত এক দিবস এই বিষয় আলোচনা হয়, তিনি বলিয়াছিলেন, এই আকারেজার লুণ্ঠনে রাজনগর ও জপ্‌সার নগদ অর্থ সম্পত্তি লুণ্ঠ হওয়াতেই রাজনগর ও জপ্‌সার আর্থিক অবনতির কারণ।

আকারেজা রাজনগর ও জপসা লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করেন। আগারেজার রাজনগর জপসা লুণ্ঠনের পর, রামপ্রসাদ আর কোন কার্য্যে যোগদান করেন নাই—তারপর রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের মুঙ্গেরে

(১) এই বৈদিক বংশ জপ্‌সা ও রাজ নগরের বৈদিক পুরোহিত। জপ্‌সার দক্ষিণ প্রান্ত সংলগ্ন গোরাইল গ্রামে এই মহাত্মার জন্ম হয়। শিরোমণি মহাশয় গবর্ণমেণ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন তিনি কিছু দিবস মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভা পণ্ডিত ছিলেন।

শোচনীয় মৃত্যুর পর, যখন রাজা রাজবল্লভের উত্তরাধিকারীগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তখন রামপ্রসাদ তাহাদের অনুরোধে (১) গোলযোগ মিটাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যখন রামপ্রসাদ দেখিলেন সালিসী দ্বারা এই আত্মকলহ দূর করা এক প্রকার অসম্ভব, তখন তিনি এই আত্ম-বিপ্লব হইতে দূরে থাকিলেন।

রাজবল্লভের মৃত্যুর পর প্রায় ২২।২৩ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন পলাসীর যুদ্ধের পর এই কয় বৎসরেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আগারাজার রাজনগর জপসা লুণ্ঠনের পর, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বংশের আর কেহ যোগদান করেন নাই। এই সময় রামপ্রসাদ তাহার জমিদারীর বহুল উন্নতি করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ খড়রিয়া মুলঘরনিবাসী বিষ্ণুদাস বংশীয় গঙ্গারাম রায়ের কন্যা সুমতিদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গারাম রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দ রায় বিবাহ করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদের স্বীয় খুল্লতাত ভগ্নী গোবিন্দরাম রায় এর কন্যাকে (অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভার সম্পাদক ও হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর মজুমদার বি, এল, মহাশয়ের নিকট একখানা অতি জীর্ণ কুলজী ছিল। কবিকণ্ঠহার প্রণীত কুলগ্রন্থের পর প্রায় ৭।৮ পুরুষ সম্বন্ধাদির বিষয় উহাতে সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। লেখক বিক্রমপুরবাসী বৈদ্যঘটক বংশের কেহ হইবেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি

---

(১) কেহ কেহ বলেন এই সালিসির জন্য রামপ্রসাদ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই তাহার কারণ রাজ পরিবারে তখন তাহারা নিতান্ত পরস্পরের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সালিসি বোর্ডের প্রধান ছিলেন বলিয়া মি টমসন রামপ্রসাদকে ম্যানেজিং নায়েব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক মহোদয়গণ উহাতে লালা রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণদাস বাহাদুরের বিবাহের বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

"দ্বে ভার্য্যে গঙ্গারামস্য আদ্যায়াং নৈব পুত্রকঃ।
শেষায়াঞ্চান্তরঃ পুত্রাঃ দ্বে কন্যে পরিণিন্যতুঃ॥
লালারামপ্রসাদশ্চ রাজবংশকুলোদ্ভবঃ।
লালারামপ্রসাদকশ্চান্যাং রবি-আদিত্য-বংশজঃ॥
সাভাজপুরবাসী চ এতে চ সূনবঃ ক্রমাৎ।
জ্যেষ্ঠো রামানন্দরায়ো রামশরণো মধ্যমঃ॥
রামমোহন রায়শ্চ নরসিংহরায়োঽপি চ।
জপসা রাজকুলে জাতগোবিন্দরামকন্যকাং।
রামানন্দ উপযেমে পুত্রকন্যাবিবর্জ্জিতঃ॥
ত্রয়ঃ পুত্র কন্যৈকা চ রামরণরায়তঃ।
রঘুদেবসুতপুত্রাঃ রবি-আদিত্য বংশজা।
সাভাজপুরবাসী স্ব কন্যকাস্তাং বুবাহ চ॥
রাজবংশ কৃষ্ণদাসো রাজনগরবাসী চ॥"

হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ কএকটী নিয়ম প্রতিপালন না করিলে তাহার যেমন জাতিপাত হয়, তেমন সমাজ সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন না করিলেও তাহার সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা পায় না। বৈদ্যের কুলশাস্ত্রমত যে ব্যক্তি নিয়ত কুলীনসহ আদান প্রদান করেন, তিনি গোষ্ঠিপতিত্বপদলাভ করিয়া থাকেন; তাহার আর চন্দন না করিলেও চলে। তিনি কুলীন না হইলেও মান্য প্রাপ্ত হন। (মৌলিকগণ যদিও কোন মতে কুলীন হইতে পারেন না সত্য, কিন্তু তথাপি যাঁহারা নিয়ত কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদানাদি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কুলীন না হইলেও অতিশয় সম্মানাস্পদ।

"কুলীনৈঃ সহ সম্বন্ধাদাচার-ভূত মৌলিক।
শ্রদ্ধেয়ঃ কুলীনৈ সোঽপি গোষ্ঠীয় শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
সতাঞ্চ সঙ্গতিং লব্ধ্বা। ক্ষুদ্রোঽপি জায়তে মহান্।
স্বাতীপোয়া যথা শুক্তৌ মুক্তাফলং হি জায়তে॥"

"সদাচারাদি সম্পন্ন মৌলিক যদি নিয়ত কুলীনদিগের সহিত আদান-প্রদানরূপ কুলকার্য্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি গোষ্ঠিপতি নামে অভিহিত হইয়া কুলীনদিগেরও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি হইয়া শুক্তিতে পতিত হইলে তাহা হইতে যেরূপ মুক্তাফল জন্মে, তদ্রূপ কুলীনদিগের সৎ সঙ্গতিলাভে মৌলিকগণও অতিশয় গৌরবাস্পদ হইয়া উঠেন। (৺বিনোদলাল সেন সংগৃহীত বৈদ্যকুলতত্ত্ব ৯।১০ পৃষ্ঠা। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক কৃত চন্দ্রপ্রভা দেখ)। যাহা হউক, যিনি সমাজপতি, সমাজের নিয়ম প্রতিপালন করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি কর্ত্তা বিপথগামী হন তবে সেই সমাজের অকল্যাণ নিশ্চিত। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন শ্রেণীতেই কৌলিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যে নয়টি গুণের উপর উহার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কালে যদিও আর তাহা টিকিল না, মূল আদান প্রদানেই উহা সীমাবদ্ধ থাকিল, কার্য্যতঃ যে ব্যক্তি উহা প্রত্যাখ্যান করেন, সমাজের অনুশাসনে তিনিই নিন্দনীয়। লালা রামপ্রসাদ তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিদুষী গঙ্গামণি দেবীকে পয়গ্রামে বিবাহ দেন। এবং কনিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বেশ্বরী দেবীর বিবাহে **'চন্দন'** করিয়া ছিলেন ইহার কিছু পর রামপ্রসাদ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লালা রামগতিকন্যা আনন্দময়ী দেবীর বিবাহেও **চন্দন উৎসব** করিয়াছিলেন।

সর্ব্বেশ্বরী দেবীর বিবাহের সময় বৈদ্যকুলীন বিষ্ণুদাশ বংশোদ্ভব জানকীবল্লভ বিশ্বাস (পূর্ব্বে যিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।)

উক্ত জানকীবল্লভের প্রথম পুত্র রামভদ্র কবিকর্ণপুর, দ্বিতীয় পুত্র বলভদ্র কবীন্দ্রচন্দ্র। কবীন্দ্রচন্দ্রের বংশধরগণ খড়রিয়া পরগণার দশ আনা অংশের এবং কবিকর্ণপুরের সন্তানগণ পরগণার ছয় আনা অংশের মালিক ছিলেন। কালক্রমে এই পরগণার রাজস্ব অনাদায় হেতুতে, তৎকালীন আইন অনুসারে রেভিনিউ বোর্ডে নিলামে উঠিলে, কলিকাতা হাটখোলা (নিমতলা) নিবাসী কাশীনাথ দত্ত উহা ক্রয় করেন, এই দত্ত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই পরগণার উসুল তহশীলের ভার প্রাপ্ত হন। জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে অথবা অন্য কোন ত্রুটী প্রদর্শন করিলে, গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ সম্পত্তির খাজনা আদায় জন্য লোক নিযুক্ত হইত। রাজ কর্ম্মচারিদিগের মধ্য হইতে ঐ লোক মনোনীত হইতেন বটে, তবে তিনি অথবা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ যে কেহই ঐ আদায়ী কার্য্য করিতে পারিতেন। গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য আদায় হইলে পূর্ব্ব মালিকেরা পুনরায় ঐ সম্পতি প্রাপ্ত হইতেন ; অন্যথা উহা নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইত ।

কর্ণপুরের পৌত্র রামদেব কর্ণাভরণের বংশধরগণ, আর এই পরগণায় বাস করা যুক্তিসংঙ্গত নয় মনে করিয়া খড়রিয়ার অন্তর্গত মূলঘর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, ফতেজঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত কাজুলিয়া গ্রামে আসিয়া গৃহ স্থাপন করেন এবং ঐ পরগণা মধ্যে এক বিস্তৃত তালুক করিয়া লইতে সক্ষম হন।

রামদেব কর্ণাভরণের দুই পুত্র, রঘুনাথ রায় কবিরত্ন ও কন্দর্প রায়। রঘুনাথের পুত্র রামকান্ত রায়, তৎপুত্র হরিপ্রসাদ রায়। কন্দর্প রায়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই পত্নী লোকান্তরিত হইলে তিনি জপসাবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের এক কন্যা অর্পণা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত

গৃহিনী অর্পণা দেবীর গর্ভে কোন সন্তানসন্ততি হইবার পূর্ব্বেই কন্দর্প রায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

কন্দর্পরায়ের পুত্র কৃষ্ণরাম রায় পিতৃবিয়োগের অব্যবহতি পরেই লোকান্তরিত হইলে, তদীয় শিশু পুত্র রত্নেশ্বরের ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রঘুনাথের পুত্র রমাকান্ত রায়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে রমাকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিত্ত সম্পত্তি যেরূপ সাদরে গ্রহণ করেন, ভ্রাতৃতনয় রত্নেশ্বরকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য রত্নেশ্বরকে লইয়া তাঁহার পিতার বিমাতা, অর্পনা দেবীর নিকট জপসা গ্রামে উপস্থিত হয়। অর্পণা দেবী পৌত্র রত্নেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ও তাহার গৃহ পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া, সমুদয় বিবরণ স্বীয় ভ্রাতা লালা রামপ্রসাদকে অবগত করান। রামপ্রসাদ ভগ্নীকে ঐ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন, এতদ্ভিন্ন রামপ্রসাদ স্বীয় ভাগিনেয়কেও পুত্রবৎ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন।

রামকান্ত রায় সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করিলেন বটে কিন্তু, এইরূপ নানা ঘটনা ঘটিল যে, তাহার পরে রাজস্ব আদায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। নবাব সরকার হইতে তাঁহার নিকট রজস্ব আদায়ের জন্য লোক প্রেরিত হইল, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং ঢাকাতে উপস্থিত হন। এই সময়ে ঢাকাতে রামপ্রসাদ, দেওয়ান রাজবল্লভের সহকারী দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামকান্ত কুটুম্বিতা সূত্রে রামপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু যে কন্দর্পরায়ের সম্পর্কে কুটুম্বিতা সেই কন্দর্পের পৌত্রের সহিত তিনি যে কুব্যবহার করিয়াছেল, উহা তখন আর তাঁহার স্মরণ পথে উপনীত না হইলেও রামপ্রসাদ কিন্তু উহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি রমাকান্তকে বলিলেন, রায় মহাশয়, আমি

স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শীঘ্রই দেশে যাইতেছি, আপনি এখন দেশে চলিয়া যাউন, আবার যখন আপনাকে আসিতে লিখিব তখন আসিলেই সমুদয় কথার মীমাংসা হইতে পারিবে। তবে যতদিন পর্য্যন্ত উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন মধ্যে আপনার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর রামপ্রসাদ দেশে গমনান্তে পয়োগ্রাম নিবাসী বৈদ্যকুলীন প্রভাকর বংশীয় রামধন সেন মহাশয়ের সহিত তনয়া সর্ব্বেশ্বরীর সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া, **চন্দনের** আয়োজন করেন। এই কার্য্য উপলক্ষে সমুদয় বৈদ্য কুলীন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে আসিলেন; কাজুলিয়াবাসী রমাকান্ত রায়ও তদুপলক্ষে তথায় আগমন করেন। বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেলে পর, ক্রমে ক্রমে সমুদয় কুলীন বিদায় হইলেন, অবশিষ্ট রহিলেন রমাকান্ত, কারণ তিনি একমাত্র বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই, স্বীয় বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

একদিন রামপ্রসাদ অন্যান্য স্বজনগণ সহিত একত্র উপবেশনান্তে রমাকান্ত রায় চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠান, চৌধুরী মহাশয় উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়া একটি বালকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, চৌধুরী মহাশয়, অপনি কি ইহাকে আর কখন দেখিয়াছেন? রমাকান্ত বিশেষ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই রত্নেশ্বর; তখন চৌধুরী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রামপ্রসাদ সমুদয় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, মহাশয়, এই হইতেছে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র রত্নেশ্বর; অপনি অন্যায় করিয়া ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া সমুদয় সম্পত্তি সমান অংশে বিভক্ত করিয়া

দিন, যদি না দেন তবে জানিবেন, রামপ্রসাদ উহার যে প্রকারে হয় প্রতিবিধান করিবেন।” রমাকান্ত নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই লালা রামপ্রসাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলেন, এখন এই কথা শ্রবণ করিয়া আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া রত্নেশ্বরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলন, রত্নেশ্বরও তাঁহার পদে প্রণত হইল। বলা বাহুল্য, অতঃপর আর সদর রাজস্বের জন্য রমাকান্তকে ভাবিতে হইল না; রামপ্রসাদ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন। রমাকান্ত, রত্নেশ্বরের সহিত কাজুলিয়া আগমন করিয়া তাহাকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন নামে অর্দ্ধংশ হইলেও রমাকান্তের দিকের তুলাদণ্ডটী নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। পরে এই রমাকান্ত রায়ের কন্যার সহিত মহারাজ রাজবল্লভের পুত্র রায় রতনকৃষ্ণের শুভপরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

লালারামপ্রসাদ তাহার জমিদারীতে নানা স্থানে কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জপ্‌সা গ্রামে **অভয়াদেবী** ও **লক্ষীনারায়ণ** মূর্ত্তি বাখরগঞ্জ জেলাস্থ ভোলা সবডিবিসনের গঙ্গাপুর মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত হাট মেহেন্দিগঞ্জ (বাহাদুর পুরে) ঝালঝাটী থানার অন্তর্গত তারাবনিয়া ও মহদীপুর এবং পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত বেজোর গোমেদপুর মধ্যগত হোস্‌নাবাদ (জৈলসা) প্রভৃতি স্থানে তিনি স্বীয় সম্পাতি মধ্যে এক একটি কালীমুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার অর্চ্চনার জন্য দেবত্র জমি নিদ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছিলেন। ততৎ বংশধরগণের ঐ সকল সম্পতি হস্তান্তর হইলেও পূর্ব্ব দেবাত্রর আয় হইতেই মেহেন্দিগঞ্জের ও হোস্‌নাবাদের **কালীর** এবং **তারাবনিয়ার আখড়ায়** সংস্থাপিত **কালাচাঁদ** বিগ্রহের অর্চ্চনা চলিতেছে।

লালা রামপ্রসাদ তাহার পিতৃদেব কৃষ্ণরাম দেওয়ানের শ্মশানের

উপর এক বৃহৎ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে রেণেলের মানচিত্রে যত মঠের চিত্র আছে, তন্মধ্যে এটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, উহা পদ্মা ও মেঘনা উভয় নদী হইতে দেখা যাইত।

লালারামপ্রসাদের পুত্র কন্যাগণ সকলেই বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। ইহার কন্যা গঙ্গামণি একজন বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। ইহার লিখিত বহু কবিতা আছে। পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র লালা রামগতি। ভাব নিরূপণ মায়া তিমির চন্দ্রিকা ও যোগ কল্প লতিকা রচনা করেন। ২য় পুত্র লালা জয়নারায়ণ 'চণ্ডিকা মঙ্গল' হরিলীলা প্রভৃতি রচনা করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাজ নারায়ণ পার্ব্বতী পরিণয় এবং কালীকল্প লতিকা নামে কাব্য প্রণয়ন করেন। অনুমান ১৭৮৪ খৃঃ অঃ রামপ্রসাদ লোকলীলা সংবরণ করেণ।

"জপসা দ্বিতীয় বৈদ্য কুল সুপ্রসাদ।
কুলশিরোমণি জন্মে লালা রামপ্রসাদ॥
শত শত কুল ক্রিয়াম্বিত দুই ঘর।
না হয়ে কুলীন মান্য কুলীন উপর॥
যশোহরে দীপ্ত কুল প্রতি ঘরে ঘরে।
উল্লিখিত দুই কুল দৌহিত্র সদা ধরে॥
সর্ব্বোচ্চ কুলীন কুল পংক্তি যথা হয়।
বহু মানে দুই ঘর সংগৃহীত হয়॥
দেখ সব বৈদ্যগণ কুল কার্য্য ফল।
এত মান যে কার্য্যের তাহা কি বিফল॥

ডাকৈর—আনন্দচন্দ্র দাশ ঘটক

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লালা রামগতিরায়

পুণ্য সলিলা ভাগিরথী তীরে যে রূপ অসাধারণ সুধী পণ্ডিত মণ্ডলীর জন্ম হওয়ায় বাঙ্গলার গৌরব ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়া ছিল, তদ্রুপ পদ্মার কুটীল আবর্ত্তবিঘাত তটদেশে শত সহস্র মহাজন জন্ম গ্রহণ করিয়া ও বঙ্গের মুখ অল্প উজ্জ্বল করেন নাই। জাহ্নবী তীরে যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপের অবস্থান, পদ্মাতীরে সেইরূপ বিক্রম পুরের সংস্থিতি। এই স্থানে কত কত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন যাহাদের নাম আজিও বুধ মণ্ডলীর স্মৃতি হইতে বিলোপ সাধন হয় নাই। বিক্রম পুরের পূর্ব্ব বিক্রমের খর্ব্বতা হইলেও আজিও তাহা বঙ্গের মুখ উজ্জল করিতেছে।

লালা রামপ্রসাদ রায় পিতৃ উপার্জ্জিত জমিদারী ব্যতীত নিজেও বহু ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার যথাক্রমে পাচটিপুত্র ও দুইটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে ৫ম নর নারায়ন অকালে কাল কাবলিত হইয়া ছিলেন ও তৃতীয় পুত্র কীর্ত্তিনারায়ন যৌবনের প্রারম্ভে প্রাণত্যগ করেন। ১ম পুত্র রামগতি ও ২য় পুত্র জয় নারায়ন এবং ৪র্থ পুত্র রাজনারায়ন বিদ্যা ও কবিতার ক্ষমতায় সে সময় বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

লালা রামগতি রায় কৃত **মায়াতিমির চন্দ্রিকা** নামক আধ্যাত্মিক কবিতা গ্রন্থ ও **যোগ কল্পলতিকা** নামক যোগ বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ, এবং **ভাব নিরুপম** সংগ্রহ গ্রন্থ এবং লালা জয় নারায়ন কৃত **হরিলীলা** ও **চণ্ডিকা মঙ্গল** নামক বাঙ্গলার কাব্য গ্রন্থদ্বয় বাঙ্গলার

প্রাচীন সাহিত্য ক্ষেত্রের গৌরব স্বরূপ। এই সমুদয় গ্রন্থ ১৬৬২ শকাব্দা ও তাহার পূর্ব্বে বিরচিত হইয়া ছিল।

পূণ্যবান, কৃতি লালা রামপ্রসাদের সংসারে তখন কমলা দেবীর ও বাগ্‌বাদিনী দেবীর কৃপা সমভাবে বিতারিত হইয়াছিল—সাহিত্যাচার্য্য দীনেশ চন্দ্র তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও আলওয়াল কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আর কয় খানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রমপুর বাসী ও এক পরিবার ভুক্ত। জয়নারায়ন সেন ও তাহার বিদুষী ভ্রাতুস্পুত্রি আনন্দ ময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে হরিলীলা নামক কাব্য প্রণয়ন করেন।

ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর পর এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্ব্বে রামগতি মায়তিমির চন্দ্রিকা রচনা করেন ইহার পর জয় নারায়নের শ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডিকা মঙ্গল রচিত হয়।

মায়া তিমির চন্দ্রিকা গ্রন্থ ধর্ম্মের রূপক, উহা সংস্কৃত 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' পুস্তকের পথাবলম্বি সংসারে মন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বস্তু, বুঝিতে পারেন না পথ হারাইয়া নানা কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় ইহাই প্রতিপাদ্য।

যে সময় দেশ ব্যপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের গন্ধহেতু যে সময়ের কাব্য গুলি ছুইতেও ঘৃণা হয়, সে সময় জপসা পল্লীর এই প্রবৃত্তি সংযম ও তন্মধ্যে কঠোর উপদেশ গুলি সাহিত্যের বিবেক বাণীর ন্যায় উপলব্ধি হয়।

রামগতি কৃত "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থের বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখন গ্রন্থখানা কিরূপ ভাবে বিরচিত হইয়াছিল, তাহার যৎকিঞ্চিত নমুনা সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি গ্রন্থাবতারণায় বেদ প্রতিপাদ্য,—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিনকে সৃষ্টি-স্থিতিলয় এই তিনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া আবার এক ঐশীশক্তিই যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামের অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা লিখিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

"এক নিরঞ্জন প্রভু শিব শক্তিময়।
বিভিন্ন নাহিক তাথে পরম নিশ্চয়॥
* * * *
সর্ব্বময় সর্ব্বাতীত পর নিরঞ্জন।
ধ্যান করি প্রণাম করহ সদা মন॥"

তৎপরে সংসার যে কিরূপ ভয়ানক, স্থান—কি করিতে আসিয়া 'কি করিলাম' ভাবিয়া কবি ব্যাকুলচিত্তে তাহার এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে দেখাইতেছেন ;—

"সংসার সমুদ্র ঘোর অলঙ্ঘ্য অপার।
মায়া নির হীন তীর পরম দুস্তর॥
শোকের তরঙ্গ তাহে,—দুঃখের লহরী।
মকর কুম্ভির তাহে রোগ আদি করি॥
রত্ন লোভে যত্ন করি তাহাতে মজিলে।
রত্ন না পাইলে, আর তরঙ্গে ডুবিলে॥
* * * *
"আশা শলাকাতে বদ্ধ জীব নামা যত।
বিষের তাহাতে সর্পি সিক্ত অবিরত॥
রাগদ্বেষ-অনলেতে সুপক্ক আহার।
অন্তে কাল গ্রাস করে ভক্ষণ তাহার॥"

তৎপর জীব কিরূপ আহার করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছে, তাঁহার চিত্র। তৎপর নিজ বিষয় ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া বলিতে-ছেন ;—

ভ্রমের তুরঙ্গ জীব করি আরোহণ।
মায়ামৃগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ ॥

*　　*　　*　　*

অহিকে মজিয়া লোক পারত্রিকে ভোলে।
মৃগ যেন কাল নিদ্রা শার্দ্দুলের কোলে ॥

*

পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃ কাল।
কাটিতে না পারিলাম মায়ামোহ জাল ॥

তৎপর সম্পদ ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা ভাবিয়া বলিতেছেন ;—

"স্বপ্নবৎ সম্পদ না রহে চির দিন।
যৌবন কুসুম সম প্রভাত বিলীন ॥"

এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া মনের প্রতি তাহার অত্যধিক ঘৃণা জন্মিল, তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"ওরে মন কুগমন কুপথের পথি।
কুপথে যাইতে বল কে তোমার সাথী ॥
বুদ্ধি পাশে হস্ত পদ বান্ধিয়া তোমার।
ধৈর্য্যতার গিরি বুকে চাপাইব ভার ॥
ক্ষমার মন্দিরে বন্দি করিয়া রাখিব।
চেতন প্রহরী তথা সতর্ক করিব ॥
যখন নয়ন জলে অধর তিতিবে।
আপনার কর্ম্মফল তখন পাইবে ॥

মহৎ অবোধ মন আপনা ভাবিয়া।
ছাড়হ কুপথ চল সুপথ ধরিয়া॥"

এই সকল কটুবাক্যে মন নিতান্ত অধীর হইয়া,—জীবকেই সকল অনিষ্টের মূল ভাবিয়া কোপভরে তাহার নিকট উপনীত হইল। মন জীবের রাজসভাটি যেরূপ দেখিল, কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"কোপে অতি শীঘ্র গতি মন চলে যায়।
যথা বসে নানা রসে সদা জীব রয়॥
তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী।
হৃদি তার গম্য পুরী তথায় আপনি॥
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী।
দম্ভ পাটে বৈসে টাটে করি পরিপাটি॥
পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার।
দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥
শান্তি ধৃতী ক্ষমা নীতি শুভশীলা নারী।
ঘৃণা করি রাজপুরী নাহি চায় চারি।
পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী।
পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতাসী।
নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের প্রসঙ্গে।
এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥"

তৎপরে জীবের সহিত মনের এক পশলা বাদানুবাদ চলিল ;—একে অন্যকে দোষী স্থির করিতে—অনেক আইন নজীর দেখাইল। কিন্তু মনই পরাস্ত হইল। কারণ স্থির হইল, সমুদয় কার্য্যের মূল মন ;—যদি তাহা ঠিক থাকে, তবে জীবকে কোন প্রবৃত্তিই আয়ত্ত করিতে

পারে না,—দুর্ভেদ্য অচলের ন্যায় সে সর্ব্বদা অটল থাকিতে পারে। কিন্তু মনস্থির করা বড়ই কষ্টসাধ্য ;—

"অচল লঙ্ঘন কিম্বা অনল ভক্ষণ।
তাহা হতে শতগুণ মন নিবারণ॥"

দীপ শিখা যেমন প্রমুক্তাবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পাবে না,—তদ্রুপ মনও চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম। অথচ মন স্থির না হইলে সাধনা সিদ্ধ হইবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং জীব ঘোরতর সমস্যায় পড়িয়া দিশাহারা হইল,—অনেক চিন্তার পর স্থির হইল,—যোগাভ্যাসই মনস্থির করিবার একমাত্র উপায়। তাই জীব সাদরে অচিরে সেই পথের পথিক হইয়া, সৎগুরু কৃপায় প্রমত্ত মনকে আয়ত্ত করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভাগবানকে আত্ম সমর্পণ করত চিদানন্দে মগ্ন হইয়া গেল। "ঘেরণ্ড সংহিতা," "গোরক্ষ সংহিতা," "বশিষ্ঠ সংহিতা," "যামল" (১) প্রভৃতি হইতে যোগের প্রচুর উপকরণ ভক্ত ও কর্ম্মী কবি দ্বারা অতি দক্ষতার সহিত এই গ্রন্থে সংগ্রহীত হইয়াছে। আমরা উহাতে সম্পূর্ণ অনধিকারী, সুতরাং "খসে তাঁতির তসরে হস্তার্পণ" করা অবিধেয় বোধে তাহার কোন আলোচনা করিলাম না।

অনেক সংস্কৃত শ্লোকের পূর্ণানুবাদ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু কবি যেরূপ সুন্দর বাঙ্গালা পদ্যে সুকৌশলে তাঁহার কবিতা-পুঞ্জগুচ্ছ সাজাইয়া গিয়াছেন, এবং অধ্যাত্মিক ভাবের কঠিন কঠিন সমস্যা সুশৃঙ্খলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া যথার্থই তাঁহাকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা জন্মে।

(১) "ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা যুগুপ্সা পঞ্চম।
কুলজাতি শীল অষ্ট পাশের নিয়ম॥

এখন গ্রন্থাকারের জীবনী সম্বন্ধীয় কয়েকটী ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। রামগতি স্বীয় পিতা বাসস্থানের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন :—

"ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর।
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণী বসতীর স্থান।
জপ্‌সা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালাখ্যাতি পেল নিজামতে॥
জপ্‌সা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়।
রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয়॥

বিদ্যা, বিভব' কুলকার্য্য, দান, কীর্ত্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে লালা রামপ্রসাদ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্রেরাও পিতার অনুরূপ পুত্রই ছিলেন। কিন্তু জনকের মৃত্যুর পর রামগতি সংসারের আপাত-সুখকর কার্য্যে অধিক দিন লিপ্ত থাকেন নাই। সংসারের অসার কার্য্য সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মন দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মিথ্যা অষ্টপাশে বদ্ধ হইয়া আর এই সংসারে ঘুরিতে ভাল লাগিল না। ক্রমে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রামগতির মাতা সুমতী দেবী মূলঘড়-নিবাসী বৈদ্য-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুবংশীয় গঙ্গারাম রায়ের কন্যা। সকলে ঐ রায় মহাশয়কে "গীরঠাকুর" বলিয়া ডাকিত। "গীর, পুরী ভারতী" প্রভৃতি উপাধী সন্ন্যাসাশ্রমে প্রযুজ্য হইয়া থাকে। গঙ্গারাম ধার্ম্মিক ও সাধু পুরুষ বলিয়াই 'গীর' উপাধীতে

পরিচিত ছিলেন। সুমতী বাল্যকাল হইতেই পিতৃ আদেশে প্রাতঃস্নান প্রভৃতি কতকগুলি আচার প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রামগতি আবার মাতার নিকট ঐ সকল বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতা সর্ব্বদা পুত্রকে শিক্ষা দিতেন;—"বৎস! বৃথা বাহ্য প্রাতস্নান কিম্বা তীর্থ পর্য্যটনে কিছু মাত্র ফলোদয় হয় না। যদি মন শুদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন ও ভগবানে আত্মসমর্পণ না করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত অনুষ্ঠানই বৃথা জানিবে।" এই উপদেশ বাক্য রামগতির চির-নিহিত ছিল, তাই তিনি পরিণত বয়সে বলিয়াছেন—

"মন যার শুচি নয়, শুচি তার দূর।
সহস্র স্নানেতে শুদ্ধ, হয় কি কুক্কুর॥
অনাচারে চরে মন নহে মলাহীন।
চর্ম্মধৌতে নহে দূর, মনের মলিন॥
এথা তীর্থ ওথা তীর্থ নানাদেশ দূরে।
নবদ্বার পূরে সর্ব্বতীর্থ নাহি স্মরে॥"

এস্থলে তাঁহার একটী শিশু কালের ঘটনা উল্লেখ করিব, যাহাতে বুঝিতে পারা গিয়াছিল, পরিণত বয়সে রামগতি একজন মহাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। রামগতি শৈশবে আপন খুল্লপিতামহ রঘুনন্দন রায়ের বাগান হইতে নেবু ইত্যাদি না বলিয়া আনিতেন। একদিন ভৎর্সিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"দাদা মহাশয়! এখন ফলগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাত্রা কর।" শিশুর এই বাক্যে তাঁহার কর্ণে দৈববাণীর ন্যায় বোধ হইল; তখন তিনি সস্নেহে পৌত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন;—"ভাই! তাহাই হইবে। সেই শিশুর আবদার ময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরি হইল ঐ দিবস তিনি আর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। পর দিবস

সকলে দেখিল,—বৃদ্ধ রঘুনন্দন গৈরিক বসন পরিয়া প্রফুল্লমুখে কাশী যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে রামগতির মস্তকে হস্ত দিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা তুমি আমাদের বংশের গৌরব হও। খুল্ল পিতামহের এই দেবমূর্ত্তি শিশু রামগতির মনে যেন একটী নব স্বর্গীর ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়া গেল। অশান্ত রামগতি তদবধি প্রবীণের স্থায় সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রামগতি রায়ের উদারতা ও বদান্যতে সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ লালা জয়নারায়ণ উশৃঙ্খলা নিবন্ধন ঋণজালে জড়িত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি অর্দ্ধাংশে কলিকাতা নিবাসী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু জয়নারায়ন সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মাত্র অধিকারী ছিলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ লালা রাজনারায়ণ আপন অংশ হইতে কিছুমাত্র অংশ ছাড়িয়া দিতেও অসম্মত হইলেন। এদিকে কিন্তু বসু মহাশয় জয়নারায়ণের কথার উপর নির্ভর করিয়াই কিছুমাত্র দলিলাদি না লইয়াই পূর্ব্বে মূল্যের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন; এখন জয়নারায়ণ আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা—সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিক্রয় অঙ্গীকার রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন। এমন কি, সংসার পরিত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প হইলেন। তখন জ্যেষ্ঠ রামগতি, কনিষ্ঠ রাজনারায়ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! জীবন বা অর্থ চিরকালের জন্য নয়,—এই অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির জন্য ভ্রাতৃ-পরিত্যাগ, কখনই কর্ত্তব্য নয়। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধ বচনে সর্ব্বানুজকে সম্মত করিয়া, বসুদিগকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতেও রামগতির মন প্রবোধ মানিল না, জয়নারায়ণের শোচনীয় দশা দর্শনে অবশিষ্ট সম্পত্তির সমান তিন অংশ করিয়া তাহার একাংশ তাহাকে প্রদান করিলেন। যে সম্পত্তির জন্য, এমন কি, একে অন্যের

প্রাণনাশ করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় না, সেই বিভবকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার আবদার ও সম্মান রক্ষা করিয়া রামগতি যথার্থ মহানুভবতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রামগতি সিদ্ধকাটি নিবাসী হিঙ্গুবংশীয় সদ্‌বৈদ্য রাধাকান্ত রায়ের কন্যা কাত্যায়ণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ক্রমে চারিটি কন্যা ও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তদীয় ভগিণী সর্ব্বেশ্বরী দেবীর বিবাহে এবং কন্যা আনন্দময়ীর বিবাহে পিতা লালা রামপ্রসাদ বিপুল অর্থব্যয়ে 'করণ' (চন্দন) কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, যাবতীয় ঘটক, কুলীন নিমন্ত্রন করিয়া একত্র সন্নিবেশ করেন। মহারাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি বিখ্যাত সামজিকগণ, সমগ্র বঙ্গীয় কুলীন সমাজ স্বয়ং সেই কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া সুশৃঙ্খলারূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সর্ব্বেশ্বরী দেবীর পয়গ্রাম নিবাসী হিন্দুবংশীয় রামধন সেনের সহিত পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। লালা বংশের যাবতীয় বিবাহকার্য্য **সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলঘর, সেনদিয়া, খান্দার-পাড়, কাজলীয়া, সিদ্ধকাটী,**, প্রভৃতি প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত চলিয়া আসিতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর রামগতি অপর তিন কন্যা ও পুত্রের বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া; সংসারের কার্য্য একরূপ পরিসমাপ্ত করেন। এখন আর তাঁহার কোনই বৈষয়িক কামনা রহিল না; ইতিপূর্ব্বেই সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এখন তিনি প্রকৃত সাধকরূপে সংসারমুক্ত হইবার জন্য আপন ইষ্টদেবকে ভক্ত্যুদ্বেলিত চিত্তে ডাকিতে লাগিলেন।

শশী শূল মৃগধর, কৃপাদৃষ্টি দীনে কর,
ত্রাণ কর দেব পশুপতি।
সংসার তিমির ঘোরে, মহাঘূর্ণা সদা ঘুরে,
উচ্চরবে ডাকে রামগতি।

ভক্তবৎসল আশুতোষ ভক্তের ডাকে পরিতুষ্ট হইলেন,—ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইল,—তিনি রামগতির মনে স্বর্গীয় আলোক উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। রামগতি সেই আলোক আপনার গন্তব্য পথ দেখিতে পাইয়া, সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করতঃ স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি যাবতীয় স্নেহের বস্তু বিসর্জ্জন দিয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

বিশেষত মধ্যম ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরস্পরের বিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশঃ নানা ব্যয় ও আমোদ প্রমোদের জন্য অপব্যয় হেতু, জয় নারায়ন ও রাজ নারায়ন মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিল, ইহার পর যখন জয় নারায়ন নাটোরের কোন কোন জমিদারী ইজারা লইয়া দেনার দায়ে ক্রমশই জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন, অথচ ব্যায় কমাইবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন আর যাহাতে বিবাদ বর্দ্ধিত না হয় এজন্য রামগতি ভ্রাতাগণের বিষয় সম্পত্তি পৃথক করিবার জন্য রঘুনন্দনের পৌত্র হরেকৃষ্ণ রায়কে, তিন ভ্রাতা আমোক্তার নামা দিয়া, বিষয় আশয় বণ্টন করিবার ভার দিলেন কিন্তু একবার ভাই ভাই মনের অকুশল হইলে, তাহার মূলচ্ছেদ করা কঠিন এবং ইহাও শোনা যায় রাজ নারায়নের কতিপয় পরামর্শ দাতার প্ররোচনায়, মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিতেছিল, এমন কি এজন্য রাজ নারায়ন দেশ ত্যাগ করিয়া কয়েক দিন ঢাকা সহরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, সংসারের এই প্রকার ব্যাপার দর্শনে সাধক রামগতি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে কাশী বাস করাই শ্রেয়স্কর মনে করিলেন।

রামগতি সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত "অভয়া (কালী) বাড়ী"তে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ অবস্থিত কালীন, গঙ্গাবক্ষে এক যোগীপুরুষকে অন্তধৌত করিতে দেখিয়া

তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; তখন সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"সময় হইলে আপনিই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব,—এখন তুমি সংসারী,—তৎকার্য্য সমুদয় যথাযথ নির্ব্বাহ কর।" বাস্তবিকও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সেই মহাপুরুষ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, এই সময়ে তাঁহাকে যোগশিক্ষা দিয়াছিলেন। রামগতি ও সদ্‌গুরুর কৃপায় অল্প দিন মধ্যেই যোগপারদর্শী হইয়া স্বয়ং অন্তর্ধৌত দ্বারা, আভ্যন্তরিক নাড়ীভুড়ী বাহির করিয়া ধৌত করতঃ আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি "কুম্ভক" অবস্থায় দুই হাত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উপসনা করিতেন, ইত্যাদি অনেক ঘটনা তৎসম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায়। যাহাই হউক, তিনি এই সময়েই যোগী মহাত্মার উপদেশ "যোগ-কল্প-লতিকা" নামক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। *

বড় লোকের সন্তান ও সুখের ক্রোড়ে নিয়ত প্রতিপালিত হইয়াও রামগতি অভ্যাস গুণে অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল মাত্র বারিপানে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। যেস্থানে বসিয়া তিনি যোগাভ্যাস করিতেন সেই স্থানে একটী নিম্ববৃক্ষ ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত থাকিয়া বহু দিবস পর্য্যন্ত তাহার পুণ্য-কাহিনী দর্শকদিগকে বিদিত করিয়াছিল। ৺ অভয়া দেবীর শান্তি নিকেতনে যে একবার পদার্পণ করিয়াছে, শিব, শক্তি, ঐ নিম্ববৃক্ষ ও শাণ-বান্ধান বিরাট জলাশয় দর্শনে, তাহার মনে স্বতঃই স্বাত্তিক ভাবের উদয় হইয়াছে। হায়! আজ সেই পুণ্যধাম কোথায়? লালাবংশের প্রচুর কীর্ত্তি সহ তাহা আজ "কীর্ত্তিনাশা" নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রামগতি কালীঘাটে গমন করিয়া বহু দিবস

*পূর্ব্বে ভারতী পত্রিকায় আনন্দময়ী শীর্ষক প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে, "হরিলীলা" "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। "যোগকল্প লতিকা সংগ্রহ উঁহার কিঞ্চিৎ পরে রচিত হয়।

অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তথাকার হালদারগণ তাঁহাকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলায়, তিনি কালীঘাট পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী "চেত্‌লা" নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। কিন্তু সেই, হালদারগনের প্রতি আবার রামগতিকে কালীঘাটে আসিবার জন্য মায়ের আদেশ হইলে, তাঁহারা রামগতিকে পুনরায় কালীঘাটে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামগতি কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন না;—বলিলেন,—এই বিশ্বরাজ্য সমস্তই মায়ের, শুধু কালীঘাট তাঁহার সীমাবদ্ধ স্থান নহে,—আমি আর কালীঘাটে যাইব না, যথায় থাকিব, তথাই তাঁহাকে পাইতে পারিব।" তৎপর রামগতি আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, ৺ কাশীধাম গমন করেন প্রায় ২০ বৎসর তিনি কাশীতে যোগ অভ্যাস করেন তথায় তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধ হয়। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আপনার অন্তিম কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী মৃত্যুর প্রাক্কালে,—প্রায় বিংশতি বৎসর পরে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন। নবতি বৎসর বয়সে, সজ্ঞানে তাঁহার কাশী প্রাপ্তি হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিনী কাশীর মহা শ্মশানে তৎসহ অনুমৃতা হইয়া পতির সহিত সুখময় অনন্তধামে প্রস্থান করেন।

রামগতি যে কিরূপ কবিত্ব ও উচ্চপ্রকৃতি লইয়া, ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এতৎ পাঠে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারিবে। সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করি, আমাদের তেমন ক্ষমতা বা সময় কোথায়? রামগতি শুধু কবি নহেন,—তিনি প্রকৃত পক্ষে সাধক ও করি দুই ই। তিনি নিজ জীবনে যাহা অনুভব করিয়াছেন,—নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছেন,—যাহা তাঁহার হৃদয়ের কথা, তাহাই তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ভাষার গুণে, ভাবের কুহকে তাহা মধুর হইলেও ভক্তের প্রাণের কথা বলিয়া তাহা আরও মধুরতর হইয়াছে। যখন "বিদ্যাসুন্দর"

"কামিনী কুমার" প্রভৃতি আদি রসের উৎসগুলি উদ্ভূত হইয়া প্রত্যেক বঙ্গ পল্লীকে ভাসাইয়া দিতে ছিল,—প্রত্যেক নব যুবককে কামোদ্দীপক বটিকার ব্যবস্থা করিতেছিল, তখন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এই প্রবৃত্তি সংযমী মহাপুরুষ নৈতিক জ্ঞানের জন্য এই "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" ব্যবস্থা করিতেছিলেন।

তিনি যে ভাল সংস্কৃত জানিতেন,তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "মায়াতিমির চন্দ্রিকা, গ্রন্থে রামগতিকৃত সংস্কৃত শ্লোক একটি সুন্দর বন্দনা আছে। **ভাবনিরূপন** গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝা যায় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন।

শিবা জয়তঃ।

"নত্বা গুরোশ্চরণ-পঙ্কজ-চারুরেণুং
সংসার- সাগর সমুদ্ধরণৈকসেতুম্।
তন্ত্রাদিশাস্ত্রৈঃ পরিলোক্য বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ
শ্রীরামপূর্ব্ব-গতির্বত্র তনোতি পুস্তীম্।
তন্ত্রশাস্ত্রাব্ধি মালোচ্য মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।
শ্রীরামগতি সেনেন ক্রিয়তে **তন্ত্রচন্দ্রিকা**॥

৩৬।৩৭ বৎসর পূর্ব্বে মায়া তিমির চন্দ্রিকা গ্রন্থ অক্রুর চন্দ্র মহাশয়ের সেন মহাশয়ের উদ্যোগে, রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে সম্পূর্ণ পুস্তক খানা ছাপা বাহাদুরের প্রযত্নে" হইয়া ছিল, কিন্তু এ সময় ভাওয়াল রাজ পরিবারের সহিত ঘোষ বাহাদুরের মনোমালিন্য হওয়ায়, পুস্তক খানা আর দপ্তরী বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই। মাত্র ২।৪খানা যাহা মলাট ব্যতীত পাওয়া গিয়াছিল তাহাও ২।১ জন মহাত্মার নিকট আছে বলিয়া জানিয়াছি পুস্তক খানা ডিমাই ১২ পেজী প্রায় দুইশত সাত পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

যাহা হউক মূল হাতের লেখা মায়া তিমির চন্দ্রিকা আমরা

পাইয়াছি। আশা আছে তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। পুস্তক খানা প্রকাশিত হইলে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার আদর করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। মহাত্মা রামগতির মহত্বের ও অলৌকিকতার অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল না—রামগতির হরমোহন নামক পুত্র এবং চারিটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, ইহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পণ্ডিতা আনন্দময়ী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদুষী গঙ্গামণি দেবী

লালা রামপ্রসাদের জেষ্ঠা কন্যা গঙ্গামণি দেবীর পয়োগ্রাম প্রভাকর' বংশে প্রাণকৃষ্ণ সেনের সহিত বিবাহ হয়। ইনি মোটামুটি শিক্ষিতা ছিলেন প্রায় ২০০দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত ইহার কবিতা ও গান প্রায় লুপ্ত হইতে চলিতেছে। দুই চারিটা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

সীতার বিবাহ

জনক নন্দিনী সীতে হরিষে সাজায় রাণী
শিরে শোভে সীথিপাত হীরা, মণি, চুণী॥
নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি॥
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
বারীন্দ্রের কুম্ভ মাঝে মজিয়া রহিল॥

গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জলিছে মেঘলা॥
কেয়ুর কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে দ্বন্দ॥
বিচিত্র ফণীতে শঙ্খকুল পরিচিত।
দিল পঞ্চ কাঞ্চন পৌড়ি বেষ্টিত॥
মনের মতন আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে॥

বিবাহের গান—

"যাত্রা করি রঘুনাথ করিলেন গমন।
জানকী করিতে বিয়া চলে নারায়ণ॥
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে জনক রাজার বাড়ী।
রঘুনাথ করিবেন বিয়ে জনক কুমারী॥
সর্ব্বলোকে বলে ধন্য সীতার জননী।
তাহানে দিবেন সেবা দেব রঘুমণি॥
নারিগণে বলেন রাণী শুন গো বচন।
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন॥
সীতারে সাজায় রাণী রতি করি দুর।
কঙ্কন মেখলা দিল পঞ্চম নুপুর॥
নাসয়ে বেশর দিল শিরে শিরোমণি।
ঠেকিতে তরুয়া যেন ধরিয়াছে ফণী॥
তাহার পরে পরাইল তার কেজুর।
আভরণ জলে সীতার শশী করি দূর॥

মণিময় আভরণ পরাইল শেষে।
রঘুনাথ বরিতে চলেন মনের হরিষে ॥
বিচিত্র সেউতিপুষ্প সীতাদেবি থিটে।
গগনে ঠেকিয়া পৈল রামের মুকুটে ॥
বিচিত্র পঙ্কজ পুষ্প গন্ধ মনোহর।
উদয়ে ফুলের জ্যোতিঃ জিনি নিশাকর ॥
পঙ্কজের দল জিনি জানকীব হাত।
ভ্রমর গুঞ্জরে পাশে হাসেন রঘুনাথ ॥
ভ্রমর বলে শশী নয়নোদর পদ্মবর।
শশধর হৈলে হেতা আসিত চকোর ॥
রাম বামে জানকীর বিবাহ হইল।
কৃত্তিকা সহিতে যেন শশী লুকাইল ॥
বিবাহ হইল সীতার রাম বামে বসি।
লাজে লুকাইয়া তখন শরদের শশী ॥
বিবাহ হইল সাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন।
পাণিগ্রহ সাঙ্গ কৈল কৌশল্যা নন্দন ”
“অপূর্ব্ব বসন্ত ঋতু মদনের সখা।
যাহে নব নব কুসুমের দেখা ॥
বিকসিত রসাল মঞ্জরী নানা মতে।
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে ॥
স্তবকের ভরে নত কুসুমের লতা।
যেন গুরু কুচ ভরে নিতম্ব নিলতা ॥
পৃথিবী রজতময় হইয়াছে কিশোর।
কিংশুকে ভুবন পূর্ণ স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥

কুসুমের মনে কত কত অলিকুল।
গুণ গুণ শব্দ করে গন্ধেতে আকুল॥
মলয় কন্দর হইতে মন্দ সমীরণ।
বিরহিণীর যম হেতু বহে ঘন ঘন॥
কার হার খুলি ঘুরায় বারে বার।
কেহ খসাইয়া পুনঃ দেয় অলঙ্কার॥
কদলি বেদীতে রাম জানকী আনিয়া।
কত নাট কত জাট করে বিনাইয়া॥
শুভক্ষণে সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া রঘুপতি।
সীতা সঙ্গে ঘরে চলেন অতি হর্ষমতি॥”

অন্নপ্রাশানের গীতের নমুনা—

“ছয় মাসের রঘুনাথ জননীর কোলে।
কেলী করে দেখে রাজা মন কুতুহলে॥
নব শশী জিনি কান্তি বাড়ে দিনে দিন।
কত পূর্ণ শশী মুখ হেরিয়া মিলন॥
অন্নপ্রাশনের হেতু কৈলা অনুমতি।
আসিলেন বশিষ্ঠ ঋষি অতি হৃষ্ট মতি॥”

গঙ্গামণী দেবীর একটি পল্লী গঙ্গীত

যাহার সামান্ত মাত্র পাওয়া গিয়াছে।—
গাছের তেতুল টিয়ায় কাটে
সখীগণের প্রাণ বিদরে,

ও'রে আয়রে কালা, মিলন করি
লুটায়ে তোর চরণ ধরে,
যায়রে কালা আমার ছেড়ে।"

এই সকল গান পূর্ব্বে বিক্রমপুর অঞ্চলে, বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ম্মে গীত হইত। এখন আসরে মহিলা নৃত্য, বা সঙ্গীত জলসায় গান করা রুচি সঙ্গত হইয়াছে, অথচ কোন মঙ্গল ক্রিয়া কর্ম্মে মহিলাগণের গান গাওয়া লজ্জা বলিয়া বিবেচিত হয়। মুখে মুখে প্রচারিত এই গান গুলি কাজেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লালা জয়নারায়ন

অতুল প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জয়নারায়ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারশি. ও হিন্দুস্থানী ভাষা বিশেষরূপ আয়ত্ব করিয়াছিলেন, ভ্রাতাগণের মধ্যে অপর কেহই আর বিষয় কর্ম্ম দেখা বড় আবশ্যক মনে করিতেন না, কাজেই পিতার মৃত্যুর পর, জয়নারায়নকেই জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। লালা রামপ্রসাদ প্রাচীন বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তখন তাহার পুত্রগণ সকলেই প্রাপ্ত বয়স্ক। জ্যেষ্ঠ রামগতি যোগ অভ্যাস ও বিদ্যালোচনার সময় কাটাইতেন। ৪র্থ রাজনারায়ন, গ্রন্থ রচনা কার্য্যে, এবং ৩য় কীর্ত্তিনারায়ন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়া চলিতেন। কাজেই জয়নারায়নকেই বিষয় পর্য্যাবেক্ষণ

করিতে হইত। কিন্তু জয়নারায়ন নিতান্ত হঠকারী ও অপব্যয়ী ছিলেন, ক্রমাগত বিলাস ব্যাসন বা ব্যায় বাহুল্য আরম্ভ হইলে লক্ষীর ভাণ্ডার ও শূন্য হয়। ক্রমশঃ জয়নারায়ন নানা ভাবে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করায় তাহার ব্যায় বাহুল্য দেখিয়া রাজনারায়নের সহিত মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। মানিক বসুর নিকট অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিক্রয় হইলে পরও তাহার ব্যায় বাহুল্য কমে নাই। (১)

এই ইজারা ও বৈষয়িক গোলমালে জয়নারায়ণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া কনিষ্ঠ রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—

'কর্ত্তা আছেন, যোগে বসা
কীর্ত্তি, নিলেন কাশা কোষা
তুমি তো পণ্ডিত খাশা
আমার রক্ত না পায় মশা
......ব্যাটারা অতি চাষা
তবু তাদের জিতা পাশা—

অর্থাৎ কর্ত্তা রামগতি যোগ সাধন লইয়া ব্যস্ত। কীর্ত্তি নারায়ণ ও এই অল্প বয়সে ধর্ম্মের আলোচনায় ব্যস্ত। তুমি অর্থাৎ রাজনারায়ণ

(১) এই কারণে জয়নারায়নের পৌত্রিক জমিদারী, বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তপ্পে আবদুল্লাপুরের অর্দ্ধাংশ, ইদিলপুরের ইজারাদার কলিকাতাবাসী মানিক বসুর নিকট বিক্রয় করেন যাহা মানিক বসু আপন জমিদারী দুর্গাপরগণা ভুক্ত করিয়া লন। অদ্যাপি বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেন্দিগঞ্জ থানার এবং ঝালকাটী থানার, ও পটুয়াথানার অন্তর্গত স্থান সমূহের মৌজাগুলির লালার অংশ "বাবুর হিস্যা" ও বসুর অংশ "বসুর হিস্যা" নামে চিহ্নিত হইয়া থাকে।

তোমার লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত, আর পাওনাদারগণের জন্য আমার রক্ত মশাও পায় না, ইত্যাদি।

কোম্পানীর দশশালা বন্দোবস্তের সময় যখন নাটোরের রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া সদর রাজস্ব আদায়ের শৌথিল্য হইয়া পড়িল, তখন রাজস্ব আদায় জন্য কোম্পানীর পক্ষ হইতে মহালগুলি ক্রোক করিয়া ইজারায় বিভক্ত করা হয়। ঐ সময় যে পাঁচজন এই ইজারা গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে লালা জয়নারায়ন অন্যতর ছিলেন। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মহব্বতপুর প্রভৃতি পরগণা এই ইজারা জমীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জয়-নারায়ন এই পরগণার মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর পত্তন আরম্ভ করিয়া, চতুর্দ্দিকে গড় পরিবেষ্টিত করেন, কিন্তু উহা আর সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। এইজন্য সেখানকার জনগণ কোন আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে না পারিলে, লালা জয়নারায়নের কাচা বাড়ীর সহিত তুলনা করিয়া থাকে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের তালিকায় নাটোরের ইজারাদারের তালিকায় জয়নারায়নের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই ইজারা গ্রহণ করিয়া কিন্তু, ইজারাদারগণ, লাভবান হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনেকেই হৃত সর্ব্বস্ব হইলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য, প্রজার নিকট হইতে তাহারা কর আদায়ের কার্য্যে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন না, এ দিকে কোম্পানীর নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ, তাহাদের নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় অর্থ আদায় করিয়া লইতে ক্রটি করিলেন না। এই উপলক্ষে ও জয়নারায়নকে তাহার পৌত্রিক সম্পত্তির কতক অংশ আবার বিক্রয় করিয়া এই দায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হয়।

এই ইজারা গ্রহণ করা উপলক্ষে জয়নারায়ণ যৎকালে নাটোরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়, কষ্ঠি পাথর নির্ম্মিত বৃহৎ শিবমূর্ত্তি কষ্ঠি পাথর নির্ম্মিত বৃহৎ বৃষভ, এবং অত্যুতি কৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত

লালা জয়নারায়ণ স্থাপিত



শ্রীশ্রী৺জপসার বুড়াশিব



শ্রীশ্রী৺কালী মাতা

কতিপয় বিগ্রহ তিনি ক্রয় করেন নির্ম্মেতাগণ উহা সে সময় বিক্রয় করিবার জন্য নাটোর আগমন করে। কিন্তু তখন নাটোর রাজ পরিবারে নানা অভাব জন্য, তাহারা ক্রয় না করায়, বিক্রেতাগণ জয়নারায়ণকে উহা বিক্রয় করে।

কিন্তু এই বিগ্রহ সমুহ যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তরের বিনির্ম্মিত এবং গঠন প্রণালী যেরূপ সুচারু, তাহা স্বীয় অভিরুচি অনুরূপ প্রস্তুত ভিন্ন, ব্যবসায়ীগণের নিকট প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দেবদর্শনের জন্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে এমনও বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শিব চতুর্দ্দশীর দিবস এই শিব বাড়ীতে, লোকারণ্য হইয়া স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তোলে।

বিক্রমপুরের প্রথম ইতিহাস লেখক অম্বিকাচরণ ঘোষ, মহাশয়ের ও ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাসে এই শিব মূর্ত্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

জপ্‌সা কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই বুড়া শিবের নাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বোধ করি। কারণ আমারা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারা যায়, যে বাঙ্গলা দেশে এইরূপ সুদৃশ্য কষ্ঠি পাথর নির্ম্মিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ আর আছে কিনা সন্দেহ।

এই শিব স্থাপনের তারিখ নির্ণয় করিতে হইলে, অনুমান করা যায় উহা বারশত সনের পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল। লালা জয়নারায়ণ যে ভূমির মধ্যে শিব সংস্থাপনা করেন, তিনি উহার এক তৃতীয় অংশের মালিক ছিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি অপর ভ্রাতাদ্বয়কে যে ভূমি পরিবর্ত্তন করেন তন্মধ্যে তৎ-কনিষ্ঠ রাজ নারায়ণ সমীপে লিখিত দলীল যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা এই—

শ্রীরাম

৺শিবালয়

শ্রীজয়নারায়ণ সেন

শ্রীজয়নারায়ণ সেন

শ্রীরাজনারায়ণ সেন, কল্যাণবরেষু

আমার ঘরে নিজবাড়ী দক্ষিণের বাগান কিং কৃষ্ণরাম সেন এহাতে আমার দিকের তিন অংশ, এহাতে আমি ৺ করিয়াছি এ কারণ তোমার হিস্যা আমাকে ছাড়িয়া দিবা, এহার পরিবর্ত্ত রামগোবিন্দ সেনের নিজ অংশ নিজ পুষ্কর্ণীর পূবপাড় আমার নিজ হিস্যা দিয়া পরিবর্ত্ত দিলাম, আমি যে গড় ভরাট করিয়াছি তাহার পরিবর্ত্ত তুমি করিবা, সাবেক ভরট যে ছিল তাহার পরিবর্ত্ত ভরট দিয়া দিব মাপিয়া চিঠা করিয়া খাস্তবেশ ভাঙ্গিয়া জমি মজকুর আমল করিলাম, করিবা ইতি ১২০০ সন ৯ চৈত্র।

জপ্‌সা অবস্থান কালে শিব ঠাকুর ইষ্টক নিম্মিত অত্যুচ্চ মঞ্চোপরি সংস্থাপিত ছিলেন, ১২৯৪ সনে জপ্‌সার এই দেবালয় নদী গর্ভস্থ হইলে পর, মাত্র বিগ্রহগুলির অধিকাংশ সংরক্ষিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থাপত্য কীর্ত্তি সমুদয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়।

জপ্‌সা নদী গর্ভস্থ হইবার সময় এই বৃহদাকার শিবমূর্ত্তি আনিবার সময় কি প্রকারে তাহা আনয়ন করা এক সমস্যা হইয়াছিল। পরে ১৩২৩ সনের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন, নগর গ্রামে লালা পরিবারের গুরুদেব সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় ৺চন্দ্র নাথ গুরু ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের উদ্যোগে ও গ্রাম বাসীগণের সহায়তায় উহা মৃত্তিকার উপরেই সংস্থাপিত, হয়। কিন্তু পরে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কারণ



লালা বংশের কুল গুরুঠাকুর

ক্রমে উহা পাতালগামী হইতে থাকায় গত ১৩৪৪ সনের আবার চেষ্টা ও যত্নে ইষ্টক নির্ম্মিত মঞ্চোপরি স্থাপিত হইয়াছেন।

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ ঘটক রাজ গাহিয়া ছিলেন।

"জপ্‌সা গ্রামে যত বেদগর্ভ সুত
স্থাপিল, কুলীন যত।
বুড়া শিব আদি কীর্ত্তি নানাবিধ
স্থাপিলেন শত শত॥

এই শিব দেবতার

নিম্ন হইতে মস্তক পর্য্যন্ত	৭ ফুট ৬ ইঞ্চি
নিম্নতর ব্যাস	১১ ফুট ৬ ইঞ্চি
মধ্যতর ব্যাস	১০ ফুট ২ ইঞ্চি
মস্তকের ব্যাস	৫ ফুট ৭ ইঞ্চি
ঐ উচ্চতা	৩ ফুট

ইহা ব্যতীত জয়নারায়ণ ৺কালীকা দেবী প্রতিষ্ঠা করেন ও বহু সুদৃশ্য শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহদাকার মূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রথম অবস্থায় জয় নারায়ণের পুত্র না থাকায় তাহার বিশেষ সংসার বন্ধন ছিল না। বৈষয়িক ব্যাপারে জয় নারায়ণ অকৃতকার্য্য হইলেও বাণী বন্দনায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু জয়নারায়ণ যে অন্যবিধ কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া অমরত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহা অনেকে বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত নহেন। দুর্ভাগ্যের কথা জয়নারায়ণের এই শেষোক্ত কীর্ত্তি গুলিও ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তন্মধ্যে নষ্টাবিশিষ্ট এই বিগ্রহগুলির কথাই উল্লেখ যোগ্য।

এইবার লালা জয় নারায়ণের কাব্য গুলির কিছু আলোচনা করিতেছি।

"রামগতি সেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন, সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার পুষ্পরথারোহণে অদিরসের রাজ্য ঘুরিতে-ছিলেন; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য; ছন্দগুলি ইঁহার করায়ত্ত; নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরসদুষ্ট হইয়া ইঁহার মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইঁহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে শিব-বিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধৃষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে। মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ অসিয়াছেন কামদেব সেনাপতি। কবির বর্ণনা এইরূপ;—

"মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমর রব সঘনে বজিল॥ নব কিশলয়েতে, পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে॥ ত্রিগুণ পবন হয় যোগ অতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করপরেতে॥ ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড়, হেরি আঁখি কোণেতে। কুসুমের কবচ হাতে, কিরীট সাজে শিরতে॥ বামবাহু রতি গলে, রতিবাহু গলেতে। ভুবন মোহন কর, হর মন মোহিতে॥ বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিমগিরিতে। আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে। কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥ ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥ থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদুবাতেতে অাকালে অশোক ফোটে সেফালিকা-সনেতে॥ ললিত মালতী ফোটে

যুথিকার ডালেতে। বকুল কদম্ব নাগকেশর পরেতে॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহুরিছে কোকিলসমূহ পাঁচ শরেতে॥ নব লতা মাধবীর নতশির ভূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুলভরেতে॥”

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটী পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া হইয়াছে,—কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি দেখাই; ভাবাবেশে হরিণী শূকরের সঙ্গে যাইয়া মিলিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যায় লক্ষ্য করিয়া— “ঢর ঢর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে॥”—কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিব-মূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেবদারুদ্রুমবেদিকা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক স্থলে তাঁহার পক্ষে কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যথা—“নিরখিতে দেবগণ, ডাকে শুনে ত্রিলোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ। যাবৎ এ দেববাণী, শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি, তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥”

জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর; এই রতিবিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অপহৃত; কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে আহৃত কথা যোজনা করিতেছেন যে, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা,—

অন্য নায়িকার ঘরে, নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিলে তুমি। খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া, মন্দ কাজ করিছিনু আমি॥ রঙ্গনের মালা নিয়া, দুহাত বন্ধন করিয়া, কর্ণ-উৎপলে দিয়াছিলে। সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥ আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নুপুর খসেছিল। ত্বরা তুমি দিতে পায়, বিলম্বে হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল। তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি, বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না নাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরসে শুইয়ে॥" ইত্যাদি।

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী, কোমল পুষ্পমালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানি ছাইয়া ফেলিয়াছেন; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুণ,—"করেতে বদন যবে তোমার ধরিবে। ঐরাবত শুণ্ডে কি কমলিনী শোভিবে॥ বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন। শিরীষে-কলিকা হিমগিরিতে যেমন॥ আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী মত। সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ তুলিত॥ আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম যার। সিদ্ধি দিতে পারিলে পাইবে মন তার॥"

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন করিতেছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা বড় সহজ নহে; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী জয়নারায়ণের চণ্ডীতে সুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দবিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যনেটি পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই; নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,—শরীর থাকিলে দেখা সখায়-অবশ্য।

কমল ভ্রমরে দেখ তাহার রহস্য। শিশিরে কমল মজি থাকে সুলক্ষণা। বর্ষাকালে পাই জীবন হয় বাসনা॥ দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠিয়া। হইয়া কলিকা, সখা সহায়ে ফুটিয়া॥ প্রফুল্ল হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস। মিলে আসি পূর্ব্বভৃঙ্গ মনে বহু আশ॥ পুনঃ পদ্মিনীর মধু, মধুকর পিয়ে। অবশ্য যে দেখা হয় যদি দুই জীয়ে॥" (১)

কবি জয়নারায়ণ তৎ প্রণীত "চণ্ডিকা মঙ্গল" গ্রন্থে ভ্রাতাদের বিরচিত পুস্তকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"বিধিমত কর যেয়ে একাদশী ব্রত
নারায়ণে ডাকি শুন "হরিলীলা" মৃত
নারায়ণ অগ্রজের নূতন রচন
মন দিয়া তাহা যাইয়া, করহ শ্রবণ
অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে
"পার্ব্বতীর পরিণয়" নাম রাখিয়াছে
মহা ভক্তি সার গ্রন্থ করেছে রচনা
সে রহস্য শুনিলে ভুলিবে সুলোচনা"।

"হরিলীলা"—সত্যনারায়ণের ব্রত কথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে, ইহা ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানি সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেক গুলি পাইয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা হয় না,—ইহা বিস্তীর্ণ, নানারসপুষ্ট বড় কাব্যকথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সেগুলিতে তাঁহার ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা দেওয়া রীতি ছিল না; বিশেষ পূর্ব্ব বঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভণিতায়

(১) চণ্ডিকা মঙ্গলের এই "মাধব সুলোচনা" অংশটি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে কিছুদিন পরে শীঘ্র প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা।

দিতে সম্মত হন নাই। আনন্দময়ীর পিতৃকুলোদ্ভব প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাঁহার রচনাগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সেই সকল অংশ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনার আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য বেশী, আমরা তাহা পরে দেখিব, এখন জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) সভামধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি। শিরে শ্বেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি॥ ফক্ ফক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে॥ * * * টল্ টল্ মুকুতা কুন্তল কাণে দোলে। ঢল্ ঢল্ গজমতি মালা দোহে গলে॥ কস্ কস্ কসাতা সটুকা কাটিতে। ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে॥ ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥ ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি। ঝক্ ঝক্ ঝামর দণ্ডেতে জ্বলে মণি॥”—রাজসভা-বর্ণন।

(২) আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী। মান ভঙ্গ করি সম্মুখে আনিল, নাগর যতন করি॥ সোণার নাগর নাগরী দ্বন্দ্ব, হেরিয়া করিল রঙ্গ। স্বত্বত্যাগেতে করিল দান, আপনার বর অঙ্গ॥ কাণে মুখ রাখি, কহিছে নাগর হৈল নাকি মান ভঙ্গ॥” নায়িকার মান ভঙ্গ।

(৩) “ঘোর তর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ব্বদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে॥ আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা। চক্রবাকী প্রবর্ত্ত পতির প্রেম খেলা॥ * * * পাখীগণ ইতিউতি নিজ বাস ছাড়ে। বিরবে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে॥ চন্দ্রভাণ করযুগ ধরি সুনেত্রার। যাব বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥ উষা কালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাণ। সজল নয়নে ধনি পাছেতে পয়াণ॥ যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া।

সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল॥”—সুখনিশি প্রভাত।

মিষ্টশব্দপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ আছে, উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারত চন্দ্রের ও অব্যাহতি নাই। এই সব কাব্য কেবল শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়েই নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্য গুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, “কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং!” রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করে না; ঘষ মাজা সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে পৌঁছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরভার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা রহিত হয় নাই, বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—(সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুত দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” হইতে উদ্ধৃত হইল।)

সখী চন্দ্রভাণে বলে চাতুরীতে। এ রত্নের মালা কাকের গলাতে॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে। ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে॥”—চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বাসি বিবাহ, (হরিলীলা)। বাঙ্গালা কবিতা এখন আর আপামর সাধারণের বুঝিবার বিষয় নহে। ইহার অর্থবোধের জন্য এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়। এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরাজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সংস্কৃতাজ্ঞ বাঙ্গালিগণ বাঙ্গালা ভাষায়ও দন্তস্ফুট করিতে অক্ষম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি—"আসি দেখহ নয়নে হীন তনু সুনেত্রার, হয়েছে ভূষণে॥ হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥ * * * ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥ যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুলি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥ যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি॥ তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥ শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সেই বুক করিয়া করাঘাত॥ যে কঙ্কন করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে। সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥ তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥ পির মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥ আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন। লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥"—বিরহিণী সুমেত্রা (হরিলীলা)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবিব দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ীর নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারস্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোকসুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন?—পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন পাগরে, ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীব শেষা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা, ভূমে পড়ি॥"

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছেন;—"জলজ কনজ যুগ যুগ তিন রাম॥ খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম॥" এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ, ইহা বলা বাহুল্য, এই দুই ছত্রেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

শেষ বয়সে পারিবারিক নানা অশান্তির জন্য জয় নারায়ণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে চলিয়া গেলেন. কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত নানাপ্রকার মনোমালিন্য, পৈত্রিক বিষয় ও অনেক অপচয় প্রভৃতিতে জয় নারায়ণ আর বিশেষ কিছু লিখিতে পারেন নাই, এই সকল অশান্তি না থাকিলে হয়ত আমরা আরও ২।৪ খানা সু-কাব্য পাঠ করিবার সময় পাইতাম।

হরিলীলা, ইতিপূর্ব্বে ১২৮১ সনে বরিশালে হইতে ৩ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছিল। পরে সাহিত্যচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচেষ্টায়, কলিকাতা ইউনির্ভার্সিটি হইতে, দীনেশবাবু ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবল্লভ এই দুই মহাত্মার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে এজন্য উহার বিস্তারিত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

লালা জয় নারায়ণ কালিয়া ত্রিপুর জনার্দ্দনগুপ্তের কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন।

জগচ্চন্দ্র বাবু

লালা জয়নারায়ণের কোন সন্তান না থাকায় তিনি নিজের খেয়াল লইয়াই থাকিতেন। পরে রাজ নারায়ণের সহিত মনোবাদ বৃদ্ধি হইলে তিনি জগচ্চন্দ্র বাবুকে দত্তক গ্রহণ করেন।

জগচ্চন্দ্র বাবুও বিশেষ বৈষরিক অভিজ্ঞ ছিলেন না। পূর্ব্বে লালা জয় নারায়ন নিজেই অনেক বিষয় নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, এবং বহু কর্জ্জ তখনও ছিল, জগচ্চন্দ্র বাবুর সময়ে তাহা কতক পরিশোধ হয়। জগচ্চন্দ্র বাবুর ২য় পত্নী চন্দ্রকালা দেবী অতি বুদ্ধিমতি ছিলেন।

সেনদিয়া নিবাসী কীর্ত্তিনারায়ণ মজুমদারের কন্যা শশীকলা দেবীর সহিত জগচ্চন্দ্র বাবুর ১ম বিবাহ হয়। কীর্ত্তিনারায়ণ অতি তাপস লোক-ছিলেন, অধিক বয়সে জপসা গ্রামে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। তৎসম্বন্ধে

যে সকল বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি উহা নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কীর্ত্তিনারায়ণ সর্ব্বদাই তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। যৎকালে স্বদেশে থাকিতেন তখন প্রায়ই পূর্ব্বপুরুষ সংস্থাপিত গোবিন্দপুরের ৺তারাদেবীর আলয়ে এবং যখন জপসা আসিতেন তৎকালে লালা জয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত ৺ কালীদেবীর মন্দিরেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রচুর আহার করিতে সমর্থ ছিলেন। অশীতি বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, তাহার অন্নাহারের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়, তদ্দৃষ্টে তিনি তাঁহার তনয়া শশীকলা দেবীকে (জগচ্চন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে) বলেন, 'আমার আসন্নকাল উপস্থিত অতি শীঘ্রই আমার জীবনাবশান হইবে, তোমার ভ্রাতাকে সত্বর এই স্থানে আসিতে পত্র প্রেরণ কর।' তদুত্তরে কন্যা বলিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? এক সেরের স্থানে তিন পোয়া অন্ন হওয়াতেই আপনার মৃত্যু হইবে! আপনি এখন যে পরিমাণ খাইয়া থাকেন উহার একচতুর্থাংশ খাইয়া কত লোক বাঁচিয়া রহিয়াছে।' কীর্ত্তিনারায়ণ আর কোন কথা না বলিয়া স্বয়ং নিজ বিবরণ পুত্রকে লিখিলেন, পুত্রও ভগ্নীর ন্যায় এই অবস্থায় মৃত্যু অসম্ভব বিবেচনায়, বৈষয়িক কার্য্য সমাপনান্তে কিছুদিন পরে পিতৃসকাশে যাইবেন স্থির করিয়া, পিতৃদেবকে তাহাই লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই চিঠি প্রাপ্ত হওয়ার পর দিবস অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে সূর্য্যোদয় হইলেই যখন সকল গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে শীঘ্র সমবেত হও অদ্য আমার শেষদিন উপস্থিত।' এই কথায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেহ বিশ্বাসে, কেহ অবিশ্বাসে, তথায়

উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই কথা ক্রমশঃ গ্রামময় রাষ্ট্র হইলে সকলেই কীর্ত্তিনারায়ণকে শেষ দেখার জন্য আসিয়া উপস্থিত। লালার বাড়ীতে যেন হাট বসিয়া গেল; শুনিয়াছি আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত কিন্তু কীর্ত্তিনারায়ণের ভাগিনেয়-পুত্র বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী তখন পর্য্যন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া বা তাহাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া বৃদ্ধ শেষ যাত্রায় যাইতে পারেন না, কিছু পরেই তিনি আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিতেই, আর বিলম্ব করা উচিত নয় বলিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। ক্রমে তিনখণ্ড অতিক্রম করিয়া যখন চতুর্থ তোরণে উপনীত হইলেন, তখন আর তাঁহার স্বয়ং হাটিয়া যাইবার বল থাকিল না, তাঁহারই আজ্ঞামত তাঁহার দুইজন স্বজাতি তাঁহার বাহু তাঁহাদের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল স্বয়ংই পদব্রজে ৺কালীদেবীর মন্দিরে উপনীত হন কিন্তু বিশ্বনাথের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে বিলম্ব হওয়ায় তাহা আর পারিয়া উঠিলেন না।

এই সময়ে তিনি কন্যা ও জামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ৺কালীদেবীর বাড়ীতেই যেন আমার সৎকার কার্য্য শেষ হয়, আর যে ভূমিতে আমাকে দাহ করা হইবে, উহা আমার নিজস্ব হওয়া চাই, এই পাঁচগণ্ডা কড়ি, আমি দিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে আমাকে কতকটুকু জমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেও। তাঁহারা আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া আর কোন কথা না বলিয়া কতকটুকু জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ ৺কালীবাড়ীতে উপস্থিতান্তে দেবীর নিকট বসিয়া কিঞ্চিৎ-কাল জপ করিয়া পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া তত্রত্য পঞ্চবটী মূলে কুশাসনে শয়ন করিয়াই বলিলেন, আমি চলিলাম এখন তোমরা তোমদের কার্য্য সম্পাদন কর। ইতিপূর্ব্বেই তথায় জনতা হইয়া হরিসংকীর্ত্তন,

কালী কীর্ত্তন চলিতেছিল. কীর্ত্তিনারায়ণের দেহাবসানের সহিত উহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, দূরদূরান্তরে তাঁহার স্বর্গগমন বিঘোষিত করিয়া দিল। কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র তথায় উপস্থিত না থাকিলেও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তারিণীপ্রসাদ স্বীয় মাতামহ ভবন এই লালাবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিই তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য সজাতির সহায়তায় তাঁহার শেষকার্য্য সম্পাদন করেন।

(১) চণ্ডিকা মঙ্গলের কতক অংশ পাওয়া গিয়াছে, জানিনা তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব কি না।

কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রামকিশোর মজুমদার তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর বিষয়ী লোক ছিলেন। তৎপুত্র রাধামাধব কিন্তু পিতামহের ন্যায়ই জপ ও তপেই নিযুক্ত থাকিতেন। এই রাধামাধব মজুমদার মহাশয়ের যথাক্রমে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে স্বদেশ হিতৈষী বাগ্মীপ্রবর অনারেব্‌ল্ অম্বিকাচরণ মজুমদার চতুর্থ। বংশের সকলেই বিশেষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা রাসবিহারী মজুমদার, বি, এল, তদীয় মধ্যমভ্রাতা পার্ব্বতীচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ও অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র চারু চন্দ্র মজুমদার, বি, এল, ওকালতী কার্য্যে এবং অম্বিকা মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র কিরণচন্দ্র মজুমদার বি, এ, শিক্ষকতা ও তদীয় তৃতীয় পুত্র হেমচন্দ্র মজুমদার, বি, এল, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গুরুচরণ মজুমদার মহাশয়ের প্রণীত একখানি গ্রন্থ আছে, তৎপুত্র শীতলচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রভৃতি।

বাবু রুক্মিণী কান্ত রায়

জগচ্চন্দ্র বাবুর দুই পত্নী শশীবালা দেবী ও চন্দ্রকলা দেবী।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত রায়

উভয়েরই কোন সন্তান না থাকায়। চন্দ্রকলা দেবী রুক্মিণী কান্ত বাবুকে দত্তক গ্রহণ করেন।

সে সময় হইতেই চন্দ্রকলা দেবী বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত তাহা চালাইয়া ছিলেন। বেশী সুদের টাকা কতক অন্য স্থল হইতে, কতক বা অপর অংশীদের নিকট ধার করিয়া অপর কর্জ্জ শোধ করিয়াছিলেন (পরে এজন্য মোকদ্দমা হইলে, পর আদালত হইতে বলা হয়, বাবু রক্মিণীকান্ত রায় এজন্য দায়ী নহে, তাহার মাতাদ্বয় এজন্য ব্যক্তিগত দায়ী)।

বাবু রূক্মিণীকান্ত কোন গোলযোগ ভালবাসিতেন না। বা কোন গোলযোগে যাইতেন না। রুক্মিণীকান্ত বাবুর ২য় স্ত্রী স্বর্গীয়া ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী বিবাহের পর জপসাতে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে তিনি বিশেষ সুশিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুশ্রী ছিল। হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলিয়া তিনি, বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গল" 'হরিলীলা' রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুলিপি করিয়া ছিলেন। এই সঙ্গে "বিজয় গুপ্ত প্রণীত "পদ্মাপুরাণ" বা মনসামঙ্গলের, একপৃষ্ঠা ত্রিপুরা দেবীর হস্তান্তরের অনুলিপি দেওয়া গেল।

রুক্মিণী কান্ত বাবুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ সকলেই নাবালক থাকায় তাহাদের ষ্টেট, কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কি কারণে তাহা নিলাম হইয়া যায়। যাহা হউক রুক্মিণী কান্ত বাবুর পুত্রগণ সকলেই কৃতি ছিলেন। এক্ষণে রুক্মিণী কান্ত বাবুর ৫ম ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বাবু ও শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু এবং এই বংশের অপর সকলেই এখন ফরিদপুর সহরে আলীপুর পল্লীতে আছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লালা রাজনারায়ণ

লালা রাজনারায়ণ ও বিষয় কার্য্য না দেখিয়া দিবা রাত্রি বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াই সময় কাঠাইতেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় **পার্ব্বতী পরিণয়** ও **কালীকল্পলতিকা** নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। অতীব পরিতাপের বিষয়, কলিকাতাস্থ কোন পণ্ডিত, উক্ত পার্ব্বতী পরিণয় গ্রন্থখানা পাঠ করিবার ছলে লইয়া গিয়া আর প্রত্যার্পন করেন নাই। কাজেই এ খানার উদ্ধার আর কখনও হইবে কিনা জানি না।

কালীকল্প লতিকা গ্রন্থের একখানা অনুলিপি এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে আছে। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়ে বিশেষ লেখা বাহুল্য মাত্র।

মধ্যম ভ্রাতা জয়নারায়ণের সহিত যখন বিষয় লইয়া মনোবাদ হয় তখন রাজনারায়ণ কিছুদিন দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা সহরে অবস্থান করিতেন, তাহার বিষয় ঐশ্বর্য্য এবং বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি পণ্ডিত বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। সে সময় ঢাকাতে কোর্ট অফিস নামে এক বিচারালয় ছিল, তথায় ঢাকা বিভাগের জেলার জজদিগের নিষ্পত্তির মোকর্দ্দমার আপনি হইত। দুইজন জজ উহার বিচার কার্য্য একত্রে সম্পাদন করিতেন, এখন কার অনেকেই এই বিবরণ অবগত নহেন। তাহার পর কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে উহার আপীল নিষ্পত্তি হইত। সার উইলিয়াম জোন্স কিছুকাল ঐ কোর্ট আপিলের জজ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেন। সে সময় বিক্রমপুরে বহু মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, মামলা, মোকর্দ্দমা ও অন্যান্য

কারণে তাহারা প্রায়ই ঢাকাতে আগমন করিতেন এবং তাহাদের কাহারও কাহার সঙ্গে জোন্স সাহেবের বিশেষ পরিচয় হয়, গুণ গ্রাহী জোন্স সাহেবের এই উপলক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার অভিলাষ জন্মে ; বিশেষতঃ, তৎকালে দায় ভাগ সম্বন্ধীয় ব্যাপার উপলক্ষে, পণ্ডিতদের সহায়তার আবশ্যক হইত। জোন্স সাহেব, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এই পণ্ডিত গণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন ; কিন্তু পণ্ডিত গণ এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না, কেন না সাহেব মোটেই বাঙ্গালা জানিতেন না তিনি পার্শী জানিতেন, কাজেই তাহাকে বুঝাইতে হইলে পার্শী ভাষা জানা আবশ্যক, অতএব পার্শী ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষাবিদ পণ্ডিতের আবশ্যক হয় (সে সময় পার্শী ভাষা না জানিলে বিচারক হইবার উপায় ছিল না) সংস্কৃত ও পার্শী উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে জপ্‌সার লালা রাম প্রসাদের ৩য় পুত্র লালা রাজনারায়ণ এই উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, এবং তিনি এক্ষণে ঢাকা সহরেই আছেন, অতএব তাহাকে এজন্য অনুরোধ করা হইলে, রাজনারায়ন বেতন গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ইহার পর যতদিন জোন্স সাহেব ঢাকাতে ছিলেন ততদিন রাজনারায়ণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। (ইহার পর তিনি কলিকাতা যাইয়া হাওড়া সহরের ঘুস্‌ড়ী পল্লী নিবাসী রামলোচন কবিরাজের নিকট সংস্কৃত অধ্যায়ন করেন।) জয়নারায়নের ব্যয় বাহুল্য ও নানা খরচ দেখিয়া রাজনারায়ন পৃথক হইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন এবং হরেকৃষ্ণ রায়কে বণ্টন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। (ইনি রঘুনন্দনের পৌত্র) কিন্তু বিভাগ হইবার পর ও ভ্রাতৃদ্বয়ের মনের ভাব বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে সম্পত্তি তিন ভাগ হইয়া গেল। রাজনারায়নের

মৃত্যু হইবার পর রাজনারায়নের দুই পুত্র ছিলেন কৃষ্ণকিশোর ও কালীকিশোর বাবু, কৃষ্ণকিশোর বাবুর পুত্র।

বিশ্বনাথ রায়

বিশ্বনাথ বাবু অতি ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন কিন্তু এই ক্ষমতা সর্ব্বদা ন্যায্য পথে যাইত না। কোন বদ্ধিষ্ণু পরিবার বিশ্বনাথ বাবুর জমীদারীতে বাস করিতেন, তাহারা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করায় অনেকেরই তাহাদের বিদ্বেষ্টা হয়, এই পরিবার নানাভাবে বিশ্বনাথ বাবু কর্ত্তৃক ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক প্রকার দেশ পরিত্যাগ করেন, পক্ষান্তরে ইহাদের সঙ্গে মোকর্দ্দমা হওয়ায় বহুদিন বিশ্বনাথ বাবু বিদেশে ছিলেন। কিন্তু যখন বিশ্বনাথ বাবু আদালতে নিজে উপস্থিত হইলেন, তখন অপর পক্ষ নিজ হইতেই মামলা তুলিয়া লন। এই সকল গোলমালে পঞ্চরত্নের মকতব উঠিয়া যায়।

বিশ্বনাথ বাবু অতি ক্ষমতাশালী ও প্রচণ্ড জমিদার ছিলেন, যখন বাহাদুর পুরের শরিয়াতুল্লা, দলবদ্ধ হইয়া চারিদিক লুটপাট ও হিন্দুদিগকে নানাভাবে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন শরিয়াতুল্লা ও বিশ্বনাথ বাবুর ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী লুঠ করিয়াও জপ্‌সা গ্রাম আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই, কেবল বিশ্বনাথ বাবুর লাঠীর ভয়ে। (১)

---

(১) পাঠক দেখিবেন এই শরিয়াতুল্লার ব্যাপার তিতুরিরের যুদ্ধ হইতে কোন অংশে অল্প বিপদ জনক ব্যাপার ছিল না।

“ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অতঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ হাজার জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া এক সরা জারী করিয়া তৎ চতুর্দ্দিকস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবীর পূজার

বরদাকান্ত রায়

বিশ্বনাথ বাবু বরদাকান্ত বাবুকে দত্তক গ্রহণ করেন। বরদাকান্ত বাবু ৺জয়দুর্গা মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সময়েই নানা অনাচারে (বিশেষত টিপরার দলাদলীর পর) তিনি আর্থিক অভাবগ্রস্থ হইয়া পড়েন।

নবম পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতা আনন্দময়ী

লালা রামগতি রায়ের চারিটি কন্যার পর, হরমোহন নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম আনন্দময়ী। এই মহিলা আপন পিতাও পিতৃব্যগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, শিশুকাল হইতেই শিক্ষার প্রতি নিরতিশয় যত্ন দেখিয়া পিতাও পিতৃব্য

প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে। এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলফত গঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগর নিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে, এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে * * * একজন ধৃত হইয়া ঢাকার দাওরায় অর্পিত হইয়াছে। * * * * শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুক্ত রবার্ট গ্রেট সাহেব কতক জনকে শাস্তি দিয়াছেন। * * * দেশ রক্ষক নিমিত্ত উক্ত ব্যাক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন।

"সংবাদ চন্দ্রিকা" ইতি সন ১২৪৩ তারিখ ২৪ চৈত্র
জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি-তাপিগণস্য।

তাঁহাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আনন্দময়ীও তাহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার জন্মিয়াছিল—বিদ্বান পুরোহিতেরা "চণ্ডী" পাঠকালে কোনও শব্দ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে ঐ ললনা অনায়াসে তাহা ধরিয়া ফেলিতেন, এজন্য পুরোহিতগণ ঐ পরিবার মধ্যে কোন কার্য্যাদি করাইতে গেলে বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতেন।

রামগতি যেরূপ বিদ্বান ছিলেন,—যোগমার্গেও তাঁহার তদনুরূপ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থই যোগবিষয়ক আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে,—নানাস্থান হইতে পরিচিত, অপরিচিত লোকমাত্রেই তাঁহার দ্বারা সেই বিষয় মীমাংসা করাইয়া লইতেন। মহারাজা রাজবল্লভ যখন "অগ্নিষ্টোম" "বাজপেয়" প্রভৃতি মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞক্ষেত্র ও যজ্ঞকুণ্ডাদি নিরূপণ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে মতদ্বৈধ হইয়াছিল। পরে স্থিরীকৃত হয় ইহার মীমাংসার জন্য জপ্‌সা গ্রামে রামগতির নিকট লোক প্রেরণ করা হউক; তাঁহাকে রাজসভায় আনাইয়া মীমাংসা করিতে হইবে। যৎকালে ঐ প্রেরিত লোক রামগতির নিকট উপস্থিত হইল,—তখন তিনি একটী দীর্ঘকালব্যাপী পুরশ্চারণ নিযুক্ত ছিলেন। রাজার ইচ্ছামত তন্নিকট উপস্থিত হইবার কিম্বা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। সুতরাং তিনি কন্যা আনন্দময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার লিখিত পুস্তক হইতে এই যজ্ঞ সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই লোকের নিকট দেও।" আনন্দময়ী তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বাহির করিয়া শ্লোকগুলি লিখিলেন এবং উহার প্রকৃত অর্থ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রও কুণ্ডের এক একটী প্রতিকৃত উত্তমরূপে অঙ্কিত করিলেন। কন্যার শিক্ষার প্রতি পিতার

যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল,—তিনি উহা দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে উহা রাজসমীপে প্রেরিত হইল। অচিরে পত্র বাহক সমুদয় বৃত্তান্ত রাজাও সভাসদ পণ্ডিতগণের নিকট প্রকাশ করায় একটী তরুণী বালিকা হইতে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, বলিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল। সভাস্থ সকলেও আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু রাজসভার প্রধান পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যা বাগীশ বলিলেন,—উহার একটী কথাও অমূলক নহে। আমি জানি লালা পরিবারের কন্যারা সকলেই সুশিক্ষিতা বিশেষ আনন্দময়ী একটী প্রকৃত বিদূষী রমণী রত্ন। তাহারা আমারই মন্ত্রশিষ্যা। আমার পুত্র শ্রীহরি (তর্কলঙ্কার) আনন্দকে শিবপুজা পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিল,—তাহা হইতে অনেক ভুল বাহির করিয়া আনন্দ আমাকে দেখাইয়া অনুযোগ প্রদান করে যে, আমি কেন পুত্রের সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন করি নাই।" এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দময়ীকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। রাজা এই লালা বংশের বিদ্যাবত্তার কথা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এখন এই বালিকারত্নের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া নিরতিশয় পরিতোষ লাভ করিলেন।

লালা জয়নারায়ণ "হরিলীলা" গ্রন্থ প্রণয়ণ কালে ভগবানের দশ অবতার বর্ণন দুইটী চরণে সম্পন্ন করিবার জন্য একটুকু চিন্তিত আছেন, বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। তখন আনন্দময়ী পিতৃব্য সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন,—"বেলা অধিক হইয়াছে, আপনি স্নানাহার না করিলে, সকলকেই অনাহারে থাকিতে হয়।" উত্তরে জয়নারায়ণ বলিলেন,—"মা ! আমি ভগবানের দশ অবতার কথা দুটী চরণে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি,—উহা সম্পন্ন করিয়াই স্নানাহার করিব।" আনন্দ তাহা না শুনিয়া খুল্লতাতকে পীড়াপীড়ি করিয়া স্নানাহারে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে নিজে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া ঐ দুটী চরণ সম্পন্ন করিলেন।

এবং একখানা কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আহারাদি করিয়া জয়নারায়ন যখন ঈপ্সিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন,—তখন দেখিলেন, এক খানা কাগজে লিখা রহিয়াছে ;—

"জলজ বনজ যুগ, যুগ তিনরাম।
খর্ব্বরূপী বুদ্ধ হইয়া কল্কী সে বিরাম।"

বুঝিলেন ;—ভ্রাতুষ্পুত্রি আনন্দময়ীই উহা রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। জয়নারায়ণ এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, উহাই আপন গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, পরে বিস্তৃতরূপে দশাবতার বর্ণন করিয়া তৎসহ সংযোজিত করিলেন। এতৎ ব্যতীত একটী নায়ক নায়িকার "বাসি বিবাহ" বর্ণনও তিনি করিয়াছিলেন ;—তাহাও সাদরে খুল্লতাত "হরিলীলা" গ্রন্থে স্থান দান করিয়া ছিলেন। "বাসি বিবাহ" বর্ণনাটী আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি ;—

বাসি বিবাহ।

"প্রভাতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরে।
করি নিত্য কর্ম্ম হরিষে অপারে॥
ধনেশাত্মজা নাথ সুপ্রীত চিত্তে।
মনে মত্ততা সুন্দরী রত্ন বিত্তে॥
বসিয়া সুবর্ণ পীঠে হাসিছে !
প্রবালাধরে মন্দ মন্দ রাজিছে॥
পুরী লুরিতা সুন্দরী জাল মালে।
বলেগো চলগো উঠগো সকলে॥
সুনেত্রার বাসি বিবাহ হইবে।
বিলম্বে কৌতুক কিমতে দেখিবে॥

শুনি কামিনীবর্গ ধায় লড়াইয়া ।
সুনুপুর, মালা, ধরাতে গড়াইয়া ॥
সুমঙ্গল দ্রব্য প্রচুরে আনিয়া ।
রাখে সাবধানে বিধান জানিয়া ॥
সমস্তে মিলিয়া স্ত্রী-আচার রিতে ।
উলুলু ধ্বনিতে নানাবাদ্য গীতে ॥
বলে চন্দ্রভানে আনরে সাজাইয়া ।
ত্বরাতে নানা বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া ॥
শুনিয়া ধাইয়া ভৃত্যবর্গে আনিলে ।
কুমুদী সমাজে শশাঙ্কে রাখিলে ॥
পরে দৃষ্টিলোলাও বক্তে সেকালে ।
ঘিরিলেক নীলোৎপল নেত্র মালে ॥
সুরম্ভা, দ্রুমাকীর্ণ, বেদী পরেতে ।
আয়রা সুনেত্রা, ধরাঙ্কুয়া করেতে ॥
রাখি কৌতুকে সারিছে আত্মনীতি ।
মহোৎসাহ সর্ব্বে করে নানা ভীতি ॥
সরত্ন কীরিট জ্বলে দেঁহ মাথে ।
যেন পুষ্পধন্বা সুনাধীর সাথে ॥
হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে ।
সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ়রূপা রূপে মজন্তি ।
হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি ॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা ।
সুনাশা সুহাসা সুবাসা সুভাষা ॥

দেখি চন্দ্রভানে কত চিত্তে হারা।
নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা ॥
করে দৌড়াদৌড়ি মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া বিমুঢ়া নবোঢ়া নিগূঢ়া ॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা সচেষ্টা কেহ তুষ্টা দৃষ্টা ॥
অনঙ্গাস্ত্র বিদ্ধা কতস্বর্ণবর্ণা।
বিকীর্ণা বিশীর্ণা বিজীর্ণা বিবর্ণা ॥
কার বেস্তবেনী নাহি বাস অঙ্গে।
কার হার কুর্পাস বিস্রস্ত কক্ষে ॥
গলভূষনা কেও নাহি বাস অঙ্গে।
গলদ্রামিনী কেও মাতিয়া অনঙ্গে ॥
কার বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশে।
রাখিয়া সাহু বাক্য বক্তে প্রকাশে ॥
আগে মঙ্গলা মাধবী চন্দ্র রেখা।
বরে আর কে কে দিতে পার দেখা ॥
ডাকগো কামিনী সুভদ্রা জয়াকে।
ও রাজ্যেশ্বরী চিত্র রেখা দয়াকে ॥
তোমরা আন ছুঁইতে যে যে পারে।
বরস্নান চেষ্টা কর নির্ব্বিকারে ॥
শুনি যত্নতে ষোড়শী বর্গ ধাইয়া।
সুবর্ণের কুম্ভে জলে আনে গড়াইয়া ॥
সুকক্ষে নিতম্বে উড়ে হেম কুম্ভ।
এভারে ওভারে হাটিতে বিলম্ব ॥

তাতে দোলিতা লাজ ভাবি ভাবেতে।
পড়ে হোলি খেলি অনঙ্গে জ্বরেতে॥
সুনেত্রাকে কেহ কেহ চন্দ্র ভাগে।
করে কত যত্ন কত সাবধানে।
সুহস্তে ঢালিছে সবে বারি অঙ্গে।
ঝলৎঝল গলোৎগল পড়ে নীর অঙ্গে॥
চলে ব্যস্ত বেণী নিতম্ব পরেতে।
গিরিতে ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ প্রয়াতে॥
কলানাথ কোবাহিনী সঙ্গে করি।
যেন দিক বধূরা ঢালে চারু বারি॥
করেতে বরেরে ধরি আটি বাসে।
দিবানাথ সাজে সরোজ প্রকাশে॥
মনোল্লাসেতে কি হইয়া বিনোদী!
নিশানাথ সাথে খেলিছে কুমুদী॥
সখী চন্দ্রভাগে বলে চাতুরিতে।
এ হৃত্ন মালা কাকের গলেতে॥
শুনি চাতুরী দম্পতি হেঁটমাথে।
ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে॥
অলঙ্কার বস্ত্রেতে স্নানাবসানে।
ধনেশ আসিয়া দেখিয়া দুজনে॥
মহানন্দে উৎসাহ নানা করিয়া।
নানা বাদ্য ভাণ্ড ধরিত্রী ভরিয়া॥
স্বসঙ্গে করি অম্বিকাপুরে আনি।
নানা দ্রব্য দিয়া পূজিয়া ভবানী॥

মহাহর্ষে ভাসি আসিয়া পুরীতে।
সুনেত্রার মাতা সহ কৌতুকেতে॥
কত হেম মুক্তা প্রবলাদি রত্ন।
করি বাজী ভূমি করিয়া প্রযত্ন॥
দিলে দাসদাসী কত ভব্যভব্যা।
পুরাণ পুরাণা কত নব্যনব্যা॥
কব কি দিল যাহা বিস্তার তার।
দিল পূর্ব্ববৎ সর্ব্ব সংসার ভার॥
করিল সুবন্ধানরূপে সমস্ত।
ভুলি সত্যদেবের পূজা মনস্ত॥
কলিতে চাহে বিষ্ণু মায়া অবশ্য।
কে পারে বুঝিতে সে সব রহস্য॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে এ বাসি বিবাহ।
দ্বিতীয় দিবসে আনন্দে নির্ব্বাহ॥"

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি "হরিলীলা" গ্রন্থ প্রায় ১৯০ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত কবিতাটীর বয়সও ঐরূপই বলিতে হইলে। ঐ সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। তৎকালে একটী পুরমহিলার ঐরূপ রচনা যে কত মূল্যবান, তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর পাঠক মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনন্দময়ী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচিত পদ্যে তাহা হইতেই বহুশব্দ ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত দেশীয় শব্দ ও তাহাতে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালার "বাসি বিবাহ" দেখিয়াছেন, তাঁহারা উপরি উক্ত কবিতা পাঠ করিলে. তাহার

জীবন্তচিত্র দেখিতে পাইবেন। আমরা এই বিয়য়ে অধিক আলোচনা করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে ইচ্ছুক নহি। কবিতা রচয়িত্রীর নাম বিলোপ আশঙ্কাই কবিতাটী সহ তাঁহার জীবনী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বোধ হয় আমাদের এই ধারণা কখনই অমূলক নহে যে, বঙ্গীয় কবিতা কাননে পুরাঙ্গনা মধ্যে আনন্দময়ী অন্যতম প্রথম কাব্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, সুগম্ভীর প্রসূণ সম্ভরে মালা, গাঁথিয়া ভারতী চরণে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী রচিত আরও দুই তিনটী কবিতা শুনিতে পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু তাহা অধুনা সঙ্গীতরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই ললনা রত্ন অপাত্রে অর্পিত হন নাই। পিতা রামগতি রায়, পার্সী এবং সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ সদ্বৈদ্য প্রভাকর বংশীয় পয়গ্রাম নিবাসী অযোধ্যারাম সেনের সহিত তাঁহার বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন তাঁহাকেও বহু ভূসম্পতি যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। অযোধ্যারাম যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই মহানবংশে চিরকাল বিদ্যা-খ্যাতির জন্য সুপ্রসিদ্ধ, রূপরাম কবিভূষণ কাব্য ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আনন্দময়ী সুশিক্ষিতা হইয়াও বিশেষ বিনীতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। পতির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। পতির মৃত্যু সময়ে আনন্দ পিত্রালয়ে ছিলেন। পরে যখন এই হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী কাহারও জন্য মমতা রহিল না। আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া অচিরে অনুমৃতার আয়োজন করাইলেন। পরে স্বামীর কাষ্ঠপাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জলন্ত চিতায় অনুগামিনী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বধর্ম্ম নিরতা মাতা কাত্যায়নী দেবীও পতি রামগতির সহিত ৺কাশীর মহাশ্মশানে অনুমৃতা হইয়াছিলেন। পরে কাত্যায়নী দেবীর

কন্যা সেই পুণ্যময়ী জননীর অনুসরণ করিয়া পতিসহ সেই পুণ্যময়ী জননীর অনুসরণ করিয়া পতিসহ সেই নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। আনন্দের গর্ভে, অযোধ্যারামের যথাক্রমে একটী কন্যা ও চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজা রাজবল্লভের পৌত্র রামকানাই বাবুর সহিত কন্যা পরিণীতা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র কালিদাস সেন কবীন্দ্র মহাশয়ের সহিত এই মহান বংশের বিলোপ সাধন হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র গিরীশচন্দ্র সেনের দৌহিত্র ভবানীপুরের বিখ্যাত কবিরাজ পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি (১) মহাশয় একমাত্র তাঁহাদের সেই পুণ্যপুরীতে আলোক প্রদান করিয়া মাতামহবংশের পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণের সুযশ ধরাধামে বিস্তৃত হইতে থাকিবে,—ততদিন আনন্দময়ী কবিত্বে ও চরিত্রে সকলের জ্যেষ্ঠাভগ্নী বলিয়া চিরস্মরণীয়া ও নমস্যা রহিলেন।

(**বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, "ভারতীয় বিদুষী" "ভারতের শিক্ষিতা মহিলা"** জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাসের **"বাঙ্গলা অভিধান" "বিশ্বকোষ"** শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন শর্ম্মা লিখিত **"বঙ্গীয় কবি, অম্বষ্ঠ খণ্ড"** শশাঙ্ক সেনের **"বঙ্গভাষা"** যোগেন্দ্র গুপ্তের **"বিক্রমপুরের ইতিহাস"** অনাথকৃষ্ণ দেবের **"বঙ্গের কবিতা"** নবপ্রভা মাসিক পত্র ও বঙ্গভাষার লেখক প্রভৃতি নানা পুস্তকে এই পণ্ডিতা মহিলার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।)

(১) পঞ্চানন রায় মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



লালা রামপ্রসাদ স্থাপিত, শালগ্রাম শিলা মণ্ডলী
ও
হরমোহন রায় স্থাপিত, নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি



বাবু হরনাথ রায় স্থাপিত
শ্রীশ্রী৺মনসা দেবী

দশম পরিচ্ছেদ

বাবু হরমোহন রায়

লালা রামগতির চারিটি কন্যা ও একমাত্র পুত্র হরমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। হরমোহনের জেষ্ঠা ভগ্নি আনন্দময়ীর বিবরণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন বৈষয়িক অন্তবিপ্লবে সংসার নানা অশান্তিপূর্ণ হইয়াছে, বৈষয়িক গোলযোগ সহ্য করিতে না পারিয়া পিতা সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন এবং পিতৃব্যদ্বয়ের মনোমালিন্যের অবস্থা শেষ সময়ে পৌছিয়া তিন হিস্যা আলাদা হইয়া গেল তখন এই দুর্ব্বলপ্রকৃতি হরমোহনের জননী দেবী নিজে সংসার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং কর্ম্ম পরায়না ছিলেন। তাহার সময়ে আবার এই হিস্যার আর্থিক অবস্থার উন্নতি লাভ হয়। হরমোহন বাবুর চন্দ্রমোহন ও রামদয়াল নামে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রামদয়াল বাল্যকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাল্য কাল হইতেই এই বালক নিতান্ত রুগ্ন ছিল। হরমোহন বাবুর মাতা কাত্যায়নী দেবীর ইচ্ছাছিল পৌত্র চন্দ্রমোহনের বিবাহের পর তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে স্বামীর নিকট যাইবেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই কাশী হইতে সংবাদ আসিল যে যোগীরাজ লালা রামগতি শীঘ্রই দেহত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন, ইহার পর পুত্র, সংসার, প্রভৃতি আর কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ না রাখিয়া কাত্যায়নী দেবী অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রে স্বামীর নিকট চলিয়া গেলেন। এবং রামগতির দেহ ত্যাগের পর তিনি স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন।

ইহার কিছুদিন পর হরমোহন বাবু তাহার ১ম পুত্র রামদয়াল বাবুর মৃত্যুর পর ২য় পুত্র চন্দ্রমোহনের জন্য মুলঘড় নিবাসী শিবনাথরায়ের

কন্যা কুমারী দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু এই বিবাহে প্রথম হইতেই এমন ভয়াবহ অমঙ্গল ও বিপদ আরম্ভ হইল, যাহাতে এই সংসার ক্রমশঃই অবনতির পথে চলিতে আরম্ভ করিল।

চন্দ্রমোহন বাবুর বিবাহের জন্য হরমোহন বাবু যথেষ্ট জাক জমক করিয়াছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে, বিবাহের দিনই আতশ বাজীর বারুদ বিস্ফারিত হইয়া, তিন জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং চন্দ্রমোহন বাবু বহু পারাবত পুষিতেন, তাহাদের জন্য বড় বড় খাচা ছিল, খাচাবদ্ধ এই সব পায়রা গুলি বাজীর অগ্নি দগ্ধ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হইল, বিবাহের ৭ সাতদিন পর চন্দ্রমোহন বাবু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হঠাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এই শোকাবহ ব্যাপারে হরমোহন বাবু একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন ইহার পর ক্রমশঃই মৃত্যুর দূত এই সংসারে আক্রমন আরম্ভ করিল, হরমোহন বাবুর ৩য় ভগ্নির হঠাৎ মৃত্যু হইল জ্যেষ্ঠা ভগ্নি পণ্ডিতা আনন্দময়ী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন এই ভাবে বিপদের উপর বিপদ চলিল। চন্দ্রমোহনের নববধূ কুমারী দেবীর ভবিষ্যত ভরণ পোষনের কোন অসুবিধা না হয়, এজন্য হরমোহন বাবু বাখর গঞ্জ জেলাস্থিত 'ফুলহার' নামক তালুক কুমারীদেবীর নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হরমোহন বাবু দত্তক রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে জমিদারীতে নানা বিশৃঙ্খল আরম্ভ হইল। বাখর গঞ্জের অন্তর্গত মধিপুর একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর ছিল, উহা জপসার হরমোহন বাবুর অধিকার ভুক্ত থাকিলে ও মিঃ মনরো উহার ইজারাদার ছিলেন। মধিপুর বাসী রামকানাই সাহা এই স্থানের প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী ছিলেন ভোজেশ্বরের রামচন্দ্র,রামলোচন, হরিশচন্দ্র পাল ভ্রাতৃগণ তাহার আশ্রয়েতে প্রথম বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী বিবর্দ্ধিত

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



আনন্দ নাথ রায়।

১৩১৪

হয়। হরমোহন বাবুর সময়ে নদী কর্ত্তৃক এই বন্দরটির ধ্বংস সাধন হইলে জপ্‌সার জমিদারগণের পক্ষ হইতে ইহার আর কোন প্রতিবিধান না হওয়ায় সেলিমাবাদ পরগণার জমিদার কলিকাতা বাসী রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, তদীয় পরগণার সদর কাছারী গুরুধামের নিকটবর্ত্তি ঝালকাঠী নামক স্থানে উহা আনয়ন করেন। উহাই বর্ত্তমান ঝালকাঠী বন্দর।

প্রাচীন বয়সে পত্নী রত্নমালা দেবী ও পুত্রবধূ কুমারী দেবীকে রাখিয়া হরমোহন বাবু মানব লীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্ত্রী রত্নমালা দেবীকে দত্তক গ্রহণের জন্য আদেশ করিয়া যান, এবং কুলগুরু শ্রীনাথ গুরু ভট্টাচার্য্যকে এবিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হরনাথ বাবু

হরমোহন বাবুর মৃত্যুর পর হরমোহন বাবুর স্ত্রী রত্নমালা দেবী হরনাথ বাবুকে দত্তক গ্রহণ করেন, ইহার পর রত্নমালা দেবীর পুত্রবধূ কুমারী দেবী ও কতিপয় কুচক্রি পরামর্শ দাতার পরামর্শে একটি ছেলেকে দত্তকের জন্য আনয়ন করেন এজন্য উভয়ের প্রথমতঃ মতান্তর পরে মনান্তর ও ক্রমশঃ বিদ্বেষে পরিণত হয়। এবং কুমারীদেবী যাহাকে দত্তক লইবার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট পুনঃ প্রেরণ করা হয়। এ সময় জ্ঞাতিদের মধ্যে কেহ কেহ কুমারী দেবীর পরামর্শ দাতা হইয়া এই সংসারে গোলমালসৃষ্টি আরম্ভ করি-

লেন। এই গোলযোগে তাহাদের কেহ কেহ যথেষ্ট সঞ্চয় করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন, বলিয়া জানা যায় ইতিমধ্যে রত্নমালা দেবীর মৃত্যু হওয়ায় এবং কোন অভিবাবক না থাকায়, এবং কুমারী দেবীর প্রভাবে হরনাথ বাবুর জীবনেও হয় ত হানী হইতে পারে ইহা মনে করিয়া কুলগুরু সর্ব্ববিদ্যা বংশীয় শ্রীনাথ গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাচীন বিশ্বস্থ অনুচর কমল সিকদার ও একজন হরনাথের স্বজাতীয় কর্ম্মচারী সহ, উত্তর সাহবাজপুর, গোবিন্দপুরে নিজ বাড়ীতে লইয়া সেখানেই তাহার পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। হরনাথ বাবু সংস্কৃত ও বাঙ্গলাতে অতি সুদক্ষ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া হরনাথ বাবু জপসা গ্রামে যখন আগমন করেন, তখন কুমারী দেবী জপসা বাড়ীস্থ যথা—সর্ব্বস্ব বাস্ত তৈজস পত্র কতক বিক্রয়, কতক তাহার পরামর্শদাতাগণকে বিতরণ করিয়া, বরিশাল সহরে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন। এবং ইনি বহুদিন জীবিত ছিলেন। বরিশাল সহরেই ইহার মৃত্যু হয়। (১৩০১)

হরনাথ বাবু জপ্‌সা আগমন করিয়া প্রায় সাংসারিক সকল জিনিষই নূতন করিয়া ক্রয় করেন। মধ্যম হিস্যার জগচ্চন্দ্র বাবুর স্ত্রী চন্দ্রকলা দেবী এ সময় হরনাথ বাবুর অনেক উপকার ও পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন হরনাথ বাবু দেশে আসিয়া মূলঘড় নিবাসী বিষ্ণুদাস বংশীয় রামরূপ রায়ের কন্যা মহামায়া দেবীকে বিবাহ করেন। হরনাথ বাবু অতি উদার, অতি মহৎ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার সময় জপ্‌সা গ্রাম আবার জাগিয়া ছিল তিনি জপসা গ্রামের লুপ্ত গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন। সাহবাজ পুর হইতে আসিবার সময় তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরচন্দ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়কে জপসাতে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া টোল স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন, প্রসিদ্ধ

কবিরাজ পঞ্চানন রায় প্রভৃতি বহু মনিষী, পণ্ডিত, এই টোলে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন।

হরনাথ বাবুর তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর দখল ছিল, এবং তিনি বহু তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ নিজ হস্তে লিখিয়া গিয়াছেন।

"লতা বল্লরী" নামক একখানা তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অতি সুন্দর সংগ্রহ গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। যখন প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও রামতোষণ ভট্টাচার্য্যের "প্রাণতোষিনীতন্ত্র" প্রথম প্রচারিত হয় (১২২৮) তখন হরনাথ বাবু সেখানা দেখিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রুদ্রকরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গঙ্গাচরণ ন্যায় রত্নের সহিত তাহার যথেষ্ট বন্ধুতা ছিল। (১)

বাংলা ভাষার তখন প্রথম অবস্থা, রাজারামমোহন রায় প্রভৃতি তখন কার বাংলা লেখকগণের প্রায় সকল পুস্তকই তাহার পাঠাগারে ছিল। বেভারিজ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাসে, হরনাথ বাবুর নাম উল্লেখ আছে।

প্রায় পৌঢ় বয়সে হরনাথ বাবুর স্ত্রী মহামায়া দেবী, মানব লীলা সম্বরণ করেন। স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে যান। ইহার প্রায় ৪ বৎসর পর তিনি একবার জপসাতে আগমন করেন। এক বছর দেশে থাকিয়া তিনি পুনরায় কাশী গমন করেন এবং

(১) ৺গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র, বহু গ্রন্থ প্রনেতা, "শিশু সাথা" মাসিক পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের, পূজনীয় শ্রীযুত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি একখণ্ড "প্রাণতোষিনি তন্ত্র" যাহা ৺হরনাথ বাবু গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে স্বহস্তে উপহার লিখিয়া দিয়াছিলেন সেখানি এখনও তাহাদের নিকট।

১২৮৮ সনে তিনি সজ্ঞানে নির্ব্বান লাভ করেন। ইহার সময় হইতেই এই বংশের অভাব আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বে জপসা গ্রামে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, পরে, সরিকী মোকদ্দমায় (২) এবং ইহার প্রধান শিক্ষক মগর নিবাসী রামপ্রসাদ সেন মহাশয় (৩) ডাক্তারি পড়িবার জন্য ঢাকায় চলিয়া যাওয়ায়—এবং অপর শিক্ষক তারিণীচরণ রায় মহাশয়ও অপর স্থানে কার্য্য পাইয়া স্কুল পরিত্যাগ করায়, স্কুলটি উঠিয়া যায়।

ইহার কতকদিন পরে পয়গ্রাম নিবাসী দ্বারকানাথ বাবু নামক একটি ভদ্রলোক জপসা আসিয়া ইহার জাক জমকে মুগ্ধ হইলেও বালকদের কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত না থাকায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং সরিকি মামলায় পূর্ব্বতন স্কুলটির অবস্থা অবগত হইয়া হরনাথ বাবুকেই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বলেন। তাহারএবং গ্রামের অপরাপর ব্যক্তিগণের উৎসাহে হরনাথ বাবু নূতন স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হন এবং জপ্‌সা মাইনর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অগাধ পণ্ডিত, দীননাথ সেন মহাশয় ইহার প্রধান শিক্ষক এবং দুর্গামোহন রায়, মদন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ইহার সহকারী শিক্ষক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সকল ব্যায় হরনাথ বাবুই বহন করিতেন। (জপসা, লক্ষ্মীপুড়া ও মসুড়াগ্রাম পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়টি ইহাদের বাড়ীতে ছিল। (১৩০৩)

এই সময় বহু ব্যয় করিয়া হরনাথ বাবু শ্রীশ্রী৺ মনসা দেবী প্রতিষ্ঠা

(২) ১২৭৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ তারিখে হরনাথ রায় প্রতিবাদী, জেলা ঢাকার অন্তর্গত বহর মুনসেফিতে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে প্রাথিত বিবাদী কর্ত্তৃক নবকুমার রায় এই সম্বন্ধে একখানা দলীল দাখিল করেন।

(৩) ইহার পুত্র বিখ্যাত কবি অতুল চন্দ্র সেন।

করেন, এই উপলক্ষে তিনি দেশ ও বিদেশস্থ বহু পণ্ডিতকে বিদায় দান করিয়াছিলেন।

হরনাথ বাবুর দুইকন্যার মধ্যে ১মা কন্যা, বিধুমুখী দেবীকে সেনদীয়া নিবাসী, পিতাম্বর সন্তান ৺ দুর্গাচরণ রায় মহাশয়ের সহিত বহু ব্যয় করিয়া বিবাহ দেন। এবং ২য় কন্যা বসন্ত দেবীকে, মুলঘড় বিষ্ণু (মুলঘড়, বড় বাড়ীর) ৺সীতানাথ রায়ের সহিত বিবাহ দেন। ৺সীতানাথ রায় মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার ছিলেন।

স্ত্রী মহামায়া দেবীর মৃত্যু হইলে, পুত্রদের হাতে বিষয় সম্পত্তির ভার দিয়া হরনাথ বাবু কাশীতে যাইয়া জপসাস্থ সরকার বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ সরকারের হাবেলীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। হরনাথ বাবুর বহু ব্যয় নিবন্ধন, অনেক বৃহৎ বৃহৎ সম্পত্তি নষ্ট হয়। মিঃ বিভারিজ সাহেব যখন বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রণয়ন করেন তখন পর্য্যন্তও হরনাথ রায় বাখরগঞ্জ জেলাস্থ কোন কোন পরগণার মালিক ছিলেন। কিন্তু নিতান্ত অপব্যয়ীর পক্ষে, কোন সম্পত্তিই পর্য্যাপ্ত নহে।

কাশীতে যাইয়াও ক্রমশঃ তাহার ব্যয় বাড়িয়াই চলিল, তাহার আদেশ অনুযায়ী অর্থ পাঠাইতে পুত্রগণকেও আরও ঋণজালে বদ্ধ হইতে হইল। কুপরামর্শ দাতা কার্য্য পরিচালকগণের মহাসুবিধা হইল, অবশেষে সম্পত্তি প্রায় সবই বিক্রয় হইয়া কতিপয় তালুক এর আয় মাত্র সম্বল হইল।

অবশেষে হরনাথ বাবুর পুত্রগণ এক টেলিগ্রাফ পাইয়া জানিতে পারিলেন যে হরনাথ বাবু একদিনের জ্বরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কাশীস্থ মূল্যবান জিনিস পত্র কিছুই আর ইহারা পান নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাবু আনন্দনাথ রায়, সাহিত্য শেখর

১২৬২ সনের ১৭ই কার্ত্তিক আনন্দনাথ বাবু জন্মগ্রহণ করেন, হরনাথ বাবুর তিনটি পুত্র ও তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা বাল্য কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হরনাথবাবুর মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধূমুখী দেবী, জেষ্ঠ্য পুত্র আনন্দনাথ বাবু, ২য় কন্যা, বসন্ত দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ বাবু ছিলেন। বাল্যকালেতেই আনন্দনাথবাবুর "হাতে খড়ি" হয় এবং প্রায় ৭।৮ বৎসর বয়সে তিনি হরনাথবাবুর নূতন স্থাপিত মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হন', এবং পরেঢাকা যাইয়া মাইনর পরিক্ষা দেন, ইহার পর দেশের স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া, তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। এইসময় ইহাদের জমিদারী কাছারী বরিশালে ছিল, আনন্দনাথ বাবু সেখানেই থাকিতেন। তখন হরনাথবাবু প্রায়ই জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে বাখরগঞ্জের নানাস্থানে যাতায়ত করিতেন, যখনই, তিনি যে স্থানে অসিতেন তখনই, নানা পণ্ডিতগণ তাহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে অসিয়া প্রচুর বিদায় লইয়া যাইতেন। পক্ষান্তরে নানারূপ স্বার্থপর ব্যক্তিগণও আসিত। আনন্দনাথ বাবুর ১৪ বৎসর বয়সে তাহার মাতার মৃত্যু হওয়ায়, সংসারে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হইল, পত্নী বিয়োগে হরনাথবাবু কতকটা অপব্যায়ী হইয়া উঠিলেন। এমন কি সংসার বা জমিদারী দেখিবার ও তাহার অবশর হইত না, সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের সহিত; তন্ত্রালোচনা করিতেন এই সুযোগে স্বার্থপর কর্ম্মচারীগণের মহা সুবিধা উপস্থিত হইল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দেখিয়া আনন্দনাথ বাবুর মাতুল, হরনাথ বাবুকে পরামর্শ দিলেন যে, "আনন্দনাথ না হয়, এখন পড়াশোনা বন্ধ রাখিয়া বিষয় কার্য্য পরিচালনা করুক।" তখনকার কর্ম্মচারীগণ ও তাহাতে সম্মতি দিয়া হরনাথ বাবুকে ঐ পরামর্শ দিতে লাগিল, আনন্দনাথবাবু

১৭শ বর্ষ বয়সে বিষয় রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইল, এই ১৭শ বর্ষীয় বালকের পক্ষে বহুদিনের, বিশ্বস্ত বলিয়া পরিচিত কর্ম্মচারী-গণকে সহসা অবিশ্বাস্ত মনে করা সহজ সাধ্য ছিল না। কিন্তু কর্ম্মচারীগণ যে জমিদারীকে একেবারে শেষ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন দেখিলেন, তাহার প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় আর নাই। ইতিমধ্যে কেহ কেহ হরনাথ বাবুকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছিলেন, এবং হরনাথ বাবু ও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন, কিন্ত আনন্দনাথ বাবুর মাতুল প্রভৃতি ২।৪ জন নিকট আত্মীয় তাহাতে বাধা দেওয়ায়, হরনাথ বাবু আর পুনরায় বিবাহ করিলেন না বটে, কিন্তু তাহার অপব্যয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি হওয়ায়, অবশেষে প্রধান মন্ত্রনা দাতা দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া তিনি ৺কাশী ধামে চলিয়া যান, ইহা পূর্ব্বেই আনন্দনাথ বাবু, সেনদিয়া নিবাসী হিঙ্গু পিতাম্বর মহিমা চন্দ্র রায়ের ১মা কন্যা বামাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন, ইহার দুইবৎসর পর, নগেন্দ্র নাথ বাবুর সহিত সেনদিয়া বিষ্ণু, গৌরীনাথ মজুমদারের কন্যা সুখদা সুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়।

আনন্দ নাথ বাবুর প্রথম তিনটি সন্তান বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। এই সময় নগেন্দ্রনাথ বাবুর ১ম পুত্র যোগেন্দ্র জন্মগ্রহণ করে, হরনাথবাবু এই সময় শেষবার কাশী হইতে দেশে আসিয়া পৌত্রমুখ দেখিয়া জন্মের মত জপ্‌সা পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন।

এই সময় পণ্ডিত দীননাথ সেন মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া, জপ্‌সা গ্রামে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা হইতে ছিল। হরনাথ বাবু, বাঙ্গলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী ছিলেন। রাজারামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর, রাজনারায়ন বসু, স্কুলবুক সোসাইটির সকল পুস্তক গ্রহণ করিতেন, এই সকলই এবং নানাপ্রকার প্রাচীন

পুস্তক তাহার সংগ্রহালয়ে ছিল। এ সকল পুস্তক পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়া বাল্যকাল হইতে আনন্দনাথ বাবুর বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া ছিল, বক্তব্য সময়ে আনন্দনাথ বাবু ইহা ব্যতীত তখনকার প্রসিদ্ধ 'অবোধ বন্ধু' বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ' মিত্র প্রকাশ' "বঙ্গদর্শন" "জ্ঞানাঙ্কুর" "বান্ধব" আর্য্যদর্শন" ঢাকা হইতে প্রকাশিত "সদানন্দ" প্রভৃতির গ্রাহক ছিলেন। এই সকল যুবক সজ্যউক্ত দীননাথ সেন মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া ১২৮২ সনে "হিতৈষিণী" নামক একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন, হিতৈষিণীর আকার ছিল বঙ্গ দর্শনের মত, মাসিক ৩২ পৃষ্ঠা, এই মাসিক খানা বরিশাল সহরের, ঈশ্বর করের "সত্য প্রকাশ" যন্ত্রে ছাপা হইত। ইহার উদ্যোক্তা গণ, ও যাহারা পরিচালনা করিতেন তাহারা ছিলেন, দীননাথ সেন, সরকার বাড়ীর রামানন্দ সরকার মহাশয়ের দৈহিত্র বংশীয় (মূলঘড় ধন্বন্তরী) রজনীকান্ত সেন। আনন্দনাথ রায় দুর্গাপ্রসন্ন রায় মহিম চন্দ্র দাশ, প্রভৃতি।

কিন্তু পল্লীগ্রাম হইতে মাসিক পত্র প্রচার করা যে কতটা কষ্ট সাধ্য ব্যপারতাহা ভূক্তভোগি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, সম্ভবত ফরিদপুর জেলায়, ইহাই প্রথম প্রচারিত মাসিক পত্র (১) কিন্তু এইসময় বিক্রমপুরের বিখ্যাত টিপরার দলাদলীর ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিন সংখ্যা প্রকাশের পরে 'হিতৈষিণী' বন্ধ হয়। এই সময় বরিশাল হইতে মহাকবি জয়নারায়নের 'হরিলীলা' কাব্যেরও তিন ফর্ম্মা (১২ পেজী ডিমাই) ছাপা হইতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া যায়।

(১) যদিও ৺দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী সংম্পাদিত। **অবলা বান্ধব** নামক সাপ্তাহিক পত্রের কয়েক সংখ্যা ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে "লোনসিংহ" গ্রাম হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সাপ্তাহিক।

এইসময় ১২৮১ সনে মুকসুদপুরের মুন্সেফী আফিস উঠিয়া মুলকৎগঞ্জ থানায় পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ঐ সময়ে মূলকৎগঞ্জ [পোড়াগাছা] নদী সিকস্ত হওয়ার মুন্সেফীর আফিস সম্বন্ধীয় যাবতীয় সরঞ্জাম, কর্ম্মচারী উকিল ও মুন্সেফ বাবু রমেশচন্দ্র লাহিড়ী, জপসাতে সমাগত হন, এই স্থানটীও নদীর সমীপবর্ত্তী বলিয়া, অন্য স্থান নির্দ্দেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উহার কার্য্য ডোংসার গ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল বিশ্বেশ্বর দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে আরম্ভ হয়। তৎপর সুন্দীপ স্থান মনোনীত হওয়ায় তথায় আফিস সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সুন্দীপ বলিতে নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ সোণ দ্বীপকে লক্ষ্য করে বলিয়া উহার নিকটবর্ত্তী চিকন্দী গ্রামের নামানুসারে গঠন করা হইয়াছে। স্কুল, পোষ্টাফিস প্রভৃতিও চিকন্দী নামে চলিতেছে।

সে সময় টিপবার দলাদলীতে বিক্রমপুর সমাজে গোল যোগ আরম্ভ হয়। এই সময় জপসাতে একটি প্রকাণ্ড সাধারণ পাঠাগার স্থাপন হইয়াছিল, বহু পুস্তক এই লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল এ সময় হইতে আনন্দনাথ বাবু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বাবুর উপর জমিদারী পর্য্যবেক্ষনের ভার দিয়া প্রায় সাহিত্য চর্চ্চা লইয়াই থাকিতে ভাল বাসিতেন। আনন্দ নাথ বাবুর সময় দুষ্ট কর্ম্মচারিরা বড় বেশী দন্তস্ফুট করিবার অবসর পান নাই। (১)

প্রধান কারণ আনন্দ নাথ অতি রাশ ভারি লোক ছিলেন। কেহ হঠাৎ উহার সম্মুখে যাইয়া কিছু বলিবার সাহস পাইত না। কিন্তু হঠাৎ বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শন পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাহিত্য চর্চ্চা লইয়াই সময় কাটাইতে লাগিলেন। আর বিষয় কর্ম্ম দেখা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

(১) ফরিদপুর জেলাস্থ 'চাওচা' গ্রামের অধিবাসী 'বুয়র যুদ্ধ' প্রভৃতি প্রণেতা কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালামৃধা নিবাসী সাব রেজেষ্টারী

রজনীকান্ত সেন

রজনী কান্ত সেন, গুরুনাথ সেন ও বিপিন বিহারী সেন এই তিন ভাই, জপ্‌সাস্থ রামানন্দ সরকার মহাশয়ের দৌহিত্র গোষ্ঠী, এবং উক্ত সরকার মহাশয়ের সম্পত্তির কতক অংশের মালিক ছিলেন। ইহারা মূল ঘড়ের ধন্বন্তরী বিনায়ক বংশ। রজনী কান্ত দূর সম্পর্কে আনন্দনাথের মাসতুত ভাই ছিলেন। আনন্দ নাথ বাবু যাহা একটু পরামর্শ বা বৈষয়িক উপদেশ লইতেন, তাহা এই রজনী কান্ত সেন মহাশয়ের নিকট। ইহাদের মধ্যম ভ্রাতা গুরুনাথ সেন মহাশয় অকালে, বিবাহের পরই মৃত্যু মুখে পতিত হন। আবার, নগেন্দ্র নাথ বাবু ও বাবু বিপিন বিহার সেন পরস্পর নিতান্ত সুহৃদ ছিলেন। বাবু বজনী কান্ত সেন, অমায়িক অতি ভদ্র, এবং অসাধারণ সামাজিক সজ্জন ছিলেন। বিপিন বিহারী সেন বাঙ্গালা ভাষায় একজন যথার্থ সেবক ছিলেন। এই বিপিন বিহারী সেন মহাশয় অতি সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেন। তাহার রচিত বীর রমণী বা **লক্ষ্মীবাই** নামক একখানা ক্ষুদ্র কাব্য ছাপা হইয়াছিল। এতৎ ব্যতীত তিনি ঐ বীর রমণী পর্য্যায় এ আরও কয়েক খানা পুস্তিকা লিখিয়া ছিলেন। ৺রজনী বাবুর দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ সেন বর্ত্তমান কলিকাতা বহু বাজার অঞ্চলের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবিরাজ। কনিষ্ঠ নরেন্দ্র নাথ অপুত্রক, অসময়ে পরলোক গিয়াছেন। ৺বিপিন বিহারী সেন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র

চণ্ডীচরণ চৌধুরী, উকীল কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আনন্দ বাবুর বাল্য বন্ধু ছিলেন, ৺কালী প্রসন্ন বাবু একবার জপ্‌সা সরকার বাড়ীর ৺রজনী কান্ত সেন মহাশয়কে বলিয়া ছিলেন, "দেখুন আনন্দ নাথ যে কি প্রকারে এতদিন এইঋণ গ্রস্থ বিষয় রক্ষা করিয়া রাখিতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়।"



জিতেন্দ্রনাথ রায়।   রামেন্দ্রনাথ রায় (দণ্ডায়মান)
১৩১৬

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেন উপস্থিত কাশীতে তাহাদের নিজবাড়ী রামানন্দ সরকারের হাওলিতে আছেন। উপস্থিত কতক বৎসর যাবত, ইহারা কাজুলিয়া গ্রামে বাস স্থাপন করিতেছেন। যোগেন্দ্র নাথের দুই পুত্র অমল ও খোকা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্র নাথ বাবু

লোকে চিরকালই লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু লক্ষজনের মধ্যে, কয় জনের সে আশা পূর্ণ হইয়া থাকে? কিন্তু ভগবানের দয়ায় আনন্দ নাথ বাবু লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতা পাইয়াছিলেন।

১২৬৮ সনের শেষ ভাগে নগেন্দ্র নাথ বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য কাল হইতেই নগেন্দ্র নাথ বাবু নিতান্ত রুগ্ন ছিলেন।

নগেন্দ্র নাথ বাবুর মত সুশ্রী, সুপুরুষ খুব কম দেখা যায়। দীর্ঘ উন্নত দেহ, বিশাল চক্ষু তারকা উন্নত নাসিকা, উত্তম গৌরবর্ণ, দেখিবার মত ছিল। কিন্তু কষ্টদায়ক ব্যাধি অর্শ রোগে বাল্যকাল হইতে নগেন্দ্র নাথ বাবুকে আক্রমণ করায়, মাঝে মাঝে বড়ই কষ্ট পাইতেন।

সাত বৎসর বয়সে নগেন্দ্র নাথ বাবুর মাতৃ বিয়োগ হয়। মা'র মৃত্যুর কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। মাতার মৃত্যুর পর, প্রায়ই তিনি একাকী হইলেই, মাতার শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। বালকের এই ভাব দেখিয়া আত্মীয় স্বজন গণ বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন জিজ্ঞাসার উত্তরে বালক নগেন্দ্র নাথ বলিতেন, "দেখ আমি আমার মায়ের শাখা দুই গাছা দেখিতে যাই। মনে হয়, মা আমার ঐ শাখা হাতে বসিয়া আছেন।"

দেশে অল্প কয়েক দিন পড়াশোনা করিয়া,নগেন্দ্র নাথ বাবু এবং মধ্যম হিস্যার চন্দ্র কান্ত বাবু প্রভৃতি পাঠ করিবার জন্য ঢাকা সহরে যান। ইহার কয়েক বছর পর হরনাথ বাবু কাশী যাত্রা করেন। এই জন্য এবং নগেন্দ্রবাবুর শারিরীক অসুস্থতার জন্য ইহার পাঠ সমাপন না হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দ নাথ বাবু, তাহাকে ঢাকা

হইতে আনাইয়া বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত করান। বাল্যে নগেন্দ্র নাথ বাবু, ক্রিকেট খেলা ও ঘুড়ী উড়াইবার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। যৌবনে দেশে আসিয়া তিনি এক শিকার পাটি গঠন করেন। এই সময় জপসা গ্রামে আরও ২।১ টি শিকার করিবার দল ছিল, এবং জপসার পার্শ্ববর্ত্তী ৫।৭ মাইলের মধ্যে নানা প্রকার শিকার—যথা শূকর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পাওয়া যাইত। জপ্সা গ্রামের অন্যতম শিকারী "ছকাই দত্ত" বাঘ ধরিবার খাঁচা বা খোয়ার পাতিয়া প্রায় প্রত্যেক বৎসরই ২।৪টি চিতা বাঘ ধৃত করিত।

একবার শিকারের সময় অন্য দলের একজন কর্ত্তৃক একটি দুঃখ জনক ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায়, জপসাস্থ সকল শিকারী দলই শিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিল। নগেন্দ্র নাথ বাবুকে ও দল বিছিন্ন করিয়া দিতে হইল। প্রসন্ন মণ্ডল নামক নগেন্দ্রবাবুর এক জন শিকারী ছিল, সে কোন বড়মিস্ত্রি অথবা কোন বড় কারখানায় কিছু শিক্ষা করিয়াছিল না, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিও প্রত্যুত পন্নমতীর জন্য কালে সে একজন প্রসিদ্ধ যন্ত্র শিল্পি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, গাদা বন্দুক নাড়াচাড়া করিতে করিতে প্রসন্ন এত সুদক্ষ হইয়াছিল যে ম্যাণ্টন প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত বন্দূক নির্ম্মাতা গণের মূল্য বান রাইফেল প্রভৃতি সে সহজে মেরামত করিতে পারিত। জপসা গ্রাম নদী কর্ত্তৃক ধ্বংশ হইলে প্রসন্ন মণ্ডল নিকট বর্ত্তি বিঝারী গ্রামে বাস স্থাপন করে। যতদিন নগেন্দ্র নাথ বাবু জীবিত ছিলেন, ততদিন এই বিশ্বাসী প্রসন্ন প্রায়ই আসিয়া নগেন্দ্র নাথ বাবুর সহিত দেখা করিত।

নবীন জমিদার যেমন প্রজাপালন করিতেন, তেমন শাসনও করিতেন কড়া ভাবে, কিন্তু নগেন্দ্র নাথ বাবু ছিলেন কোমল হৃদয় অপরের বেদনা বুঝিতেন খুব এবং বন্ধুত্বের নাম করিয়া যে স্বার্থপরগণ তাহাদের কাজ

হাসিল করিতেছে তাহা বেশ বুঝিতেন, অথচ চক্ষু লজ্জায় কাহাকে ও কিছু বলিতে পারিতেন না।

ইতি মধ্যে বিক্রমপুর অঞ্চলে "টিপরার দলাদলি" আরম্ভ হইল।

১১৮৬।৮৭ সনে, ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় লইয়া বিবাদ হওয়ায় তাহা দলাদলিতে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়ের পাঠক গণ এই দলাদলির ভয়াবহ বিষম ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু এই দলাদলীতে ঢাকা বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চল সে সময় মৎস্য ন্যায়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। জপসাগ্রামেও এই দলাদলির বিষ হাওয়া প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, নগেন্দ্র নাথ বাবুদের জনৈক কুটুম্বের পুরোহিত নাকি এই ত্রিপুরার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখান হইতে পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করায়, এখানকার যাহারা ত্রিপুরা রাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে ছিলেন, তাহাদের সহিত আহারাদি বন্ধ হয়, এই সময় মহেশ ঠাকুর নামা জনৈক ব্রাহ্মণ, গোপী রমণ প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর পূজক ছিল, একদিন সে যখন মহাপ্রভুর বাড়ীতে পূজার জন্য উপস্থিত হয়, তখন নাকি অপর দলের প্ররোচনায় মহাপ্রভুর মহান্ত গোবিন্দ দাস বাবাজী, মহেশ পুরোহিতকে পূজা করিতে না দেওয়ায় বিবাদ ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়। ক্রোড়ী রামমোহনের বংশধর ৺হর চরণ রায় ক্রোড়ী, ছোটহিস্যার বরাদা কান্ত বাবু ও নগেন্দ্র নাথ বাবু, এই বিবাদে এক পক্ষের নেতৃত্ব করেন। গ্রাম্য দলাদলীর ফল যাহা হয়. নানা অন্যায়, কোন কোন মানীর অপমান ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাপারে মাম্‌লা মোকদ্দমা আরম্ভ হয় ইহাতে এই কয়জন একেবারে জেদের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃই ঋণ দায়ে আবদ্ধ হইয়া নানারূপ মামলা মোকদ্দমা করিয়া চলিতে লাগিলেন, হরচরণ রায় ক্রোড়ী মহাশয় বলিয়াছেন, "দেখ, এই ব্যাপারে,

কতিপয় কুপরামর্শ দাতার কথায় আমরা নানা রূপ জোর জুলুম যেমন করিয়াছি, ফল ও সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছি। বরদাকান্ত সর্ব্বসান্ত, হইয়া যায়, আমি (হরচরণ রায়) সর্ব্বসান্ত হইয়া বরিশালে প্রস্থান করি, এবং সেইবছর শারদীর পূজার সপ্তমি পূজার দিন হঠাৎ 'নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মৃত্যু হয়, যে তিনজন শ্রদ্ধনীয় ব্যক্তিগণকে আমরা অপরের পরামর্শে অশ্রদ্ধা ও অপমান করিয়াছিলাম তাহাদের অভিশাপ এই ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল।"

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বাবু বলিতেন 'যে যদি আমরা প্রথম প্রথম তাহাদের কৃত সামান্য অপমান গুলি উপেক্ষা না করিয়া প্রথম হইতেই, উহাদের বাধা প্রদান করিতাম', তবে আর উহারা আমাদের এতটা অপমান করিতে পারিত না, পরে বাধ্য হইয়াই উহাদের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করায় উহারা আর পরে কখনও অপমান বা উপেক্ষা করিতে সাহস করে নাই।'' যাহা হউক এই অপ্রিয় ব্যাপারের বিশেষ রূপ আলোচনা না করাই ভাল।

১২৮৮ সনে এই বিষব লইয়া **সাময়িক সমালোচনা** নামক এক খানা পুস্তক প্রচারিত হয়। উহার **সমালোচনা** নামক গ্রন্থ ১২৮৯ সনে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আমরা কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ইহাদেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, কতদূর ব্যাপক ভাবে এই দলাদলি বা পরস্পরের বিদ্বেষ চলিয়াছিল।

"ত্রিপুরা জেলায় এক অদ্ভুত সামাজিক ম্যালেরিয়া সংক্রামতা সহকারে, ক্রমে, মেঘনা, বুড়ীগঙ্গা", ধলেশ্বরী ও পদ্মা নদী পার হইয়া বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থলে বিস্তীর্ণ হইল। বিক্রমপুরস্থ তার পাশা সমাজের প্রধান প্রধান কুলীন তন্ত্রের প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় মহাশয়গণ, বাঘিয়া সমাজের অনেক কুলীন, কালী পাড়ার বাবুগণ, মালখা নগরের বসু ও ইদিল-

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



৺পারুল দেবী, জন্ম ১৩২৪, মৃত্যু ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৪
ও
শ্রীমান বিমলরঞ্জন দাশ

পুরের কতিপয় চৌধুরী জমিদার প্রভৃতি, কায়স্থ কুলীন মহোদয়গণ, রাজনগরের মহারাজ রাজবল্লভের কোন কোন বংশধরগণ, এবং রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধরগণ, জপ্‌সার বাবুগণ ও সারার সন্মানিত ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ, এবং ভাগ্যকুলের খ্যাতনামা কুণ্ড বাবুগণ, পার জোয়ারস্ত ব্রাহ্মণ কিত্তা, শাক্তা, প্রভৃতি স্থানের ঢাকা নগরস্থ সামাজিক গণ এই ব্যপক সামাজিক রোগের চিকিৎসার প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ভরসাকরি অতি অল্পদিন মধ্যেই সমাজ পূর্ব্ববৎ স্বাস্থময় শান্তি বিরাজিত হইবে। (৯১ পৃষ্ঠা সাময়িক সমালোচনার সমালোচন ও মিমাংসা।)

১২৮৯।৯০ সনে এই দলাদলি মিটিয়া যায় বৃথা কতকগুলি লোক পরষ্পর বিদ্বেষী হইয়া এবং অনেক অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট করিলেন কেহ কেহ সর্ব্বশান্ত হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আনন্দনাথ বাবু কনিষ্ঠ নগেন্দ্রনাথের উপর বৈষয়িক ভার দিয়া বাবু সাহিত্য আলোচনা করিতেই ভাল বাসিতেন। এই গোল মালের কিছুদিন পরই ১২৯৩ সনে কীর্ত্তিনাশা নদী জপ্‌সা গ্রাম আক্রমণ করে, গ্রামনদী গর্ভস্থ হইলে কোথায় পাওয়া যায় ইহা সমস্যার বিষয় হইল, পরে যখন যথার্থই ১২৯৪ সনের আষাঢ় মাসে ছয় হাবেলী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, তখন, জপ্‌সার অন্তঃপতিঃ লক্ষ্মীপূড়া নামক গ্রামে শ্রীরাম সেন বংশ ব্যতীত অপর সকলে আসিয়া অস্থায়ী বাসস্থান (পাত্‌নাদিয়া) স্থাপন করেন। শ্রীরাম সেনের বংশধরগণ ভোজেশ্বর নামক স্থানে পাত্‌নাদেন।

জপ্‌সা নদী গর্ভস্থ হইলে, আনন্দনাথ বাবুদের পরিবার বর্গ তাহারা কলিকাতায় নৌকা পথে পাঠাইয়া দিলেন। এবং লক্ষ্মীপূড়া বাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিবার জন্য দুই ভ্রাতা রহিলেন এই সময় যখন দেব-বিগ্রহগুলি উঠাইয়া আনা হয়, তখন লালা জয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিব বিগ্রহের

উত্তোলন করার পর তন্নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সুবর্ণ নির্ম্মিত বাটী পাওয়া গিয়াছিল। যখন লালা রামপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ৺অভয়াদেবীর বিগ্রহ ঘট মূর্ত্তি উঠাইবার জন্য, কুলগুরুদেব ৺কালীনাথ গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘট উঠাইবামাত্র, নাকি নিম্ন হইতে কোন বস্তু হঠাৎ সরিয়া যাইয়া পদ্মাগর্ভে বিলীন্ন হইয়া যায়। ঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকি তখনই আনন্দনাথ বাবুকে বলিয়া ছিলেন, "আনন্দনাথ আমি আর জপসা ফিরিব না, এই আমার শেষ জপসা দর্শন, তবে তোমারও শীঘ্রই কোন শোক পাইতেই হইবে।

বাস্তবিক ৺কালীনাথ ঠাকুর মহাশয় আর জপসা আসেন নাই, ইহার কিছুদিন পরই তাহার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় এবং বৎসর মধ্যেই আনন্দনাথ বাবুর স্ত্রী বিয়োগ হয়।

নৌকা পথে, আনন্দনাথ বাবুর স্ত্রী, নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী, আনন্দনাথের পুত্রও নগেন্দ্র বাবুর দুইপুত্র, ৺তিলক মুন্সি মহাশয়, রাম পণ্ডিত, রোহিন্না, জগাই সিকদার, দীননাথ এবং মূলঘড় পথে, মূলঘড় হইতে আনন্দনাথ বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী বসন্তদেবীকে লইয়া, মাদারীপুর, পিরোজপুর, বাগেরহাটের পথে খুলনা হইয়া ইহারা কালীঘাটে উঠিয়া সাহানগরে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলেন। এই বাড়ীতে ১২৯৫ সনের ভাদ্র মাসে দুর্ব্বাষ্টমীর দিন একটি কন্যা প্রসবের পরেই, আনন্দ-বাবুর স্ত্রীও নব প্রসূত কন্যটি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন আনন্দনাথ বাবু বা নগেন্দ্রনাথ বাবু কেহই কলিকাতায় ছিলেন না। মাত্র মধ্যম হিস্যার উমাকান্ত বাবুও মূলঘড় নিবাসী আনন্দ নাথ বাবুর এক মামাতো ভাই ছিলেন। আনন্দনাথ বাবুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইহারা শেয়াল দহ হইয়া গোয়ালন্দ এবং তথা হইতে 'হাসেরকান্দী ষ্টিমার ষ্টেসন হইয়া লক্ষ্মীপুড়া বাড়ীতে আগমন করেন। ১২৯৬ সনে আনন্দনাথ বাবু ২য় বার দার পরিগ্রহ করেন।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



৺ আনন্দনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র

৺শৈলেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

মৃত্যু—১৭ই ভাদ্র, ১৩৪২

আনকনরিহরেআত্তানী:। তাবিজাই যথাআছেহইয়াজোগানী:॥ শুদ্ধ অঙ্গেছাই মাঙ্গিজটাকারিবেশে:। প্রাননাথমাত্রিকাকারীকে
দিলেশে জেঅঙ্গেসবুক্ষসথামীদিয়াছজতনে:। মেঅঙ্গেমাখিবছাই তোমারকারনে:॥ জোদিশ্রিকেশেতে বোনিবান্ধিছ এক্ষী
অঙ্গেজটাজরকারিহইবজোগানী:॥ সিতুতয়েজেবুকেতেথাকাইচ্ছাগ:। মীদারিবসেবুককরিয়াবজ্রাঘাত:॥ জেকঙ্কনকবোদি
যাইগাক্ষাধমনে:। সেকঙ্কনসুতনকরিয়াদিবকানে:॥ অত্যেমময়শাপ্রতিজ্ঞাশাপ্রকরি:। মনেকরিহরিশ্ববিহইদেশান্তরি:॥
তাতেমাতাপ্রতিবন্ধবাইরহৈতেনারি:। নাহিচিনেশাম্প্রানসংযমানিপূরি:॥ আরঅবস্থাস্পধনাবিষমযৌবন:। একাইয়ানে
যাকিরিদয়রজেমন:॥ কতেকবোরিরগ্রন্থেবাসিত্বকাইয়া:। তোমাশোকেসেইনীতিজাইছেবাইয়া:॥ এইকথেবিগাপরমানি

৺রুক্মিণীকান্ত বাবুর ২য়া পত্নী স্বর্গীয়া ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর হস্তাক্ষর

লক্ষ্মীপুড়া জপসার পার্শ্ববর্ত্তী হওয়ায় আত্মীয় স্বজন, নফর, লোকজন প্রভৃতির সুবিধাও ছিল। কিন্তু পদ্মার দৃষ্টি এই ১২৯৬ সনে আবার এই লক্ষ্মীপুড়া ও নদীর গ্রাসে পতিত হওয়ায় ইহারা মসুড়া নামক গ্রামে, বাসস্থাপন করেন।

পূর্ব্বে জপসাগ্রামে, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুকরণে জপসা আর্য্য নাট্য সমাজ নামে এক নাট্যসংঘ স্থাপিত হইয়া মাইকেলের 'পদ্মাবতী' অভিনয়ার্থ নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহার উদ্যোক্তা গণ আর অভিনয় করিতে পারেন নাই, পরে লক্ষ্মীপুড়া গ্রামে, সরকার বাড়ীর, বিপিন বিহারী সেন ও নগেন্দ্রনাথ বাবুর সম্মন্ধী অন্নদাচরণ মজুমদারের চেষ্টায় মৃণালিণী নাট্য অভিনীত হয়। সাজ সজ্জায় ইহারা যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন।

মসুড়া গ্রামে ইহারা পাতনা দিলেন, কিন্তু ইহাদের কতক অংশ, দেওভোগ নামক গ্রামে যাইয়া বাড়ী করিলেন (ভবানীচরণ রায় প্রভৃতি)

আবার ভোজেশ্বর হইতে শ্রীরামসেনের বংশাধরগণ মসুড়া গ্রামে আসিয়া মিলিত হয় এই মসুড়া গ্রামে ৺তারাকান্ত রায়, এবং সরকার বাড়ীর শশীকুমার সেন, ৺প্রিয়নাথ সেন M. A. প্রভৃতির চেষ্টায় পলাশীরযুদ্ধ, বিবাহ বিভ্রাট অভিনীত হয়।

১৩০১ সনে অক্রুর চন্দ্র সেন নামক এক জন স্কুল ইনেস্‌পেক্টার, আগমন করেনা ৺হরনাথ বাবু যে মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়া ছিলেন নদী কর্ত্তৃক বার বার ধ্বংশ হওয়ায় ইহা তখন 'ছাত্র বৃত্তি' স্কুলে পরিণত হইয়াছিল এসময় পর্য্যন্তও ৺দীননাথসেন, মহাশয়— প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দীননাথ সেন মহাশয় অতিশয় চরিত্রবান লোক ছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তাহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। জপ্‌সা গ্রাম মাইনর স্কুল স্থাপন হইলে, তিনিই প্রথম এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হন। অর্থের অভাবে পড়িয়া তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই।

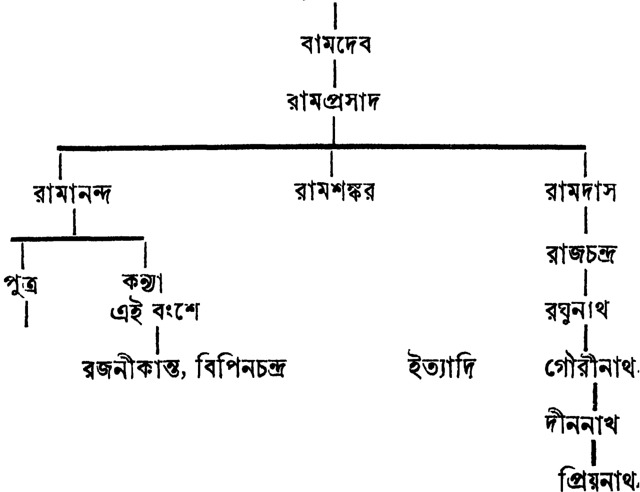
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দীননাথ সেন

ইতি পূর্ব্বে রামানন্দ সরকারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি জপ্‌সা গ্রামে, দেওয়ান কৃষ্ণরাম প্রতিষ্ঠিত মকতবে—সুশিক্ষা লাভ করিয়া কালে নবাব সরকারে খরচের সেরেস্তায় প্রধান মুহুরী হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জপ্‌সা গ্রামই বসতি স্থাপন করিয়া অট্টালিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। তাহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল রামশঙ্কর ও রামদাস, ইহারা বিশেষ কোন কাজ করিতেন না।

মধ্যম রামশঙ্করেয়, বংশধর গোপাল সেন, চন্দ্র কুমার ও শশী কুমার সেন। এবং তৃতীয় ভ্রাতা রামদাসের চতুর্থ স্থানীয় এই দীন নাথ সেন মহাশয়।

দীননাথ বাবুর ১ম পুত্র পরেশ নাথ সেন, জোড় হাট স্কুলের হেড মাষ্টার ২য় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রিয়নাথ M. A. D. L. P. R. S. ৩য় যোগেশ সেন ডাক্তার এবং কনিষ্ট জিতেন্দ্র সেন।



১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী-বাসন্তী-পঞ্চমীতে সরকারদের জগ্গার বাড়ীতে প্রিয়নাথের জন্ম হয়।

কৈশোরেই প্রিয়নাথ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। জগ্গাবিদ্যালয় হইতেই প্রিয়নাথ মাইনার পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ইংরেজী সাহিত্যে ঢাকা বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ঢাকায় আসিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ মধ্যে চতুর্থ স্থান লাভ করেন।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া প্রিয়নাথ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ্ এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি পাঠে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন, সুতরাং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি এফ্ এ পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই পরিক্ষায় প্রিয়নাথ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া ডফ্ সাহেবের বৃত্তি ও গোয়ালিয়রের স্বর্ণ পাদক লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতেই তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত অনারে প্রথম বিভাগে এবং দর্শনের অনারে দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর যে সমস্ত ছাত্র বি-এ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রিয়নাথের নম্বর সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়া তিনি বর্ত্তমান ও ঈশান এই উভয় বৃত্তিই লাভ করিয়াছিলেন। যাহারা বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনারে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাঁহারা "রাধাকান্ত স্বর্ণপদক" প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রিয়নাথের ভাগ্যে এবার ঐ স্বর্ণপদকলাভও ঘটিয়াছিল।

১৩০১ সনে তিনি দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে এফ্ এ পাশ করিয়া

সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে তিনি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রেরা ইংলণ্ডে পড়িবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট প্রিয়নাথকে সেই বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইতে চাহিলে, তদীয় জননী প্রিয়নাথের বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। সুতরাং তাঁহার আর বিলাত যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এই সময় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ঘোষণা করেন যে, কেহ বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রিয়নাথ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বেদান্ত-শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এজন্য দীনবাবু তাঁহাকে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন। প্রিয়নাথ পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করতঃ তৎসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যপরিষৎ-সমীপে পাঠাইয়া ছিলেন; বিচারে প্রিয়নাথের ও দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাঙ্খ্যতীর্থের লিখিত দুইটী প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট বলিয়া ধার্য্য হওয়াতে, প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকার অর্দ্ধেক প্রিয়নাথ ও অর্দ্ধেক দুর্গাচরণ লাভ করেন। প্রিয়নাথ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম "অদ্বৈতবাদবিচার। পণ্ডিতসমাজের মতে প্রিয়নাথ এই প্রবন্ধে যথেষ্ট বিদ্যাবর্ত্তাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ বিচার পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া, প্রিয়নাথ "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" বৃত্তি ও "মডেয়েট" পদক লাভ করেন। তখন "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" বৃত্তির মূল্য আট হাজার টাকা

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "ঢাকার ইতিহাস" লেখক
শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়, বিদ্যার্ণব

ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" বৃত্তিধারীকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন মৌলিক বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে হয়। তদনুসারে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রিয়নাথ বেদান্তসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন; মহামহোপধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং সুধীবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহা পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই প্রবন্ধে লেখক প্রচুর অনুসন্ধিৎসা এবং বৈদান্তিক ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আইনে অনার পাশ করিয়া "হিন্দু আইনে নিষেধবিধি" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। ইহার ফলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রিয়নাথকে 'ডাক্তার" উপাধি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত উপাধি দেওয়ার নিয়ম আছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ উপাধি।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রিয়নাথকে "ঠাকুর আইন" অধ্যাপকের পদের বরণ করিলে, তিনি "হিন্দু ব্যবস্থা বিজ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সংকল্পিত বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস হইতেই তিনি সেই বক্তৃতা পাঠ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় দুরন্ত কাল আসিয়া ইতি মধ্যে তাঁহাকে গ্রাস করিল! সুতরাং তিনি আর বক্তৃতা পাঠ করিতে পারিলেন না। "বেঙ্গলী" পত্রের সম্পাদক ঐ বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত হিন্দু আইন সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রিয়নাথ বাবুর লিখিত প্রবন্ধে তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রিয়নাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculy of Law and Board of Stude in law সদস্যপদে বরিত ছিলেন এবং তদবধি কয়েকবার বি-এল পরীক্ষার পরীক্ষকের কার্য্যও করিাছিলেন।

Calcutta Law Journal নামক পত্রিকায় প্রিয়নাথ Interpretation of Pramisis" আখ্যা দিয়া ইংরাজীভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহার শাস্ত্রবৎ Sir Frederich Polloce সাহেব Quarterly Review পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

The subtiety of Hindu Lawyears is amply capadle if finding a new field in the commou law.

প্রিয়নাথ সর্ব্বশুদ্ধ ৮।৯ বৎসরকাল কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিয়াছেন। এই অল্প সময়-মধ্যেই তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যবহার-জীবী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিলে তিনি যে উকিল-সম্প্রদায়-মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতেন, এবং কালে জজিয়তী-পদে উন্নীত হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এত বিদ্যাবর্ত্তা সত্ত্বেও প্রিয়নাথ অতিশয় বিনয়ী ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি কখনও বিজ্ঞতা ফলাইয়া বাহাত্বরী নিতে প্রয়াস পাইতেন না। আত্মপ্রকাশ করিতে তিনি সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইতেন। প্রিয়নাথের সংশ্রবে আসিলে সকলেই তাঁহার মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

'নির্ম্মাল্য' নামক মাসিক পত্রে, বরপণ ও কন্যাদায়, 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও ভারতীয় নীতি বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে প্রিয়নাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিয়মিতরূপে সন্ধ্যা অহ্নিক করিতেন, এবং হিন্দুর অখাদ্য খাইয়া কখনও সামাজিক

রীতির উল্লঙ্ঘন করেন নাই। পিতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিসীমা ছিল না। পিতা যখন যে আদেশ করিতেন, প্রিয়নাথ তাহা সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিতেন।

প্রিয়নাথের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। এম্ এ পরীক্ষা দিয়া প্রিয়নাথ বাড়ী আসিলে (১) গ্রামস্থ কতিপয় যুবক তাঁহার নিকট "পলাশীর যুদ্ধ" অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন। প্রিয়নাথ তাহাতে সম্মত হইয়া স্বয়ং ক্লাইভের অংশ অভিনয় করেন। বলা বাহুল্য, দর্শকবৃন্দ তাঁহার অভিনয়নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রিয়নাথের একটি কন্যা পরলোক গমন করে। তিনি এই বালিকাকে স্নেহ করিতেন, সুতরাং কন্যার মৃত্যুতে তাঁহার শোকের অবধি ছিল না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রিয়নাথ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার জ্বর হইয়াছে মনে করিয়া, সেই ভাবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু অল্প সময়-মধ্যেই প্রকাশ পাইল যে তাঁহার তলপেটে ব্রণ হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া তাহাতে অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয় দাঁড়াইল। মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে পিতাকে শিয়রে বসিয়া-চণ্ডীপাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতা ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া তদ্গতচিত্তে চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষুপুত্র ভক্তিভরে তাহা শুনিতে শুনিতে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিতে অমর ধামে চলিয়া গেলেন। হতভাগ্য বৈদ্যজাতি ও বঙ্গদেশে একটী মহারত্ন হারাইলেন।

প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স সাহেব প্রিয়নাথের মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ্য আদালতে বলিলেন :—

(১) তখন জপ্‌সা, গ্রাম নদী গর্ভস্থ ইহারা বর্ত্তমান মগুড়া গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন।

দুইদিন হইল আমি ডাক্তার প্রিয়নাথ সেনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতিগণই এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। প্রিয়বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র-স্বরূপ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং হাইকোর্টের উকিলরূপেও তিনি সেই কৃতিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সমস্ত গুণ থাকিলে বিচক্ষণ আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়, প্রিয়নাথের সে সমস্ত গুণই ছিল এবং এজন্য হাইকোর্টের বিচারপতিগণ সকলেই তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে আরও কিছুকাল জীবিত রাখিলে তিনি যে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রিয়নাথ-বাবুর ন্যায় একজন সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবের মৃত্যুতে যে পর্য্যন্ত আমি যে কি মানসিক যাতনা ভোগ করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে।"

পরলোক গমনের সময় প্রিয়নাথের বয়স ৩৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই অল্পবয়সে বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান আদালতে বর্ত্তমান যুগে এরূপ প্রতিষ্ঠা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? প্রিয়নাথ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে অনেক মোকদ্দমাতেই সওয়াল জবাব করিতেন ববং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহার যুক্তি ও তর্ক শুনিয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। প্রিয়নাথের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গদেশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া গিয়াছে।

উক্ত মাইনার স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন।

দুর্গামোহন রায় কবীন্দ্র

দুর্গামোহন রায়, মহাশয়, বরদাকান্ত বাবুর সুহৃদ ছিলেন দুর্গামোহন রায় কবীন্দ্র মহাশয়কে আনন্দনাথ বাবু ও নগেন্দ্রনাথ বাবু নিজ

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



প্রসিদ্ধ ভারত নেতা—মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মান্য করিতেন, বস্তুত, যতদিন দুর্গামোহন রায় মহাশয় জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি এই সুহৃদ ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর অবশ্য অবস্থা বৈগুন্যে আর সে ভাব রহে নাই।

দুর্গামোহন রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা স্বনাম ধন্য, যতীন্দ্র মোহন রায়। তিনি কুল শাস্ত্রজ্ঞও বটেন। জপসাস্থ বলভদ্র বংশে, এখন একমাত্র যতীন্দ্রমোহন রায়ই যাহা কিছু কুলশাস্ত্র অবগত আছেন।

দুর্গামোহন রায় কবীন্দ্র মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীমনীন্দ্রমোহন রায়, M-A. বার্ম্মাদেশে তৈলের খনিতে কাজ করেন, খনিতত্ত্ব অভিজ্ঞ।

৩য় পুত্র নরেন্দ্রমোহন রায় M. A. ইন্‌সিওরেন্স এর ব্যবসা করেন।

দেওভোগে যাহারা বাড়ী করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে উল্লিখিত ভবানীহরণ রায় মহাশয় বরিশাল সহরে শ্রেষ্ঠ মোক্তার ছিলেন, তিনি বহু টাকা উপার্জ্জন করিতেন, এবং তাহার বরিশালস্থ বাসা বাড়ীতে বহু সংখ্যক ছাত্র, আত্মীয় স্বজন প্রতিপালিত হইত। ইহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন জ্যেষ্ঠ ৺গিরিশচন্দ্র রায়, ৩য় ৺অম্বিকা চরণ রায় ডাক্তার ছিলেন। লক্ষীপূড়া নদী গর্ভস্থ হইলে ইহারা দেভোগ নামক গ্রামে যাইয়া অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের অপর নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য ইহার শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। (ইহার পর স্কুল উচ্চপ্রাইমারী হয়, এবং একমাত্র বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য ইহার শিক্ষক থাকেন)

অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্কুলপাঠ্য কবিতা কলাপ, প্রভৃতি পুস্তক এবং 'জলাঞ্জলী' নামক একখানা উপন্যাস ও "ছেলেখেলা" নামক (বালকদের গৃহ পাঠ্যপুস্তক) প্রভৃতির গ্রন্থকার ছিলেন।

অক্রুরবাবু প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক সংবাদ রাখিতেন।

দীননাথবাবু, অক্রুর বাবুকে এই সময় আনন্দনাথ বাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আনন্দনাথ বাবুর নিকট রামগতি, জয়নারায়ন, আনন্দময়ীর বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ও লালা রামগতি সংগৃহিত বহু সংস্কৃত পুস্তক দেখিয়া অক্রুরবাবু এইগুলি, এসিয়া টিক সোসাইটির পুস্তকালয়ের জন্য চাহেন, কারণ তাহা হইলে এগুলি রক্ষা পাইবে এবং বাঙ্গলা কাব্যগুলি যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহার জন্য ও চেষ্টা করিবেন বলেন, যথার্থই তিনি লালা রামগতি কৃত "মায়া তিমির চন্দ্রিকা খানা জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভা হইতে ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বশতঃ তাহা প্রকাশ হইবার সুযোগ হইয়া উঠিল না। অক্রুর বাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণেতা সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্রসেন মহাশয়কে এক এক খানা কাব্যগ্রন্থ প্রদান করিয়া ছিলেন এবং পণ্ডিত দীনেশচন্দ্রসেন তাহা, তাহার অমর সাহিত্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করায়, কবি ও কাব্যগুলির প্রচার হইয়াছে।

এই সময় বিপদের উপর বিপদ নগেন্দ্রনাথ বাবুকে আক্রমন করে দেশে ভয়ানক কলেরার প্রকোপে তাহার প্রথমা কন্যা সুকুমারি (মটর কলেরা রোগে মারা যায়। ঢাকাতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া নগেন্দ্র বাবু দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, পোগজ স্কুলে পড়িত, কন্যার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে তাহারও কলেরার মৃত্যু হয়। নগেন্দ্রনাথ বাবু তখন তাহাদের জমিদারী বরিশালে ছিলেন, কাজেই টেলিগ্রাম পাইয়া আনন্দ বাবু ঢাকা যাইয়া আর উহাকে জীবিত দেখিতে পান নাই। (শ্রীযুক্ত রজনী বাবুর একটি পুত্রও এই সময়ে কলেরায় মারা যায়)।

পূজার সময় নগেন্দ্র নাথ বাবু দেশে ফিরিলেন, বাড়ীময় হাহাকার, পড়িয়া গেল কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ক্রন্দন দেখিয়াও তিনি তাহার পদ ধূলী লইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অশ্রুবর্ষণ না

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত রজনীকান্ত গুপ্ত (নগর, ফরিদপুর)

করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন, জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কোন প্রকার চঞ্চলতা দেখাইলেন না। তখন রুদ্ধ শোক স্রোতে নগেন্দ্রনাথ ভাঙ্গিয়া পরিলেন। সুহৃদ বিপিনবিহারী এবং চন্দ্রকান্ত রায় প্রভৃতি, এবং মধ্যম হিস্যার জ্যেঠাই মা গণ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন কিন্তু এ সকল শোক সান্ত্বনার অতীত। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর বিপদ এই সময়েই শেষ হয় নাই। সে বৎসর পূজার পর নগেন্দ্রনাথ বাবুর পত্নী ঐ দুরন্ত কলেরা রোগেই মৃত্যু হয়। (১২৯৯) একমাত্র পুত্র রামেন্দ্র ও একমাত্র কন্যা হেমন্ত তখন ছিল। হেমন্তকে হেমন্তের মাসী (তারা প্রসন্ন রায় মহাশয়ের পত্নী) পালন করিতেন। হঠাৎ একদিন হেমন্তের মৃত্যু হয়।

১৩০১ সনে নগেন্দ্র নাথ বাবু ডোমসার ধর্ম্মাঙ্গদ, রজনীকান্ত সেনের কন্যা চপলাদেবীরে পাণি গ্রহণ করেন।

ইহার পর মসুড়া গ্রাম আবার পদ্মানদীর লুব্ধ দৃষ্টিতে পতিত হওয়ায়, ফতেজঙ্গ পুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী নগর গ্রামে ইহারা বাসস্থান ঠিক করেন।

শ্রীযুত রজনীকান্ত

জপ্‌সা গ্রামের কামদেব গুপ্তের অন্যতম বংশধর ৺চন্দ্রমোহন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত দুই সহোদর। অনুমান ১২৬৩ সনের প্রথম ভাগে রজনী বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই রজনী কান্ত বাবু অতি মেধাবী ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি পাশ করিয়া উকিল হইয়া ঢাকা সহরের মত স্থানে অন্যতম প্রধান উকীল হইয়াছিলেন। পাঠ্য অবস্থায় নানা অবস্থার বিপর্য্যয়ে তিনি ঢাকা পোগজ স্কুলে মাষ্টারী করিয়া ওকালতী পাশ করেন। এই সময় ১৩০২।৩ সনে তিনি এই নগর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন স্থান তিনি ইজারা গ্রহণ

করেন। তিনি উপার্জ্জন করিয়াছেন, বহু সহস্র সহস্র মুদ্রা, এবং দান ও অন্নদানে ব্যয়ও করিয়াছেন যথেষ্ট, দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ে যাহাতে যুবকগণ, মানুষ হইতে পারে, এ জন্য বহু সহস্র টাকা তিনি ব্যয় করিয়াছেন। অথচ নাম প্রচারের জন্য কেহ তাহাকে কখনও চেষ্টা করিতে দেখে নাই। বর্ত্তমান নগর গ্রাম প্রতিষ্ঠা তাহার অর্থে, তাহার চেষ্টায়ই গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের দুই পুত্র কনিষ্ঠ হেমরঞ্জন, মিষ্ট ভাষী, সামাজিক, ইনি ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায়েব পুত্র প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের (সেন) সহিত কয়লার ব্যবসা করিতেন, উপস্থিত তিনি অসুস্থ্য। নিজেদের বিষয় কার্য্য পরিদর্শন করেন।

রজনী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুপ্ত, আদর্শ চরিত্র, এবং অদর্শ ব্যবসায়ী। কোন রূপ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা বা স্বার্থ পরতা, মনোরঞ্জন বাবুর মনেও স্থান পায় না। অপরের উপকার করিতে পারিলে মনোরঞ্জন বাবু কখনও তাহা উপেক্ষা করেন না।

ব্যবসায়ে ঘাত প্রতিঘাত আছেই। আমাদের বাঙ্গলার যে সকল মহাত্মা, ব্যবসায় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাহাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম জীবনে, একের পর আর, নানা ভাবে কি প্রকারে তাহারা ব্যবসায়ে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছেন, শেষে চরিত্র বলে কর্ম্মদক্ষতায়, তাহারা জয়লাভ করিয়াছেন, আমাদের দৃঢ় ধারণা শ্রীযুত মনোরঞ্জন বাবু ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সুনাম এবং অর্থ ও ক্ষমতা লাভ করিবেন। কারণ তাহার মত চরিত্র বান্ উচ্চমনার জয়লাভ অনিবার্য্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নগেন্দ্রনাথ রায়

নগর, গ্রামে বাসস্থান ঠিক হইল বটে, অনেকেই কিন্তু প্রথম এস্থানে আসিবার বিশেষ মত করেন নাই, ৺শ্রীরাম সেনের কুলোদ্ভব নানা ভাষা অভিজ্ঞ ৺আনন্দকুমার রায় এবং রঘুনন্দন বংশোদ্ভব ৺হরকিশোর রায় মহাশয়, নগর গ্রামে আসিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। (হরকিশোর রায় মহাশয়ের চারিপুত্র ১ম যজ্ঞেশ্বর ২য় হেমেন্দ্র নাথ, ৩য় প্রফুল্ল নাথ ৪র্থ স্বদেশ রঞ্জন) শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু বরিশাল জেলাস্থ 'ভোলা' মহকুমার একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার)।

৺দুর্গামোহন রায় মহাশয় এই নগর গ্রামে আসিবার জন্য আনন্দনাথ. নগেন্দ্রনাথবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, বলা বাহুল্য তখন পর্য্যন্তও আনন্দনাথ বাবুর মতামতের উপরই অন্ততঃ নিজ পল্লীর অনেক নির্ভর করিত। ১৩০৩ সনের শ্রাবণ মাসে গমুড়া হইতে ইহারা নগর গ্রামে বাড়ী করেন। প্রথমত বড় হিস্যা, মধ্যম হিস্যা (ছোটহিস্যা ইহার বহু পরে এখানে বাড়ী করে) এবং ৺হরকিশোর রায়, শ্যামাচরণ গুপ্ত এবং দুর্গামোহর রায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় বাড়ী করেন, পরে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বাড়ী করেন। এই চারি বাড়ী এখানে প্রথম বাস করেন, ইহার বহু পরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কেহ কেহ আসেন।

১৩০৬ সনের সরকার বাড়ীর বিপিন বিহারী সেন মহাশয় কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। নগেন্দ্র বাবুর প্রধান সুহৃদ ছিলেন বিপিন চন্দ্রসেন। কলেরার প্রথম অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু যাইয়া বিপিন বাবুর শয্যাপান্তে শুশ্রুসার জন্য বসিয়া ছিলেন আর রোগের চারিদিন পর, বিপিন বাবুর মৃত্যু হইলে, নগেন্দ্র নাথ বাবু বাড়ী আসেন। কিন্তু এই কয় দিনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তিনি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন প্রথমতঃ জ্বর ও পরে

রক্ত আমাশাতে অক্রমন করে এ সময় অনেক আত্মীয় স্বজনদের ব্যবহারের কথা বলা উচিত নহে। মধ্যম হিস্যার চন্দ্রকান্ত বাবু এ সময় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আর শ্রীরাম সেনের বংশধর শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র রায় প্রায় প্রত্যহ রাত্রি ১২।১ টা পর্য্যন্ত রোগীর নিকট থাকিতেন। এই সময় নগেন্দ্র নাথ বাবুর স্ত্রী ও পুত্রগণ সকলেই জ্বরে, শয্যাগত ছিলেন। কাজেই যাহার উপর শুশ্রূষা করিবার ভার ছিল, সে সকল সময় কর্ত্তব্য করিবার চেষ্টা করিত মাত্র কিন্তু রাত্রিতে বিশেষতঃ সে সময় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ, এই শীতের রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ভগবান রায় মহাশয় রোজ রোগীর নিকট থাকায়, পরিচর্য্যা কারকের কতকতা সাহসের কারণ হইত। অবশেষে ক্রমশঃ নগেন্দ্রনাথ বাবুর শেষ সময় উপস্থিত হইল, তখনও তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম লইয়া "দাদা "দাদা" করিয়াছেন প্রাতে ৭॥ টার সময় নগেন্দ্র নাথ বাবু দেহ রক্ষা করেন। নগেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর দুই দিন পর আনন্দনাথ বাবু দেশে আসেন। মৃত্যুর সময় নগেন্দ্রনাথ বাবুর ১ম পক্ষের পুত্র রামেন্দ্র নাথ ও ২য় পক্ষের গুণেন্দ্রনাথ জীবিত ছিল। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে রামেন্দ্র নাথ আনন্দনাথ বাবুর সহিত পৃথকান্ন হয়। বর্ত্তমানে রামেন্দ্রনাথ ও তাহার দুই পুত্র বীরেন্দ্র ও ভবতোষ আছেন। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে নগেন্দ্রনাথ বাবু দেহ রক্ষা করেন। (১৯০৯ সনে নগেন্দ্রনাথ বাবুর পুত্র গুণেন্দ্রনাথের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।)

একে হঠাৎ জমিদারী হস্তচ্যুত, আবার প্রাণাধিক সহোদরের মৃত্যু। ইহাতে আনন্দ নাথ বাবু উন্মাদের ন্যায় অস্থির হইয়াছিলেন। এ সময় বিপিনবিহারী সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের একই প্রকার শোক হওয়ায়, উভয়ের সে শোক মিলন ও যেন আমাদের চোখের উপর ভাসিতেছে। আমরা সে শোক দুঃখের বর্ণনা করিব না।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



ভূপতিনাথ বসু

৩৬নং কলেজ রো

১৩২৫

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আনন্দনাথ রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র বাবুর প্রতি বৈষয়িক ভার দিয়া তিনি সাহিত্য আলোচনা করিতেই ভালবাসিতেন, অবশ্য কখন কখন তিনিও বিষয় কর্ম্ম পর্য্যাবেক্ষণ করিতেন। এই সময় যুবরাজ ইংলণ্ড হইতে এদেশে আগমন করায় এখানে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের বিরাট বন্দোবস্ত হয়, ছোট হিস্যার বরদাকান্ত বাবু ও আনন্দ নাথ বাবু এই সময় কলিকাতা আসিয়া বেনেটোলা লেনে বর্ত্তমান হ্যারিসন রোড, ও বেনে টোলার লেনের মোড়ে এক বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করেন, আনন্দ নাথ বাবু ইতিপূর্ব্বে কবিতা ও ২।৩ খানা নাটক লিখিয়াছিলেন, সে গুলি ছাপাইবার জন্য ও তাহার কলিকাতা আসিবার অন্যতম কারণ।

ইহার যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে তখন কুমিল্লা জেলার কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় থাকিতেন। তিনি মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্ম্মচারী ছিলেন ও ঠাকুর বাড়ীর স্থাপিত "ভারতী" মাসিক পত্রের লেখক ছিলেন "শ্রীশ্রীদারুব্রহ্ম", 'জোয়ানের জীবন চরিত' "রাজমালা" 'সাধক সঙ্গীত' প্রভৃতি বই লিখিয়া ছিলেন (১) ইহার সমগ্র পুস্তকই তিনি আনন্দ বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন। এবং ইনি বহু দুষ্পাপ্য ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া ছিলেন এই সময় গুলি আনন্দ নাথ বাবুর পাঠ করিবার সুবিধা হইয়া ছিল।

---

(১) কৈলাস সিংহ মহাশয় তখন 'বান্ধব' মাসিক পত্রে রাজবল্লভ প্রবন্ধ লিখিয়া রাজা রাজ বল্লভকে চাকর, ভৃত্য, প্রভৃতি নানা ভাষায় অভিহিত করিতেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র "প্রচার" নামক মাসিক পত্রে ইহার সম্বন্ধে লিখিয়া ছিলেন "শুনিয়াছি, ইনি জোড়াসাকোর, ঠাকুর মহাশয় দিগের একজন ভৃত্য নায়েব কি আমি ঠিক জানি না * * * * * ইনি অনেক মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন ইত্যাদি পড়িয়াছি।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মেছুয়া বাজার স্থিত বীণা প্রেসে ললিত কুসুম ছাপিতে দেওয়া হয়। রাজকৃষ্ণ বাবু একজন প্রকৃত সাহিত্যিক এবং ভদ্র ছিলেন। এই ললিত কুসুম ছাপা উপলক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবু তখন কার অনেক সাহিত্যিকের সহিত আনন্দ বাবুর পরিচয়, করাইয়া দেন।

সে সময় শোভাবাজার রাজ বাড়ী হইতে টডের রাজস্থানের এক বৃহৎ সংস্করণ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রকাশ হইতেছিল, কিন্তু এ সময় বহুবাজার বরাট প্রেস হইতেও অঘোর নাথ বরাট মহাশয়, যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া রাজ স্থানের এক সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। (২)

এই সূত্রে অঘোর বাবুর সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। এবং কবিতা ও নাটক প্রভৃতি লেখা বন্ধ করিয়া, তিনি ইতিহাসের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। ১২৮৮ সনে ললিতকুসুম প্রকাশিত হয় তাহার 'রমাকান্ত সেন' এই ছদ্ম নামে। ইহার পর বৈষয়িক গোলমাল, দলাদলী এবং ১২৯৩ সনে জপ্‌সা নদীগর্ভস্থ হইবার আশঙ্কায় ইহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ায় কিছুদিন আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। যে যদিও আনন্দনাথ বাবু বৈষয়িক সকল ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর ন্যস্ত করিয়া ছিলেন। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—

কনিষ্ঠ নগেন্দ্র নাথ বাবু কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করিতেন না।

---

(২) প্রসিদ্ধ লেখক চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় ১০ম বর্ষের চারি সংখ্যা বঙ্গ দর্শন, তখন বরাট প্রেস হইতে ছাপা হইতে ছিল, (ঐ ৪ চারি সংখ্যাই বঙ্গদর্শনের শেষ সংখ্যা, বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকিতে আর বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় নাই) বরাট প্রেসের অঘোর নাথ বরাট বহরম পুরের প্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ভ্রাতা। বরাট প্রেস হইতে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত, একটি ইংরাজী বাঙ্গলা বৃহদাকার অভিধান প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠার পয্যন্ত প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়া ছিল, কিন্তু এরাজ স্থান ব্যতীত ঐ গুলি আর সমাপ্ত হয় নাই।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায়
কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের পুত্র,
ভারত প্রখ্যাত কবিরাজ সুধীন্দ্রনাথ সেন
৩১ নং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট



মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন
৩১ নং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

জপসা নদীতে ভাঙ্গিবার সময়, ইহাদের বহু কাঠের তৈজস পত্র ঝাড় লণ্ঠন এবং পুস্তকালয়ের বহু পুস্তক, অন্যত্র রখা হইয়াছিল, পরে সেস্থান হইতে যখন কাচের জিনিসগুলি যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ, আর পুস্তক গুলির অল্প সংখ্যক যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা ছিন্ন ভিন্ন (১)

১২৯৭ হইতে ১৩০৩ সনের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ইহারা মসুড়া গ্রামে ছিলেন। ১৩০৩ সনের ভারতীতে আনন্দময়ী নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩০৪ হইতে ৬ সন ইহাদের বড়ই গোলমালে কাটাইতে হইয়াছে। এই সময় আর্থিক অভাব এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যুতে তিনি কতকটা অসহায় হইয়া পড়েন।

১৩০২ সনে ইহাদের বরিশালস্থ বড় সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়। এই সময়ে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয় প্রভৃতি ও প্রাচীন কর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকেই সহানুভূতি করিয়াছেন। যথা, মীর রহিমদ্দি, গফুর মুন্সি, মহিমবসু, দীননাথ সিকদার প্রভৃতি।

৺মদনগুপ্ত মহাশয় যতদিন ছিলেন পূজার সময় আসিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা এ সময় দীনাই সিকদার ইহাদের জন্য পরিশ্রম করিয়াছে।

এই সময় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয় নানা ভাবে ইহাদের সাহায্য করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টায় ১৩০৭ সনের আনন্দনাথ বাবু কোন ভূম্যাধিকারীর প্রধান প্রতিনিধি বা আমোক্তারী কাজ গ্রহণ করেন, এবং তাহার জন্য যে টাকা জামিন দিবার প্রয়োজন হয় কবিরাজ

(১) ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর মহাভারত, রামায়ন, সদানন্দ, নামক ঢাকা হইতে প্রকাশিত রহস্য ময় পত্র ও গোপালভাড় মাসিকপত্র, সাধারণী. তত্ত্ব বোধিণী. জ্ঞানান্বেষণ দৈনিক প্রভৃতি বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ছিল, তাহা অনেক এ সময় নষ্ট হইয়া যায়।

মহাশয় নিজ হইতে তাহা জমা দিবার জন্য দিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, যতদিন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকা নাথের পূর্ব্ব পুরুষ অভিরাম কবিরাজ ভূষণাধিপতি সীতারাম রায়ের সভাষদ ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা সীতারাম কবিরাজ মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। একদা অভিরামের ছাত্র মণ্ডলী মধ্যে সীতারামের প্রতিকূলে কোন কথার আলোচনা হওয়ায় সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু অভিরাম কোন কথারই মধ্যে ছিলেন না, এই কথা প্রমাণিত হওয়ায় পরে মুক্তিলাভ করেন। অভিরাম কৃত একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ সংগ্রহ আছে উহা **খান্দাড় পাড়া** সংগ্রহ নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকা নাথ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাচরণ সেন খুলনাতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। এই বংশের বহু মহোদয় পণ্ডিত ও কবিরাজ হওয়ায়, এই বংশধরগণ কবিরাজ এবং তাহাদের বাড়ী কবিরাজ বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই বাড়ীতে বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত অধ্যয়ণের টোল থাকায় বহুদূর হইতে বিদ্যার্থী উপস্থিত হইয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইত।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত, খান্দার পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে বিক্রমপুরস্থ জপ্‌সা গ্রামে সিদ্ধান্ত বাগীশের টোলে, এবং পরে সোনারঙ্গ (পুরাপাড়া) টোলে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পণ্ডিত প্রবর গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট দর্শন



৺ভূপতী বাবুর অফিস ঘর. ৺ভূপতী বসু, জিতেন্দ্র রায়,
শ্রীমান ভূপেন্দ্র বসু, পশ্চাতে সাধু বেয়ারা ও নন্দ বেয়ারা

শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করেন। পাঠ সাঙ্গ করিয়া ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ও অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই কি শাস্ত্র অধ্যাপনা কি রোগ চিকিৎসা, উভয় বিষয়েই তাঁহার সুযশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।
১৯০১ খৃঃ মিবারের যুবরাজ পীড়িত হইলে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কবিরাজ দ্বারকানাথ তথায় গমন করেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথের কলিকাতাস্থ ভবনে বহু ছাত্র বিদ্যালাভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক দ্বারকানাথ বহু সহস্র ছাত্রকে শুধু অন্নদান নহে, বিদ্যাদানও করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম ভারতের জয়পুর যোধপুর প্রভৃতি রাজপুত বাসী এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজের বহুছাত্র তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন। জয়পুর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রধান অধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, পণ্ডিত লক্ষীরাম স্বামী এই মহাত্মার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন।

সর্ব্বত্রই তাঁহার চিকিৎসার সফলতা দেখিয়া ও তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খৃঃ অব্দে তাহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। ভারতীয় কবিরাজগণের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। এই উপলক্ষে যাবতীয় কবিরাজ মণ্ডলী ও জনসাধারণ, এলবার্ট হলে এক বৃহতী সভার অধিবেশন করিয়া দ্বারকানাথের সংবর্দ্ধনা করেন।

১৯০৯ খৃঃ অব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়, উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া, কলিকাতা নগরীতেই দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরেও টাউন হলে এইরূপভাবে বিরাট সভার অধিবেশন করিয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং সর্ব্ব সাধারণের ব্যয়ে তদীয় প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিডন গার্ডেনে প্রতিষ্ঠীত হইয়াছে, হাইকোর্টের সর্ব্বজন প্রিয় চিফজষ্টিস স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স্ এই মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ বক্তা তদুপলক্ষে ঐ স্থানে সমবেত হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের নানা গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং বঙ্গদেশের নানাস্থলে, সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে রাজগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রায়ই মফঃস্বলে গমন করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অন্যদিকে তদ্রূপ দীনজনকে, অসমর্থ আত্মীয়গণকে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সর্ব্বদাই মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে এক বিরাট অন্নসত্র খোলা ছিল; তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই আহার প্রাপ্ত হইত এবং শতশত ছাত্র তদন্নে পরিপুষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে উচ্চশ্রেণীর কবিরাজ মধ্যে পরিগণিত।

তদীয় উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, গবর্ণমেণ্ট হইতে বৈদ্যরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি পিতৃদেবের আচরিত পথেই অগ্রসর হইতেছিলেন। অসময়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈদ্যরত্ন যোগেন্দ্রনাথ সেন ২য় পুত্র যতীন্দ্রনাথ সেন ও ৩য় পুত্র কবিরাজ সুধীন্দ্রনাথ সেন। বৈদ্য রত্ন মহাশয় এবং কবিরাজ সুধীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় নানা ভাবে আনন্দনাথ বাবুর সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুত সুধীন্দ্র নাথ সেন পাথুরিয়া-ঘাটাতে থাকিয়াই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।



৺ভূপতী বাবুর অফিস ঘর. ৺ভূপতী বসু, জিতেন্দ্র র
শ্রীমান ভূপেন্দ্র বসু, পশ্চাতে সাধু বেয়ারা ও নন্দ বেয়

যখন পূর্ব্বে উল্লিখিত কাজের জন্য আনন্দনাথ বাবুকে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, তখন তিনি "বারভূঞা" সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন কিম্বদন্তী, প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন। নোয়াখালীস্থ ভূলুয়া পরগণা অধিবাসী একজন প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন, তিনি লক্ষণ মাণিক্য ও কেদার রায় প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংবাদ দিয়া ছিলেন, মানসিংহের কেদার রায়ের নিকট লিখিত পত্র—

"ত্রিপুর মঘ, বাঙ্গালী
কাক কুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ
ভাগো যাই পালায়ী॥

ইত্যাদি কবিতাটি আজকাল, কেদার রায় বিষয়ে যাহারা প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, তাহারা প্রায় সকলেই এটি অধ্যাহার করেন, এইটি কিন্তু প্রথমতঃ আনন্দনাথ বাবুই প্রকাশ করিয়া ছিলেন!

এই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, কবি জয়নারায়ণ, রামপ্রসাদ সেন ও নরহরি ঠাকুর প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা ৬ষ্ঠ, ৭ম বর্ষের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রকাশিত হয়, এসময় কয়েক বৎসর তিনি সাহিত্য পরিষদের সহায়ক সভ্য ছিলেন এবং এই সময় তাঁহার বহু প্রবন্ধ নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড, সাহিত্য পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ফরিদপুর হইতে ১৩১১ সনে ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতা আসিয়া, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের তখনকার প্রসিদ্ধ কবিরাজ (ফরিদপুর,) কোটালীপাড় পিঞ্জরী গ্রাম নিবাসী ৺ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

কবিরাজ ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের প্রধান ছাত্রগণ মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র সেন একজন পণ্ডিত ও একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। অকালে পরলোকে না যাইলে, তিনি কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইতে পারিতেন, ক্ষীরোদ কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন B.A. বর্ত্তমানে কলিকাতাস্থ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ এক জন্য শ্রেষ্ঠ কবিরাজ, এবং একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। ২য় পুত্র সুধীর ৩য় পুত্র সুরেশ ও ৪ র্থ পুত্র এখন আছেন।

এই ১৩১১ সনেই ২১ শে ফাল্গুন ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের, বিক্রমপুর গাড়ুর গা নিবাসী ৺সারদা প্রসন্ন দাশ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা, শ্রীমতী প্রিয়ভাষিণী দেবীর সহিত পরিণয় হয়।

ইহার পরে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ হয়, এবং এই উপলক্ষে প্রসিদ্ধ স্বদেশী বক্তা মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন এর সহিত ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিচয় হয়, এবং মৌলবী সাহেবের চেষ্টায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ পটল ডাঙ্গার বসু পরিবারের ৩৬নং কলেজ রো নিবাসী ৺ভূপতিনাথ বসুর সহিত পরিচয় হয়, ভূপতী বাবু ১৩১৪ হইতে তাহার মৃত্যুর দিন (১৩৫৪, ফাল্গুণ) পর্য্যন্ত সকল বিষয়ে ইহাদের সাহায্য করিয়াছেন।

ভূপতি নাথ বসু

৩৬নং কলেজ রো নিবাসী মহাত্মা ভূপতি নাথ বসু কলিকাতা পটল ডাঙ্গার বসু বংশোদ্ভব। এক সময় এই বসু বংশ কলিকাতার বহু ইয়ুরোপীয় ফার্ম্মের বেনিয়ান ছিলেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে ইহাদের বিশেষ সুনাম ও সম্মান ছিল। ভূপতি নাথ বসু মহাশয় তাহাদের পল্লীভবন

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



স্বর্গীয় দেবনারায়ণ বসু

(বেনেটোলা, হ্যারিসন রোড)

হুগলী জেলাস্থিত, তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী "পানী শেওলা" গ্রামে ১২৬৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাচরণ বসু। বাল্যকালেই পিতামাতার মৃত্যুর পর, কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া পরে জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা বিপ্রচরণ বাবুর নিকট ছিলেন, পরে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া কলিকাতার অন্যতম জ্ঞাতি দেবনারায়ণ বসুর (দেবনারায়ণ বসু মহাশয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ হরিশ বসু মহাশয়ের পুত্র) বাড়ীতে থাকিয়া পাঠ সমাপন করিয়া, ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতরণ করেন (এই বসু বংশ Bhose লিখিয়া থাকেন) ভূপতি বাবু মেকেঞ্জি লায়াল প্রভৃতি নানা অফিসে জুনিয়ার হিসাবে প্রবেশ করিয়া নানা ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। মান্‌চেষ্টারের প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী C. Nordlinger কোম্পানীর কলিকাতাস্থ অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী হন। ইহা ব্যতীত এখন ইম্পিরিয়াল কেমিকেল নামে যে অফিস পরিচিত, তখন তাহা "ব্রুণার মণ্ড" (Bruner Mond) নামে পরিচিত ছিল। এই অফিস কলিকাতার কার্য্যালয় খুলিবার সময় ভূপতী বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া প্রায় সমগ্র বাঙ্গলাদেশ পর্য্যটন করিয়া তাহাদের "চাদমার্কা" সোডার প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান, নর্টন বিল্ডিং এ ইহার প্রথম কার্য্যালয় ছিল। ইহার প্রথমকার কর্ম্মচারী বৃন্দ প্রায় সকলেই ভূপতী বাবুর দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ইহার পর নর্ডলিঙ্গর কোম্পানীর কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভূপতী বাবু ব্রুণার মণ্ড ছাড়িয়া তাহার কার্য্যালয় ৭ G ক্লাইভরোতে চলিয়া যান। কলিকাতা বড় বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী মহলে, ভূপতী বাবুর অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। বস্ত্র ব্যবসায়ে তাহার মত সুদক্ষ লোক বাঙ্গলাদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

এই সকল গুণ কিছুই নহে, ভূপতী বাবুর প্রধান গুণ ছিল পরকে

আপনার করা, পরের দুঃখ মোচন করা। যাহারা তাহার নিতান্ত অনিষ্টও করিয়াছে তাহাদেরও তিনি উপকার করিয়াছেন। কতলোক, (বিশেষতঃ তখনকার স্বদেশীর দিনে যে সব লোক যোগদান করিয়াছিল) বহু লোককে সে সময় মুক্তহস্তে তিনি অর্থ, বস্ত্র, সাহার্য্য করিয়াছেন। বহু সংথক যুবক ও ছাত্রগণকে তিনি মাসিক ভাবে বরাবর সাহায্য করিয়াছেন, তখনকার জননেতা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্রপাল হইতে সকলেই জানিত তাহার নিকট অনুরোধ কখনও ব্যর্থ হইবে না। কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ, শাস্ত্রী, হেরম্ব মৈত্র, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি সজ্জনগণ তাহাকে বড়ই স্নেহ করিত। তিনি মৌলবী লিয়াকাৎ হেসেনের প্রসেসন পার্টির সকল ব্যয় বহন করিতেন, বহু কন্যাদায় গ্রস্থকে তিনি বিপদমুক্ত করিয়াছেন, অথচ তিনি কখনও নাম প্রচারের পক্ষপাতী হন নাই। ক্রমশঃ স্বাস্থ ভগ্ন হওয়ায় শেষ বয়সে প্রায়ই তিনি দেওঘরে যাইতেন, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি কাশী যাত্রা করেন এবং প্রায় ৭০ বৎসর বয়ক্রমে তিনি কাশীধামে দেহ রক্ষা করেন (ফাল্গুন ১৩৩৪)।

ইহাদের বংশ বিবরণ এই ভূপতী বাবুর পিতামহ ৺আনন্দচন্দ্র বসু —ইহার দুই বিবাহ ১ম স্ত্রীর কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্যামাচরণ দুইপুত্র ২য় স্ত্রীর উমাচরণ নামে পুত্র হয়। (শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র, বিপ্রচরণ)।

উমাচরণ বসু দুই বিবাহ করেন, ১ম বিবাহ চোপার মজুমদার বাড়ী ২য় বিবাহ শেয়াখালা বিশ্বাস বাড়ী—উমাচরণ বসু মহাশয়ের ১মা স্ত্রীর আশুতোষ পশুপতি ও গণেশচন্দ্র নামে তিন পুত্র ও ২য় স্ত্রীর শ্রীপতী ও ভূপতি নামে দুই পুত্র হয়।

ভূপতী বাবু ২২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী শশীভূষণ বিশ্বাস মহাশয়ের ২য় কন্যা, নলিনী বালা বসুকে বিবাহ করেন। ভূপতী বাবুর

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



৺করুণাময় গুপ্ত স্বর্ণগ্রাম (ঢাকা)



কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন
পিঞ্জরী (ফরিদপুর)

পাঁচ পুত্র ১ম ভূপেন্দ্রনাথ, ইনি প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী, ২য় বীরেন্দ্রনাথ M. Sc. ইনি এর্টনী ৩য় পুত্র বরেন্দ্রনাথ, ইনিও বস্ত্রের ব্যবসায়ের প্রতিনিধি। ৪র্থ পুত্র বিনয়েন্দ্র নাথ ও ৫ম পুত্র বিমলেন্দ্রনাথ, ছাত্র।—

ভূপতি বাবুর ১ম পুত্র ভূপেন্দ্র বাবু, রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ B. L. মহাশয়ের কন্যা, মণিপ্রভা বসু (শোভা) কে বিবাহ করিয়াছেন ইহার তিন পুত্র ১ম পুত্র বীথিন্দ্র ২য় পুত্র বলেন্দ্র, ৩ বাবলু ও চার কন্যা ১ম মাণি ২য় ঝরণা ও ৩য় বুলী ও খুকী।

ভূপতি বাবুর ২য় পুত্র বীরেন্দ্র বাবু নদীয়া জেলা নিবাসী (আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের) শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের কন্যা কল্যাণী বসু B.A.কে বিবাহ করিয়াছেন (আভা)।

ভূপতি বাবুর ৩য় পুত্র বরেন্দ্র বাবু, ঝামাপুকুর নিবাসী ডাক্তার শরৎ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাকে বিবাহ করিয়াছেন। (নিভা) ইহার দুই পুত্র ভোম্বল ও খোকা।

ভূপতী বাবুর ১মা কন্যা রেণু'র সহিত, মুক্তারাম রো নিবাসী শচীন্দ্র চন্দ্র দেব (লালু) এর্টর্নির বিবাহ হইয়াছে।

২য় কন্যা নিলীমার সহিত, ডাক্তার লোকেশ চন্দ্র দত্ত M. B. বিবাহ হইয়াছে।

৩য় কন্যা মলিনার সহিত নারিকেল ডাঙ্গা, ষষ্টি তলা নিবাসী সুধীর চন্দ্র মিত্রের বিবাহ হইয়াছে।

করুণাময় গুপ্ত

এই সময় ভূপতি বাবুর অনুরোধে ৺করুণাময় বাবু তাহার প্রতিষ্ঠিত কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কএ আনন্দনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সহকারী ভাবে গ্রহণ করেন।

বিক্রমপুর স্বর্ণগ্রাম নিবাসী দ্বারকানাথ গুপ্ত, মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির সম সাময়িক ছিলেন। এবং সেকালে স্কুল বুক

সোসাইটি হইতে **হেমপ্রভা** ও বিক্রমোর্ব্বশী লিখিয়া তিনি পুরস্কার পাইয়াছিলেন। মেঘনাদ বধের অনুকরণ করিয়া **ত্রিসন্ধ্যা স্তোত্র** লিখিয়া তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকগণের নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের বহু উন্নতিকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার চারি পুত্র করুণাময়. শরতেন্দু, অমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু। করুণাময় বাবু পাটনাস্থ "বেঙ্ক অফ বেঙ্গলের" খাজাঞ্চি ছিলেন।

নামে খাজাঞ্চি হইলেও কার্য্যতঃ তাহাকেই প্রায় সকল কার্য্য করিতে হইত। তিনি অপরিমিত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কাজেই Bank এবং কার্য্যে তিনি সুদক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যথেষ্ট। এই সময় পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যক্ষ চলিয়া যাওয়ায়, নূতন অধ্যক্ষের সহিত মতের মিল না হওয়ায় তিনি ইস্তাফা দিয়া কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যঙ্ক এর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। পরে কো অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইলে, তিনি তাহাতে যোগদান করেন। করুণা বাবু উদার অমায়িক, সাহসী ছিলেন। তিনি কখনও কোন বিষয় গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি একটু হঠাৎ ক্রোধী ছিলেন। কিন্তু তাহা বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা মূলক ছিল না। কাহাকে উপকার করিতে (বিশেষতঃ স্বজাতি হইলে তো কথাই নাই) তিনি উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে করুণা বাবুর মৃত্যু হয়। এখন ২য় ভ্রাতা শরতেন্দু বাবু ও করুণা বাবুর চারি পুত্র আছেন। ইহারা পাটনা বাকীপুরের "স্বর্ণাসন" নামক নিজ ভবনে আছেন। বেহারে ইহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং সম্মান আছে। শরতেন্দু বাবু বাকীপুরের শ্রেষ্ঠ উকীল, অমলেন্দু ও নির্ম্মলেন্দু বাবু পরলোকে। করুণা বাবুর ১ম পুত্র শিশিরেন্দু) বাকীপুরের উকীল ২য় পুত্র প্রদোষেন্দু গয়ার সরকারী ডাক্তার ৩য় বিষদেন্দু অডিটার, ৪র্থ পুত্র রতনেন্দু।



৺প্রিয় ভাষিণী দেবী।
মৃত্যু ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আনন্দনাথ রায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

এসময় বিঝারী গ্রামবাসী সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, ভড্ডা নিবাসী গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় M. A. B. L. প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহি যুবক সে সময় দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মিলনী নামে এক সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন, আনন্দ নাথ বাবু ইহার ১ম ও ৮ম বর্ষের সভাপতি হন।

ইহার পর, বিক্রমপুর অম্বষ্ঠ সম্মিলনীর অষ্টাদশ বর্ষের সভাপতি পদে বরিত হন। (ভরাকর) এসময় হইতে অনন্যাকর্ম্মা হইয়া তিনি সাহিত্য আলোচনাতেই সময় কাটাইতেন।

ভড্ডা গ্রামবাসী 'তন্দ্রা ও স্বপ্ন' রাজমঙ্গল রাজ্যমাল্য, প্রভৃতি প্রণেতা পণ্ডিত রাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নির্ম্মাল্য' নাম মাসিক পত্রের ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে "বারভূঞা" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু কতক অংশ প্রকাশিত হইবার পরেই 'নির্ম্মাল্য' বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ফরিদপুর জেলার অন্যতম সুসন্তান ওলপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় দেবী প্রসন্ন রায়, সম্পাদিত "নব্যভারত" নামক মাসিক পত্রে ১৩০৮ সনের আষাঢ় মাস হইতে পুনঃ বাকী অংশ প্রকাশিত হইয়া, পরে ১৩১৮ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (প্রথম চারিফর্ম্মার অন্তপুর প্রেস হইতে ও বাকি অংশ সাথী প্রেস হইতে ছাপা হয়)।

ফরিদপুরের ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ সন ১৩২৮ সনে সাথী প্রেস হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। (১ম খণ্ড ১৩১৬ সনে নব্যভারত প্রেস হইতে ছাপা হয়। এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিচ্ছেদ গ্রন্থ অন্তভুক্ত হয়। ৩য় খণ্ড ও প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া, বহু পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এবং রেনেলের সামসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ, প্রায় সম্পূর্ণ লিখিয়া গিয়াছেন।

১৩২৮ সনে আনন্দনাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্র নাথ, 'বিদ্যুৎ' নামে একখানা ক্ষুদ্র মাসিক পত্র, গ্রাম হইতে প্রকাশ করে, কিন্তু পূর্ণ এক বৎসর মাত্র চলিয়া বিদ্যুৎ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

আনন্দনাথ বাবুর বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ ছিল অপরিমিত, বোধ হয় এত অধিক দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ খুব কমই আছে। অন্যূন ১৬০০০ ষোল হাজার বাঙ্গলা পুস্তক ইনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা মহাত্মা অনেক পুস্তক লইয়া গিয়া তাহা হয় ফেরত দেন নাই। অথবা নষ্ট করিয়াছেন, কুলশাস্ত্র অভিজ্ঞ বলিয়া আনন্দনাথ বাবু সুপরিচিত ছিলেন, বিশেষতঃ বঙ্গীয় কুলীন ও বিক্রমপুর প্রভৃতি সমজের কুলজ্ঞ সামাজিক পণ্ডিতগণ, সর্ব্বদাই আনন্দনাথ বাবুর সহিত. কেহ কেহ, দেখা করিয়া অপর অপর দুরস্থিত মহাত্মাগণ পত্রযোগে পরস্পর মতামত গ্রহণ করিতেন, 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় ও সোনারঙ্গ নিবাসী প্রফেসার হেমচন্দ্র সেন M. A. প্রভৃতি সর্ব্বদাই তাহার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কুলীন সম্প্রদায়ের উপর আনন্দনাথ বাবুর একটা উচ্চ ধারণা ছিল, এবং তিনি তাহাদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কুলজী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "জাতীয় এবং বংশ সম্বন্ধীয় কোনরূপ বিবরণ জানিতে হইলে, বহু প্রাচীন কাগজ পত্রের অনুসন্ধান আবশ্যক, আমাদের বৈদ্য বংশগত অধিকাংশ বৃত্তান্ত অধুনা নাতি প্রাচীন কাগজ পত্র এবং কিম্বদন্তীর উপরেই নিভর করে। ধারা বাহিকরূপে পাঁচশত বৎসরের কোন প্রকারের দলীল পত্র প্রাপ্ত হওয়াও সু কঠিন। এই ক্ষেত্রে আমরাই যে কেবল, দৈন্য, এমন নয়, এই কথাটা বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর পক্ষেই প্রয়োগ করিলে বোধ হয় কোনরূপ সত্যের অপ ব্যবহার বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। এ স্থলে কিন্তু একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, জনশ্রুতি সম্বন্ধে জাহাই

সন্দেহের কথা থাকুক না কেন, বংশাবলী সম্বন্ধে কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ নাই, সেন রাজগণের সময় হইতেই, উহা ধারা বাহিক সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই বংশাবলী যাহাতে নিবদ্ধ, সেই তালপত্র "পাত্‌রা" নামে, অভিহিত হয়। আবার এই বংশাবলী সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইলে, উহা কুলজী গ্রন্থনামে পরিচিত হয়। সাধারণতঃ উহা কেবল আদান প্রদানের এক একটা তালিকা মাত্র। উহাতে না আছে কোন ঐতিহাসিক তথ্য বা তৎকালীন সমাজগত কোন বিবরণ, কাজেই সাধারণের মন উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যাহারা কুলাভিমানী, তাহারাই কেবল উহা সযত্নে উহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন মাত্র।

বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে যে কয় জন মহাত্মা এই সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তাহাদের প্রায় সকলের সহিতই এই বিষয়ে তাঁহার যোগসূত্র ছিল। বস্তুতঃ ঐ বিষয়ে আলোচনাকারী প্রত্যেক মহাত্মাই আনন্দনাথ বাবুর মতামত সাদরে গ্রহণ করিতেন তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ, পাত্‌ড়া বা কুলজীতে বহু বৈদ্য সন্তানগণের বংশাবলী পাওয়া যাইত।

তিনি নিজে কুলীন সমাজকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন এবং কুলীনগণের সহিত বিবাহাদি ক্রিয়া করা সম্মান জনক মনে করিতেন দেওয়ান কৃষ্ণরাম হইতে (একমাত্র জ্যৈষ্ঠ পুত্রের বিবাহ, সমান ঘরে হইয়াছে নতুবা) এ আজ পর্য্যন্ত ইহাদের সব ক্রিয়া কার্য্য কুলীনের সহিত হইয়াছে (যদিও এখন এসব কাজের আর কোন সম্মান বিশেষ নাই)

আনন্দনাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের পরই কতকটা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন ইহার পর বড় বাহিরে যাতায়াত করিতে পারিতেন না। গৃহে বসিয়াই নানা আলোচনা করিতেন, এই সময় অনেকেই তাহার

জপ্‌সা হইতে প্রকাশিত

২৪ পাটীগণিত। হিতৈষিণী। বৈঃ। ১২৮২।

একাদি ক্রমে যত সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখাহইবে তাহার আদিও অন্তিম রাশিটীর যোগ ফলকে সমুদয় রাশি সংখ্যার অথবা শেষ রাশিটীর অর্দ্ধ দ্বারা গুণ করিলেই উদ্দেশ্য ফল স্থির হইবে।

প্রতি দুই দুই অঙ্কের যোগ ফল ১১ হওয়াতে ১০টী অঙ্কের অর্দ্ধ অর্থাৎ পাঁচ বার এগার হইয়াছে, সুতরাং ৫ও ১১ এই দুই অঙ্কের গুণ-ফল ৫৫ পঞ্চান্ন উহাদের সমষ্টি হইল।

"হিতৈষিণী" মাসিক পত্রের একপৃষ্ঠা।

স্বর্গীয় হরনাথ বাবুর হস্তাক্ষর

যেষাং ভবেম্মানসং তে মুক্তানি গমাগম প্রাপ্তি গলে গীতক্লিদং মেদুরং ॥২২॥ মাতঃ কিং বরম পরং যাচে
সর্ব্বং সম্পাদিত মিতি সত্যং । যদ্যচ্চরণাম্বুজ মতি গ্রহ্যং দৃষ্টং বিধিহর মুরহর যুষ্টং ॥২৩॥ যদি বরমপরং
দেয়ং মাতস্তৎহি জাবেপর হৃদয়স্থং । যোযং পুরতঃ সুতোদাস স্তম্ভতম পরং বরমতি ধেয়ং ॥২৪॥ সর্ব্বানন্দ
বিনির্ম্মিতঃ স্তববরোধৈঃ পঠ্যতে প্রাযতে ভক্ত্যা ভক্তি রূপি ত্বদীয চরণে তেষাং বিধেযা পরা ।। এতন্মে বরমুত্তমং
ত্রিজগতাং মাতস্ত্বদীযে পাদে ব্রহ্মাদি প্রণতি প্রণম্র মুকুটা যস্থাস্থিতা যস্থলে ॥২৫॥ ইতি সর্ব্বানন্দ বিরচিতঃ
স্তববরঃ সমাপ্তঃ ॥

স্বর্গীয় আনন্দনাথ বাবুর হস্তাক্ষর

আনন্দনাথ রায় স্বহস্ত লিখিত — সোমবার
তারিখ ১৩২০ সালের ২৭ মাঘ সোমবার দিবা
১২ ঘটিকা শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি ।

সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতেন। বাণীবহ নিবাসী কবিরাজ প্রভাতচন্দ্র সেন, মহাশয় অনেক সময়েই আসিতেন।

১৩৩৯ সনে ইহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবীর মৃত্যু হয় ইহার পর আনন্দনাথ বাবুর শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়।

প্রত্যহ সকাল বেলা তিনি দৈনিক 'বসুমতী' পাঠ করিতেন বসুমতীর সম্পামক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষকে তিনি স্নেহ, করিতেন খুব, এবং তাহার লেখার মতামত তিনি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেন।

বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গভাষা সাহিত্যকার দীনেশ চন্দ্র সেন, স্বর্গীয় ঐতিহাসিক রজনী কান্ত গুপ্ত,অক্ষয় মৈত্রেয়, কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, নিখিল নাথ রায়, ময়মন সিংহের কেদার নাথ মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, দেবী প্রসন্ন রায়, প্রভৃতি মহাত্মাগণের ও যতীন্দ্র নাথ সিংহ প্রভৃতির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। অসময়ে ইহাদের নিকটও অনেক সহায়তা পাইয়াছেন।

'বাভূরঞা' ফরিদপুরের ইতিহাস প্রচারার্থ, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটও অনেক সুবিধা পাইয়াছেন।

১৩৪০ সনের ৯ই পৌষ প্রাতে হঠাৎ শরীরটা অসুস্থ বোধ করেন সে দিনও প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃ কৃতঃ সমাপন করেন, কিন্তু ৮টায় বলেন শরীর কেমন বোধ করিতেছেন। প্রথমতঃ কেহ ইহা বিশেষ লক্ষ্য করে নাই, বেলা ৯ ঘটিকার সময় হঠাৎ একবার জল চাহিয়া খাইয়া শয়ন করেন, দুইবার অস্পষ্ট স্বরে "গুরুদেব শিবঃ গুরুদেব শিবঃ" উচ্চারণ করিয়া চুপ করেন। ১০ মিনিটের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় চারি পুত্রই তাহার নিকটে ছিল।

লালা রামপ্রসাদ রায়ের বংশ বিবরণ



মৃতু ৺আনন্দন ৯ই পৌষ

লালা রামপ্রসাদ বংশীয় লেখকগণ

লালা রামগতি—**মায়াতিমির চন্দ্রিকা, যোগকল্প, লতিলা, ভাব নিরূপণ।**

লালা জয়নারায়ণ—**চণ্ডিকা মঙ্গল, হরিলীলা।**

লালা রাজনারায়ণ—**পার্ব্বতী পরিণয়, কালীকল্প লতিকা।**

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ—**সত্যমঙ্গল ব্রতকথা।**

(যথা)

কবি নারায়ণের অনুজ নারায়ণ,
সংক্ষেপে রচিল পুথি, ক্রিয়ার কারণ।

বিদুষী গঙ্গামণী—**কবিতা ও সঙ্গীত**

ইহারা লালা রামপ্রসাদের পুত্র কন্যা।

পণ্ডিতা আনন্দময়ী—**কবিতা** ইত্যাদি।

হরনাথ রায়—**লতাবল্লরী।** তন্ত্রসংগ্রহ।

আনন্দনাথ রায়—**বারভুঞা, ফরিদপুরের ইতিহাস, ললিত-কুসুম বহু প্রবন্ধ 'রেলেনের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ।'**

জিতেন্দ্র নাথ রায়--**নিয়তি, কর্ম্মফল, ঝঙ্কার, ভবিতব্য।**

মহেন্দ্র নাথ রায়—**ছোট গল্প** ইত্যাদি।

ভূপেন্দ্র নাথ রায়—**বিদ্যুৎ** মাসিক পত্র।

স্বর্গীয় আনন্দনাথ রায় লিখিত প্রবন্ধের তালিকা।

আনন্দময়ী—ভারতী ১৩০৩

সাধক লালা রামগতি—নব্যভারত ১৩০৪

আকারেজা ও রাজনগর—"আশা ১৩০৮

কবি লালা জয়নারায়ণ—সাহিত্য পরিষদ ৭ম বর্ষ

রামপ্রসাদ সেন ঐ ৬ষ্ঠ বর্ষ

ঠাকুর নরহরি—সাহিত্য পরিষদ্ ৬ষ্ঠ বর্ষ
কবি জয়নারায়ণ প্রতিভা—নারায়ণ ২য় বর্ষ
রাজবল্লভের জমিদারীর পরিণাম ঐ ঐ
জপ্‌সার বুড়াশিব—নন্দিনী ১৩২৬
জপ্‌সার কীর্ত্তি পরিচয়—বিজয়া ১য় বর্ষ, ও ৩য় বর্ষ
লালা রামপ্রসাদ ঐ ৩য় বর্ষ
কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য—আর্য্যবর্ত্ত
সংগ্রাম সাহ—প্রদীপ ৪র্থ বর্ষ
বারভূঞা নির্ম্মাল্য—নব্যভারত
বাঙ্গলার নদীর গতি—প্রতিভা ঢাকা ১৩১৮
মেজর রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্বক ঢাকারিভিউ ১৩১৮
পাটি গণিত—হিতৈষিণী ১২৮২
পরগনাতিসন—ভারতবর্ষ ১৩২১ কার্ত্তিক
বিক্রমপুরের কথা—বিক্রমপুর
বীরকাহিনী—ঐতিহাসিক চিত্র
বাবুর গঙ্গায়াত্রা—নব্যভারত
ইদিলপুর—নন্দিনী ১৩২৬

শেষ কথা

স্বর্গীয় আনন্দ নাথ বাবুর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবস্থার বিপর্য্যয়ে নানা প্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে হইলেও, সকল প্রকার বিপদ অভাব তিনি অবিচলিত ভাবে সহ্য করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। দিবা রাত্রি পুস্তক বা সংবাদ পত্র পাঠ করা এবং দ্বিপ্রহরে কিছু কিছু লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল।

বিস্তৃত ভাবে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার জীবনীর জন্য যে সকল চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, সেগুলি আমরা প্রকাশ করিলাম।

লালা রাম প্রসাদের বংশ, এখন নগর গ্রাম বাসী হইলেও অনেকেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া বহু বৎসর বিদেশে থাকায়, এই বাড়ীর ভগ্নদশা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যতদিন আনন্দনাথ বাবু জীবিত ছিলেন ততদিন গ্রামের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আন্তরিক অনুরাগ ছিল।

একদা যিনি ভূম্যাধিকারি ছিলেন, অবস্থায় বৈগুণ্যে আর্থিক অসুবিধায় পরিলেও তিনি গম্ভীরতায় তাহার নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জপসার প্রাচীন অধিবাসী বহু বহু লোক প্রায়ই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেন—পরে বিস্তৃত ভাবে বলিব।

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ লিখিত একখানা ক্ষুদ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালী ছিল। তাহার ভূমিকা।

কবি নারায়ণের অনুজ নারায়ণ
সংক্ষেপে রচিল পুথি ক্রিয়ার কারণ।

চণ্ডিকামঙ্গল—লালা জয় নারায়ণের লিখিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য (মাধব সুলোচনা অংশ ব্যতীত) লুপ্ত প্রায়। তাহার যতটুকু ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিচয়

গৌড় রাজ্য পূর্ব্ব ভাগে বিক্রম পুরেতে
রচি আমি এই গ্রন্থ ধর্ম্ম প্রসঙ্গেতে
গঙ্গা দয়াময়ী অনুরোধে এতদূর
শুনিলে কলুষ খণ্ডে একথা মধুর

* * *

সুরধনী সুনন্দার তীরেতে রহিয়া
তারা দক্ষিনার পদ বিস্তর সেবিয়া
ভাগ্যে এ আনন্দময়ী উদরেতে ধরি
এস মাতা সুধামুখী হাসি ভরে হেরি।

* * *

লিখিয়াছে পুথী ভব কলহ ভঞ্জিকা
বোধ হেতু শোন মায়া তিমির চন্দ্রিকা।

* * *

মহাভক্তি সার গ্রন্থ করেছ রচনা
সে রহস্য জলিলে ভুলিবে সুলোচনা।
(গঙ্গামনি ভগিনী), দয়াময়ী ভাগিনে।

মদনভস্ম

একবার নাহি পারে, পুনশ্চ সন্ধান করে, স্বর নিজ শরে চুম্ব দিয়া
ছোয়ায়ে রতির বুকে, ধনুকে পুনশ্চ তাকে, যুড়িলেক সাবধান হৈয়া
নিরখে শঙ্কর পানে, করিয়া জন লোকনে, দেখে যেন রজত অচল
তেজ শত সূর্য্যপ্রায়, শতচন্দ্র সমতায়, রত্ন বেদী করে ঝলমল

বিমুদ্রিত ত্রিলোচন, ব্রহ্মেতে অর্পিতমন, স্পন্দহীন সকল শরীর
স্থির বায়ু পরে যেন, শুভ্র জলধর তেন, জন শূন্য না পড়েছে নীর,
জটাতে মণ্ডিত শির, ভালে আধ শশধর, বিভূত রাজিত সর্ব্বগায়
গলে নাগরাজমালে, কাল কুট কণ্ঠে জ্বলে, নিত্যানন্দ ঢড় ঢড় কায়
দেখেছেন ত্রিপুরারী, মার বলে মরি মরি ব্যস্ত ভাবে দুই হস্ত কাঁপিল
হাত হতে ছুটী শর, মহাদেব হৃদিপর স্পর্শ মাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল
ছিল মন ব্রহ্ম যোগে, সে মনে মদন যাগে, প্রভুমনে বিচার করিল
কেন, হেন হল মন, অকস্মাৎ কি কারণ, পাষানেতে কর্দ্দম হইল।
সকলি জানিল ধ্যানে, আপনি আপন জ্ঞানে, দেবচক্রে যা কৈল মদন
অন্তরে জন্মিল রোষ, জানিয়া মদন দোষ, মেলিলেক ললাট লোচন
কামাগ্নি, বিদ্যুত হৈল, হুঙ্কারে পবন বৈল, পৈল যেয়ে মদনের অঙ্গে
পরষে পুড়িল তেন, অগ্নিতে আহুতি যেন, দাবানলে যেমন পতঙ্গে
দহনে পঙ্গ হৈল, হুতাশনে হবি পাইল, হল বাদ দীপে ঝঞ্ঝাবাতে
গড়ুর অহিতে রণ, সিংহ মৃগে হনাহন, মুষিক জুঝিল করি যাকে
নিরমিখে দেবগণ, বলে ক্ষম ত্রিলোচন, ক্ষম ক্ষম দয়াল দীনেশ
যাবত এ দৈববাণী, শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি, তাবত মদন ভস্ম শেষ
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর, ভুজচারি মনোহর, সুললিত মৃণাল বলনি
তরুণ পল্লব বর, সুললিত শোভাকার ঢড় ঢড় চুয়ায় লাবনি
দ্বিবার বীণাতেরত, সপ্ততন্ত্রে পরিমিত, ধ্বনি পরিবাদিনী ললিত
নানা সুমিলের তানে, মধুর মধুর গানে, স্বীয়ভাবে আপনি মোহিত
শ্বেত পদ্ম সূত্র আর, দ্বিকরেতে শোভেমার, গলে শোভে গজমতি হার
কুচভারে কটিনত, মেখলাতে সুরঞ্জিত, বিনিন্দিত কেশরী মাঝার
কৃষ্ণনীল রক্তগৌর অশেষ বরণে চতুর্ভুজা দ্বিভূজাদি কতেক কারণে
এক বক্ত্রা, দ্বিবক্ত্রা, ত্রিবক্ত্রা ত্রিনয়নে, অসংখ স্বরূপে হর গৌরীর বিধানে
নানা কারণেতে, নানারূপ প্রকাশিনী, শিবকৃষ্ণ ক্রোড়ামাতা গনেশ জননী

রতি বিলাপ

বলি ওহে দেবরাজ, কৈল কি দারুণ কাজ, সবেমিলি কি কাম সাধিলে
ঘড় হইতে ডাক দিয়া, প্রকারে পতি পুড়িয়া, ছাই দিলে রতীর কপালে
ও বসন্ত কুলনাশা কোকিল কুরব ভাষা, সর্ব্বনাশা সমীরণ ওরে
সকলে সহায় হলি, শিবরঙ্গে নিয়া এলি, কেবল আমারে মজাবারে।

অন্যনায়িকার। ইত্যাদি—

চণ্ডিকা মঙ্গল সূচনা

যে রূপ প্রকাশ হৈল চণ্ডীর এ কথা
পূর্ব্বাচার্য্য প্রসঙ্গ যে মত আছে গাথা
সেই অনুসারে শুন নূতন রচন
আছয়ে যে কথা মত পুরাণ বচন
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডেতে
লিখা মহামায়া প্রতি বিষ্ণুর স্তবেতে
অবতীর্ণ হৈয়া তুমি যশোদার গর্ভে
কংস ছলি বিন্ধ্যাবাসী হবে নিজ গর্ব্বে
এইরূপে স্তবে আছে বিস্তর কথন
তাতে এক শ্লোক এই রূপেতে লিখন।
ভারত ভূমেতে চণ্ডী নানা প্রকাশিয়া
কালকেতু উদ্ধারিবে গোহিকা হইয়া
মঙ্গল চণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ
সরোবরে করিবর করিবেন গ্রাস।
বণিক সুতকে ফেলি ঘোর সঙ্কটেতে
উদ্ধার করিবে নৃপ শালবান হাতে।
পার্ব্বতীর কোলে হর্ষে বসি বাল্যকালে
স্তবে শিবশির হতে আনি গঙ্গাজলে
ধৌত করি মাতৃস্তন দুগ্ধ পান কৈলা
ষড়ানন মুখের উচ্ছিষ্ট না খাইলা।

সমাপ্ত।

জপ্‌সা ছয়হাবেলী

লালা বাবুর বংশ বিবরণ

বলভদ্র বংশোদ্ভব

জপ্‌সাপুর বাস্তব্য লালা রামপ্রসাদ বংশ তালিকা

১। রাজা শ্রীহর্ষ সেন।

২। বিমল সেন।

৩। বিনায়ক সেন।

৪। ধন্বন্তরি।

ধন্বন্তরির্হি বিখ্যাতো ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
পুণ্যকর্ম্মা সদাচারো রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
ভার্য্যে দ্বে তস্য বিখ্যাতে গুপ্তজা নাগজাঽপি চ।
কাম আভশ্চ কার্পটী রোষশ্চ গুপ্তজাসুতাঃ॥
গাণ্ডেয়ী শম্ভুসেনশ্চ শোভাকরসুতোদ্ভবৌ।
ধন্বন্তরের্হি পক্ষয়োর্জ্জাতা ষড়িতি পুত্রকাঃ॥

৫। গাণ্ডেয়ী।

ষট্‌পুত্রাশ্চাতি বিখ্যাতা গাণ্ডেয়িনোঽভবন্ কিল।
হিঙ্গুসেনোঽভবজ্জ্যেষ্ঠ স্ত্রিলোচনো দ্বিতীয়কঃ॥
উষাপতিস্তৃতীয়োঽথ চতুর্থঃ পদ্মনাভকঃ।
সোমোহি পঞ্চমোজ্ঞেয়ো মধুসূদনকস্তথা।
ষষ্ঠ ইতি ষট্‌ চ পুত্রাঃ ক্রমাদ্‌ গাণ্ডোয়িনো মতাঃ॥

৬। হিঙ্গু।

পঞ্চদাশকলোদ্ভূত শ্রীনীলকণ্ঠ কন্যকা।
হিঙ্গুসেনস্য ভার্য্যাঽথ ষট্‌সুতাস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥
উচলিডমণশ্চৈব বিকর্ত্তনস্তৃতীয়কঃ।
বলভদ্রশ্চতুর্থোঽথ হলঃকলস্তথাঽপরৌ।
ষড়েব হিঙ্গুসেনস্য পুত্রকাঃ ক্রমশো মতাঃ॥

৭। বলভদ্র।

অনিরুদ্ধোঽথ গোবিন্দং পুত্রৌ দ্বৌ বলভদ্রতঃ।

৮। অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীমানর্জ্জুন সেনকঃ॥

৯। অর্জ্জুন।

শ্রীমদর্জ্জুন সেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।
বাচস্পতিঃ সুতো জ্যেষ্ঠ পরমানন্দকোঽবরঃ॥

১০। বাচস্পতি।

বাচস্পতের্হি পুত্রোঽভূৎ শ্রীহৃষীকেশসেনকঃ।

১১। হৃষীকেশ।

হৃষীকেস্য সেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।
যশশ্চন্দ্রোমতোজ্যেষ্ঠো দ্বিতীয়ো যদুনন্দনঃ।

১২। যশশ্চন্দ্র।

যশশ্চন্দ্রস্য সেনস্য গোবিন্দশ্চাভবৎ সুতঃ।
শ্রীমৎশ্রীপতিসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥

১৩। গোবিন্দ।

শ্রীমদ্‌গোবিন্দসেনস্য পুত্রৌ দ্বৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।

রামভদ্রঃসুতোজ্যেষ্ঠো বেদগর্ভস্তথাঽবরঃ ॥
তৌ চ মাধবদাশস্য তনয়াগর্ভজৌ মতৌ ।

১৪ । বেদগর্ভ ।

বেদগর্ভস্য পুত্রোঽভূজ্জ্যেষ্ঠো হি নীলকণ্ঠকঃ ।
দ্বিতীয়স্তনয়স্তস্য শ্রীকৃষ্ণসেনকোঽভবৎ ।
সত্যবন্তাখ্যদাশস্য সুতাসুতৌ চ তৌ মতৌ ॥

১৫ । নীলকণ্ঠ ।

শ্রীনীলকণ্ঠসেনস্য রাজেন্দ্রস্তনয়ো মতঃ ।

১৬ । রাজেন্দ্র ।

শ্রীমদ্‌রাজেন্দ্রসেনস্য চতুষ্পুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
চণ্ডীচরণকশ্চাথ শ্রীচরণস্ততঃ পরম্‌ ।
দুর্গাচরণকশ্চাপি শিবরাম সুতাঃ ক্রমাৎ ॥

১৭ । শিবরাম ।

শিবরামস্য পুত্রোঽভূদ্‌ গোপীরমণ সেনকঃ ।

১৮ । গোপীরমণ ।

ত্রিপুরবংশসম্ভূত চাঁদরায়সুতাপতেঃ ।
গোপীরমণ সেনস্য সুতৈকা ষট্‌ সুতা মতাঃ ॥
শ্রীরামোহি সুতো জ্যেষ্ঠো দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণরামকঃ ।
গোবিন্দরামকশ্চান্যস্ততস্তু রামমোহনঃ ॥
পঞ্চমো রাজরামোঽভূৎ ষষ্ঠঃ শ্রীরঘুনন্দনঃ ।
নয়জস্তৎসুতামূঢ়ে চন্দ্রশেখরদাশকঃ ॥

১৯ । দেওয়ান কৃষ্ণরাম বাবু ।

দেওয়ান্‌ কৃষ্ণরামোঽভূল্লালাবাবু পদোপভাক্‌ ।
তদ্‌ভার্য্যা বিষ্ণুজাজ্ঞেয়া শ্যামসুন্দর কন্যকা ।

ত্রয় পুত্রা সুতাস্তিস্ত্র ষট্‌ চ সন্ততয়স্ততঃ।
দুর্গা-রাম-প্রসাদৌ চ রুদ্রমনিশ্চ পুত্রকাঃ॥
লালা-রায়েতি বিখ্যাতাস্ত্রয়স্তে কুলভূষণাঃ।
ব্যুবাহতৎসুতাংজ্যেষ্ঠাং সন্তোষো বিষ্ণুসম্ভবঃ।
অন্যাং কন্দর্পরায়োহি বিষ্ণুবংশ সমুদ্ভূত॥
তৃতীয়াং কন্যকামূঢ়ে কামদেবোহি কায়জঃ॥

২০। লালা দুর্গপ্রসাদ রায়।

ত্রিপুরবংশসম্ভূত শ্রীমহাদেব কন্যকা।
দুর্গাপ্রসাদভার্য্যাঽভূর্দ্দৈবাদ্‌ বংশবিবর্জ্জিতা॥
ইতি (২০) লালাদুর্গাপ্রসাদ রায় প্রকরণম্‌॥

২০। লালা রামপ্রসাদ রায়।

বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীগঙ্গারাম কন্যকা।
রামপ্রসাদভার্য্যাঽথ সপ্তসন্ততয়স্ততঃ॥
রামগতিঃ সুতোজ্যেষ্ঠো জয়নারায়ণোঽপরঃ।
কীর্ত্তিনারায়ণশ্চাথ রাজনারায়ণোঽপি চ॥
নরনারায়ণশ্চৈব পঞ্চ পুত্রাঃ ক্রমান্বতাঃ।
লালা-রায়েতিহিখ্যাতা সর্ব্বে কুলকৃতোজ্জ্বলাঃ॥
প্রাণকৃষ্ণো হি তজ্জ্যেষ্ঠাং সুতামুবাহহিঙ্গুজঃ।
শ্রীরামধনসেনোঽন্যাং হিঙ্গুবংশসমুদ্ভবঃ॥

২১। লালা রামগতি রায়।

হিঙ্গুবংশসমুদ্ভূত শ্রীরাধাকান্ত কন্যকা।
লালারামগতের্ভার্য্যা পঞ্চসন্ততয়স্ততঃ॥
হরমোহনরায়োহি তদাঙ্গজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিদুষীং তৎসুতানন্দময়ীঞ্চ পরিনীতবান্‌॥
অযোধ্যারামসেনোহি হিঙ্গুবংশসমুদ্ভবঃ।
মানিকচন্দ্রসেনোঽপি মধ্যমাং হিঙ্গুসম্ভবঃ॥
অরবিন্দোদ্ভবশ্চান্যাং শ্রীরামচন্দ্র রায়কং।
কনীয়সীং সুতামূঢ়ে বিষ্ণুজো রামলোচনঃ।

২২। বাবু হরমোহন রায়

বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীপ্রাণকৃষ্ণকন্যকা :
হরমোহনভার্য্যাঽথ সুতাস্ত্রয়স্ততোমতাঃ ॥
রামদয়ালকো জ্যেষ্ঠো বাল এব দিবংগতঃ।
চন্দ্রমোহনকশ্চান্যস্তৃতীয়ো হরনাথকঃ ॥

২৩। বাবু চন্দ্রমোহন রায়।

বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীশিবনাথ কন্যকা।
চন্দ্রমোহনভার্য্যাঽভূদ্‌ দৈবাদ্বংশবিবর্জ্জিতা ॥

২৩। বাবু হরনাথ রায়।

বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীরামরূপকন্যকা।
হরনাথস্য ভার্য্যাঽথসুতৌ দ্বৌ কন্যকে ততঃ ॥
আনন্দনাথকশ্চাথ নগেন্দ্রনাথকঃ সুতৌ।
ব্যুবাহ তৎসুতাং জ্যেষ্ঠাং দুর্গাচরণ হিঙ্গুজঃ।
সীতানাথো দ্বিতীয়াঞ্চ বিষ্ণুবংশসমুদ্ভবঃ ॥

২৪। বাবু আনন্দনাথ রায়।

হিঙ্গুবংশসমুদ্ভূত মহিমচন্দ্র কন্যকে।
আনন্দনাথভার্য্যেঽথ দ্বিতীয়ায়াংসুতৌমতৌ।
জিতেন্দ্রনাথকো জ্যেষ্ঠো মহেন্দনাথকোঽবরঃ ॥

২৫। জিতেন্দ্রনাথ।

নীমবংশসমুদ্ভব সারদা দাশ কন্যকা।
প্রিয়দেবী ভার্য্যা এষাং ত্রিপুত্র দ্বৌ কন্যকা।
নাম্না হীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, সরোজনাথ সঙ্গক ॥

২৬। হীরেন্দ্রনাথ রায়।

বিষ্ণুবংশ সমুদ্ভব বিপিনচন্দ্র রায় কন্যকা।
শ্রীমতী অনিলাদেবী হীরেন্দ্রনাথস্য গৃহিনী ॥

২৫। মহেন্দ্রনাথ।

অরবিন্দকুলোদ্ভূত সেনহাটী নিবাসিন।
ললিত দাশ কন্যকা প্রমীলা মহেন্দ্র ভার্য্যা॥

২৫। রাজেন্দ্রনাথ রায়।

হিঙ্গু বংশ কুলসম্ভূত মতীলালস্য কন্যকা।
রাজেন্দ্রনাথস্য ভার্য্যা শ্রীমতী নিলীমাদেবী।

২৫। ভূপেন্দ্রনাথ রায়।

আশুতোষ রায় কন্যকা বিষ্ণু বংশ কুলোদ্ভব।
ভূপেন্দ্র রায়স্য জায়া শ্রীমতী কমলদেবী॥

২৪। বাবু নগেন্দ্রনাথ।

নগেন্দ্রনাথভার্য্যে দ্বে বিষ্ণুহিঙ্গুসমুদ্ভবে।
গৌরীনাথসুতা জ্যেষ্ঠা রজনীকান্তজাঽপরা।
যোগেন্দ্রশ্চাথ সত্যেন্দ্রো রামেন্দ্রস্তৎতাস্ত্রয়ঃ॥ *

২১। লালা জয়নারায়ণ রায়।

জয়নারায়ণখ্যস্য ভার্য্যা ত্রিপুর সম্ভবা।
শ্রীজগচ্চন্দ্রবাবুর্হি তদঙ্গজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

২২। জগচ্চন্দ্র বাবু।

জগচ্চন্দ্রস্য ভার্য্যে দ্বে বিষ্ণুবংশসমুদ্ভবে।
কীর্ত্তিনারায়াণাখ্যস্য তনুজাহি বরামতা॥
কমলাকান্ত রায়স্য কন্যকা চাপরাঽভবৎ।
তারিনীচরণশ্চাথ জগদ্বন্ধুস্তথাঽপরঃ॥
রুক্মিনীকান্তবাবুশ্চ ত্রয়স্তস্যসুতামতাঃ।
নিয়তের্দ্দুর্বিপাকাচ্চ বালাকাষ্ঠা দিবংগতৌ।
হিঙ্গুজস্তৎসুতাসূনুঃ চন্দ্রকিশোরসেনকঃ॥

* ইতি (২০) লালারামগতিরায় প্রকরণম্॥

২৩। রুক্মিনীকান্ত বাবু।

রুক্মিনীকান্তবাবোহি চতুর্ভার্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তত্র বরে মতে ভার্য্যে বিষ্ণুবংশসমুদ্ভবে ॥
রাজকিশোরজা জ্যেষ্ঠা দ্বিতীয়া রূপচন্দ্রজা ॥
তৃতীয়া নয়সম্ভূত তারিনীচরণাত্মজা ॥
শিষ্টা মাধবসম্ভূত শ্রীগুরুদাসকন্যকা।
চতুষ্কন্যাশ্চ ষট্পুত্রাঃ শিষ্টয়োঃ পক্ষয়োঃ মত্যাঃ ॥
চন্দ্রকান্তঃসুতোজেষ্ঠ উমাকান্তো দ্বিতীয়কঃ।
তারাকান্তস্তৃতীয়োঽথ জগৎকান্তস্ততঃ পরম্ ॥
পঞ্চমঃ সূর্য্যকান্তোঽথ কনীয়ান্ শ্রীনিবারণঃ।
জগৎকান্তশ্চ সুতাভূদ্ বালএব দিবংগতঃ ॥
ব্যুবাহ কন্যকাং জ্যেষ্ঠাং গোপালোহিঙ্গু সম্ভবঃ।
শ্রীদুর্গানাথকশ্চান্যামরবিন্দ সমুদ্ভবঃ ॥
বিষ্ণুসমুদ্ভবস্তারাপ্রসন্নশ্চাপরাং সুতাম্ ॥
কনীয়সীং সুতামূঢ়ে সীতানাথোহি হিঙ্গুজঃ ॥

২৪। বাবু চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্রকান্তস্য ভার্য্যে দ্বে নিমগণ সমুদ্ভবে।
ব্রজনাথসুতা জ্যেষ্ঠা সনৎকুমারজাঽপরা ॥

২৪। বাবু উমাকান্ত।

উমাকান্তস্য ভার্য্যাহি কাহাকুলসমুদ্ভবা।
আনন্দচন্দ্র দাশস্য ঘটকস্যৈব কন্যকা।

২৪। বাবু তারাকান্ত।

তারাকান্তস্য ভার্য্যাহি বুরুনকুলসম্ভবা।
রাজকুমার সেনস্য কন্যকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥

২৪। সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্যকান্তস্য ভার্য্যাস্যাদ্ গুপ্তজদীনবন্ধুজা।

২৪। নিবারণ চন্দ্র।

শ্রীনিবারণচন্দ্রস্য ভার্য্যা বুরুনসম্ভবা।
গিরিশচন্দ্র সেনস্য স্নুতা শুভা প্রকীর্ত্তিতা॥ *

২১। লালা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়।

অরবিন্দকুলোদ্ভূত শ্রীনন্দরাম কন্যকা।
কীর্ত্তিনারায়ণাখ্যস্য রায়স্য বনিতা মতা।
নীলমনির্হি তৎপুত্রীমূঢ়ে হিঙ্গুসমুদ্ভবঃ॥ †

২১। লালা রাজনারায়ণ রায়।

রাজনারায়ণাখ্যস্য বনিতে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে॥
বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত রামশঙ্করজা বরা॥
দ্বিতীয়া হিঙ্গুজাজ্ঞেয়া রামচরণ কন্যকা।
কৃষ্ণ কালীকিশোরৌহি তদঙ্গজৌ প্রকীর্ত্তিতৌ॥
হিঙ্গুজস্তৎস্নুতামূঢ়ে রাধামাধব সেনকঃ॥

২২। কৃষ্ণকিশোর বাবু।

কৃষ্ণকিশোর রায়স্য তিস্রো ভার্য্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জ্যেষ্ঠাহি হিঙ্গুজাজ্ঞেয়া শ্রীপঞ্চাননকন্যকা॥
অরবিন্দসমুদ্ভূত ভৈরবচন্দ্রজাঽপরা।
শিবনাথস্নুতাচান্যা হিঙ্গুবংশসমুদ্ভূতা॥
মধ্যমায়াঞ্চভার্য্যায়াং বিশ্বনাথঃ স্নুতোঽভবৎ।
তৃতীয়ায়াঞ্চ ভার্য্যায়াং স্নুতৈকা তামুবাহ চ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রসেনোহি হিঙ্গুবংশসমুদ্ভবঃ॥

২৩। বিশ্বনাথ বাবু।

বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীরঘুনাথ কন্যকা।
বাবু শ্রীবিশ্বনাথস্য রায়স্য বণিতা মতা॥

---

* ইতি (২১) লালা জয়নারায়ণ প্রকরণম্॥
† ইতি (২১)লালা কীর্ত্তিনারায়ণ রায় প্রকরণম্॥

বরদাকান্ত রায়োহি তদঙ্গজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিষ্ণুজস্তৎসুতামূঢ়ে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কঃ॥

২৪। বরদাকান্ত বাবু।

বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীজগচ্চন্দ্র কন্যকা॥
ভার্য্যা বরদাকান্তস্য ত্রয়ঃ পুত্রা সুতা ততঃ॥
সত্য-রমা-গিরিজাদি-প্রসন্নাস্তাস্তদঙ্গজাঃ।
বিষ্ণুজস্তৎসুতামূঢ়ে গোবিন্দচন্দ্র রায়কঃ॥

২৫। সত্যপ্রসন্ন রায়।

মাধববংশসম্ভূত কালীপ্রসন্ন কন্যকা॥
সত্যপ্রসন্ন রায়স্য বনিতা সংপ্রকীর্ত্তিতা॥

২২। কালীকিশোর বাবু।

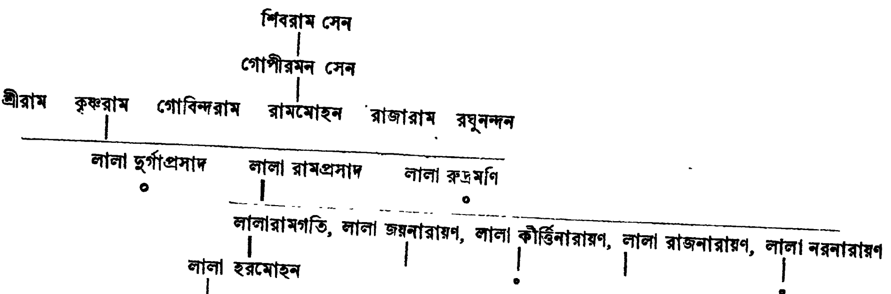
বিষ্ণুবংশসমুদ্ভূত শ্রীকাশীনাথ কন্যকা।
ভার্য্যা কালীকিশোরস্য কাশীচন্দ্রস্তদঙ্গজঃ॥

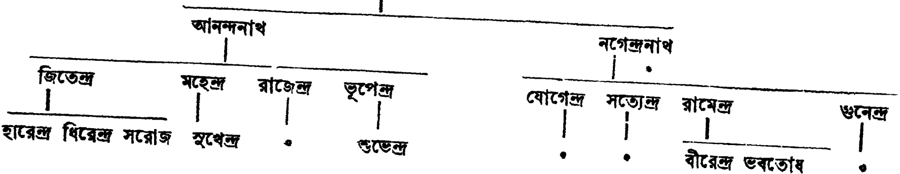
ইতি (২২) কৃষ্ণকিশোর বাবু প্রকরণম্॥
ইতি (২১) লালা রাজনারায়ণ রায় প্রকরণম্।
(২০) লালা রামপ্রসাদ রায় প্ররকরণম্।
(১৯) দেওয়ান কৃষ্ণরাম প্রকরণঞ্চ॥

জপ্‌সা ছয়হাবেলী

লালা বাবুর বংশ বিবরণ

(বড় হিস্যা)





(মধ্যম হিস্যা)

লালা জয়নারায়ণ
|
লালা জগচ্চন্দ্র
|
তারিনী জগবন্ধু বাবু রুক্মিনীকান্ত
|
চন্দ্রকান্ত — উমাকান্ত — তারাকান্ত — জগৎকান্ত — সূর্য্যকান্ত — নিবারণ

- চন্দ্রকান্ত: যামিনী
- উমাকান্ত: রোহিনী, কালীকান্ত, দীনেশ, ভূপেশ, নরেশ
- তারাকান্ত: নলিনী, গিরিজা, হেমকান্ত, সুধীরকান্ত
- জগৎকান্ত: ০
- সূর্য্যকান্ত: ০
- নিবারণ: গণেশচন্দ্র, কিরণচন্দ্র

(ছোট হিস্যা)

লালা রাজনারায়ণ
|
লালা কৃষ্ণকিশোর — লালা গুরুপ্রসাদ — লালা কালীকিশোর

লালা কৃষ্ণকিশোর
|
বাবু বিশ্বনাথ
|
বরদাকান্ত
|
সত্যপ্রসন্ন — রমাপ্রসন্ন — গিরিজাপ্রসন্ন

- সত্যপ্রসন্ন: নরেন্দ্র
- রমাপ্রসন্ন: ১ ২ ৩
- গিরিজাপ্রসন্ন: নীরেন্দ্র শম্ভু ফটিক খোকা

লালা কালীকিশোর
|
কাশীচন্দ্র

তপ্পে আবদুল্লাপুর।

এই পরগণা পূর্ব্বে সুবিশাল সেলিমাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; সেলিমাবাদের সার্দ্ধ চারি আনি অংশ লইয়াই এই পরগণার সৃষ্টি হয়। ফরিদপুরের অন্তঃপাতী জপসা গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদার লালাবাবুগণ ইহার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। এই জমীদারগণ বাখরগঞ্জবাসী না হইলেও এতদ্দেশের সহিত ইহাদিগের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব এস্থলে ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধন্বন্তরিকুলোদ্ভব মহাত্মা গোপীরমণ সেন এই জমীদার বংশের স্থাপয়িতা। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বেদগর্ভ সেন বিদ্যাধ্যয়ন জন্য যশোহর জিলান্তর্গত ইতনা হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজনগর গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদগর্ভের দুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের বংশেই বৈদ্যকুল-প্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপীরমণের বংশধরগণের যশঃ সৌরভে এক সময়ে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ আমোদিত হইত।

গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম "দেওয়ান" উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। কৃষ্ণরাম দেওয়ানের পুত্র রামপ্রসাদ বহু কুলক্রিয়া এবং অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বজাতি-সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জপসার জমীদারবংশে তিনি গৌরবাত্মক "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হন। লালা রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে মহাত্মা রামগতি রায় নানাগুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ, উদার, ধার্ম্মিক এবং বিদ্যানুরাগী তৎকালে অধিক দৃষ্টিগোচর হইত না। "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" এবং "যোগকল্পলতিকা" নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগের আংশিক পরিচায়ক মাত্র। নব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে উক্ত মহাপুরুষ কাশীধামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামগতির বিদূষী কন্যা আনন্দময়ী এবং মধ্যম সহোদর জয়নারায়ণের কবিত্ব শক্তিও অসামান্য ছিল। তাঁহারা "হরিলীলা" এবং "চণ্ডীকাব্য" নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তাঁহাদিগের প্রতিভাবলে জপসা একটি সারস্বতকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। তখন বিদ্যালোচনায় এই পল্লী, বিক্রমপুর অঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত এবং সমাদৃত হইত।

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার, পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাহে সদ্জ্ঞানী বিস্তর।
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণী বসতির স্থান, জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান॥

(রোহিনী কুমার সেন প্রণীত "বাকলার ইতিহাস" মায়াতিমির চন্দ্রিকা—৩১৬ পৃষ্ঠা)

লালা রামপ্রসাদ রায়ের

বংশ বিবরণ

(বংশাবলী খণ্ড)

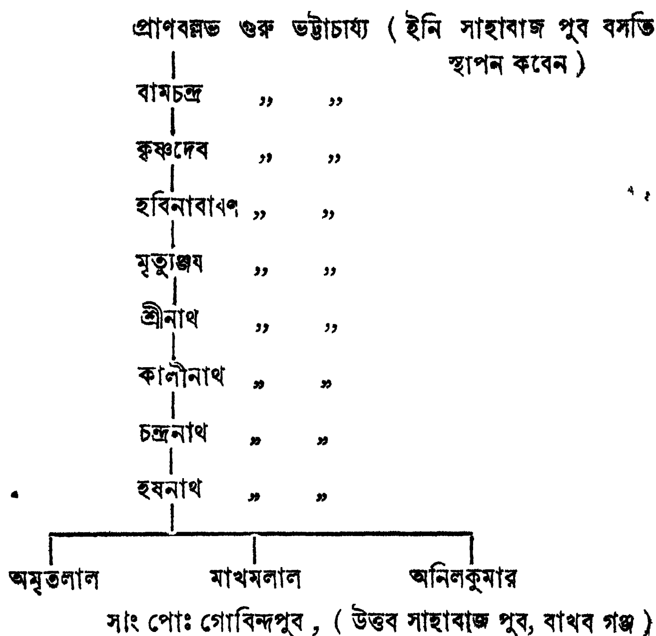
সূচী

সর্ব্ববিদ্যা বংশ

লালা রামপ্রসাদ এর কুলগুরু

লালা রামপ্রসাদের কুলগুরু সর্ব্ববিদ্যাবংশ ঠাকুর সর্ব্বানন্দ ৺মেহার ধামে দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার ৬ষ্ঠ পুরুষ প্রাণবল্লভ ঠাকুর উত্তর সাহাবাজপুরের জমিদার শ্রীরাম রায় (চাঁদরায়) মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন, এবং শ্রীরাম রায় (চাঁদরাও) এর অনুরোধে সাহাবাজপুরেই বসতি করেন। জপ্‌সার ছয় হাবেলীর স্থাপয়িতা মহাত্মা গোপীরমণ সেন উক্ত জমিদার বংশে বিবাহ করিবার পর, এই গুরু ৩য় বংশের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।

কাঞ্চন আচার্য্য (পূর্ব্বস্থলী যশোহর)
|
বসুদেব
|
শম্ভুনাথ
|
সর্ব্বানন্দ (ইনি মেহারে সিদ্ধিলাভ করেন)
|
শিবনাথ
|
হলধর
|
রমানাথ
|
রামনারায়ণ
|
লক্ষ্মণানন্দ


প্রাণবল্লভ গুরু ভট্টাচার্য্য (ইনি সাহাবাজ পুর বসতি স্থাপন করেন)
রামচন্দ্র ,, ,,
কৃষ্ণদেব ,, ,,
হরিনারায়ণ ,, ,,
মৃত্যুঞ্জয় ,, ,,
শ্রীনাথ ,, ,,
কালীনাথ ,, ,,
চন্দ্রনাথ ,, ,,
হৃষনাথ ,, ,,
অমৃতলাল
মাখমলাল
অনিলকুমার
সাং পোঃ গোবিন্দপুর, (উত্তর সাহাবাজ পুর, বাখর গঞ্জ)

লালা রামপ্রসাদ রায়ের

বংশ-বিবরণ

জপ্‌সার ছয়হাবেলী

(বলভদ্র বংশ)

আদি পুরুষগণ

—[*]—

১। রাজা শ্রীহর্ষ

২। বিমল সেন (ইনি বঙ্গে আসেন)

৩। বিনায়ক সেন

৪। ধন্বন্তরি

৫। গাঙ্গেয়ী

৬। হিঙ্গু (ইনি সেনহাটী আসেন)

৭। বলভদ্র

৮। অনিরুদ্ধ

৯। অর্জ্জুন

১০। বাচস্পতি (ইনি ইট্‌নাতে বাস করেন)

১১। হৃষীকেশ

১২। যশচ্চন্দ্র
|
১৩। গোবিন্দ
|
১৪। **বেদগর্ভ** (ইনি ইট্‌না হইতে বিলদাওয়ানিয়াতে আসেন (রাজনগর)
|
১৫। নীলকণ্ঠ (ইনি জপ্‌সাতে আসেন) শ্রীকৃষ্ণ (ইনি রাজনগর থাকেন)
|
১৬। **রাজেন্দ্র**

১৭। চণ্ডীচরণ শিবরাম নিমচন্দ্র তিতারাম দুর্গারাম রামচরণ
|
১৮। **গোপীরমণ**

পুত্র— শ্রীরাম কৃষ্ণরাম গোবিন্দরাম রামমোহন রাজারাম রঘুনন্দন

কন্যা :—সত্যবতী—স্বামী চন্দ্রশেখর দাশ

বিক্রমপুর নিম, যদুনন্দন।

গোপীরমণের ছয় পুত্রের ছয়হাবেলী

(১৬৯৯ খৃঃ বিভাগ হয়)

১৯ দেওয়ান কৃষ্ণরাম

(জন্ম—১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)

১৯। **কৃষ্ণরাম রায়** দেওয়ান বা কৃষ্ণনাথ রায়, বিবাহ ১ম রামগুপ্তের কন্যা, পরে দ্বিতীয় খড়রিয়া, মূলঘড় বিষ্ণুদাশ বংশীয় শ্যামসুন্দর রায়ের কন্যা কমলা দেবী। (সেনহাটী বিকর্ত্তন গোপীকান্ত সরস্বতী ভূষণের দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
১৭ দুর্গাপ্রসাদ (১মা পত্নীর)	১। ভগবতী—স্বামী সন্তোষ রায় খড়রিয়া বিষ্ণু।
১৭ রামপ্রসাদ	২। অপর্ণা—স্বামীকন্দর্প রায় কাজুলিয়া বিষ্ণু।
১৭ রুদ্রমনি রায়	৩। পার্ব্বতী—স্বামী কামদেব গুপ্ত সেনহাটী কায় (জপসা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত)
	৪। ভাগ্যবতী—স্বামী হরিহর বিদ্যারত্ন সেনহাটী অরবিন্দ।

(১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ছয়হাবেলী বিভাগ হয়)

২০। **দুর্গাপ্রসাদ রায়** বিবাহ মহিপতি বংশীয় মহাদেব গুপ্তের কন্যা।

পুত্র	কন্যা
0	0

২০ লালা রামপ্রসাদ

(জন্ম—অনুমান ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ)

লালা রামপ্রসাদ রায় বিবাহ খড়রিয়া বিষ্ণু গঙ্গারাম রায়ের কন্যা সুমতী দেবী। (ইটনা আদিত্য কবিরাজ মনির দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
২১ লালা রামগতি	১। গঙ্গামণি—স্বামী প্রাণকৃষ্ণ সেন
২১ লালা জয়নারায়ণ	পয়োগ্রাম প্রভাকর (ইনি বিদুষী ছিলেন)
২১ লালা কীর্ত্তিনারায়ণ	২। সর্ব্বেশ্বরী—স্বামী রামধন সেন
২১ লালা রাজনারায়ণ	পয়োগ্রাম প্রভাকর।
২১ লালা নরনরায়ণ	

বড় হিস্যা।

২১। **লালা রামগতি রায়** বিবাহ সিদ্ধকাঠী পীতাম্বর রাধাকান্ত রায়ের কন্যা কাত্যায়নী দেবী। (হোগলডাঙ্গা, লক্ষণ রামচন্দ্র সেনের দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
২২ হরমোহন	১। আনন্দময়ী—স্বামী অযোধ্যারাম সেন পয়োগ্রাম প্রভাকর (প্রসিদ্ধ লেখিকা)
	২। গঙ্গাময়ী—স্বামী মাণিকচন্দ্র সেন সেনহাটী ধর্ম্মাঙ্গদ।
	৩। কলাময়ী—স্বামী রামচন্দ্র রায়

পুত্র | কন্যা

সেনহাটী অরবিন্দ।

৪। ক্ষেমাঙ্করী—স্বামী রামলোচন মজুমদার সেনদিয়া বিষ্ণু।

২২। **লালা হরমোহন রায়** বিবাহ মূলঘড় (খড়রিয়া) বিষ্ণু প্রাণকৃষ্ণ রায়ের কন্যা ষষ্ঠী দেবী। (রত্নমালা) দাদপুরগণ, নারায়ণ রায়ের দৌহিত্রী।

পুত্র | কন্যা

২৩ রামদয়াল | 0

২৩ চন্দ্রমোহন

২৩ হরনাথ (দত্তক)

২৩। **লালা চন্দ্রমোহন রায়** বিবাহ মূলখড় (খড়রিয়া) বিষ্ণু শিবনাথ রায়ের কন্যা কুমারী দেবী। (পয়োগ্রাম হিঙ্গু, কৃষ্ণানন্দ সেনের দৌহিত্রী)

পুত্র | কন্যা

0 | 0

২৩। **বাবু হরনাথ রায়** (মৃত্যু—১২৮৯) বিবাহ মূলঘড় (খড়রিয়া) বিষ্ণু রামরূপ রায়ের কন্যা মহামায়া দেবী। (রাজা গঙ্গাদাশের দৌহিত্রী)

পুত্র | কন্যা

২৪ আনন্দনাথ

জন্ম, ১২৬২ ১৭ই কার্ত্তিক,

মৃত্যু, ৯ই পৌষ ১৩৪০

২৪ নগেন্দ্রনাথ

জন্ম—১২৬৯, মৃত্যু—১৩০৬, অগ্রহায়ণ

১। বিধুমুখী—স্বামী দুর্গাচরণ রায় সেনদিয়া পীতাম্বর।

২। বসন্তকুমারী—স্বামী সীতানাথ রায় খড়রিয়া বিষ্ণু।

২৪ বাবু আনন্দনাথ রায়

সাহিত্য-শেখর

(জন্ম—১২৬২, ১৭ই কার্ত্তিক, জপসা : মৃত্যু—৯ই পৌষ, ১৩৪০, কলিকাতা)

বিবাহ সেনদিয়া পীতাম্বর মহিমচন্দ্র রায়ের প্রথমা কন্যা বামাসুন্দরী দেবী, (মৃত্যু—১২৯৬ কলিকাতা) পরে ঐ রায়ের তৃতীয়া কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী (মৃত্যু—১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৯ কলিকাতা)। (কাজুলিয়া বিষ্ণু কালীদাস রায়ের দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
২৫ জিতেন্দ্রনাথ (প্রথমার) (জন্ম—১২৮৯, ১৯শে চৈত্র)	১। কুসুম কুমারী—স্বামী বিনোদ বিহারী দাশ জপসা নয়।
২৫ মহেন্দ্রনাথ (২য়ার) (জন্ম—২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩০৩)	২। ষোড়শী—স্বামী অবনীরঞ্জন গুপ্ত কালিয়া ত্রিপুর, অধুনা কুড়াশী।
২৫ রাজেন্দ্রনাথ (জন্ম—১৩০৫)	৩। সুমতি—স্বামী কুলদাকিঙ্কর রায় কাজুলিয়া বিষ্ণু।
২৫ ভূপেন্দ্রনাথ (জন্ম—১লা অগ্রহায়ণ ১৩০৯)	

২৫। **জিতেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ বিক্রমপুর গাড়ুরগাঁনিম সারদাপ্রসন্ন দাশের ২য়া কন্যা প্রিয়ভাষিণী দেবী, (মৃত্যু—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, কলিকাতা, বিজয় সেনের দৌহিত্রী)।

পুত্র	কন্যা
২৬ হীরেন্দ্রনাথ (জন্ম—২৫শে আশ্বিন, ১৩১৮)	১। পারুল—স্বামী বিমলরঞ্জন দাশ বিক্রমপুর নয়।
২৬ ধীরেন্দ্রনাথ (মৃত্যু—২৮শে অ্যাগ্রহায়ণ, ১৩২৮)	২। মুকুল (জন্ম—১৩২৫, মৃত্যু—১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৪)
২৬ সরোজনাথ (জন্ম—১৪ই ফাল্গুন, ১৩২৫)	

২৬। **হীরেন্দ্র নাথ রায়** বিবাহ খড়রিয়া অধুনা

মাহিলাড়া বিষ্ণু বিপিনচন্দ্র রায়ের কন্যা অনিলা দেবী। (সিদ্ধকাঠী তারাপ্রসন্ন রায়ের দৌহিত্র)

পুত্র	কন্যা
0	0

২৫। **মহেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ সেনহাটী অরবিন্দ ললিতমোহন দাশের কন্যা প্রমীলা দেবী। (কীর্ত্তিপাশার জমিদার প্রসন্ন কুমার সেনের দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
২৬ সুখেন্দ্র (জন্ম—৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩)	0

২৫। **রাজেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ স্বর্ণগ্রাম হিঙ্গু-বংশীয় মতিলাল সেনের কন্যা নিলীমা দেবী। (জপসার তারাশঙ্কর রায়ের দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
0	0

২৫। **ভূপেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ খড়রিয়া বিষ্ণু আশু-তোষ রায়ের কন্যা কমলা দেবী। (সহবাজপুর রায়ের দৌহিত্রী)

পুত্র	কন্যা
শুভেন্দ্র (জন্ম—১লা মাঘ, ১৩৪১)	বকুল

২৪ বাবু নগেন্দ্রনাথ রায়

১ম বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু গৌরীনাথ মজুমদারের কন্যা সুখদা সুন্দরী দেবী পরে ডোংসার হিঙ্গু কৃষ্ণরাম, রজনীকান্ত সেনের কন্যা চপলা দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৫ যোগেন্দ্র	0
২৫ সত্যেন্দ্র	

পুত্র	কন্যা
২৫ রামেন্দ্র
২৫ গুণেন্দ্র (শেষাংশ)

২৫। **রামেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম পূর্ণচন্দ্র দাশের ২য় কন্যা লাবণ্যলতা দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৬ বীরেন্দ্র	১। শান্তি—স্বামী সতীশচন্দ্র সেন কোয়রপুর মাধব।
২৬ লালু	
২৬ মাখন	
২৬ ভবতোষ	

মধ্যম হিস্যা।

২১। **লালা জয়নারায়ণ রায়** বিবাহ কালিয়া ত্রিপুর জনার্দ্দন গুপ্তের কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২২ জগচ্চন্দ্র (দত্তক)	0

২২। **লালা জগচ্চন্দ্র রায়** বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু কীর্ত্তিনারায়ণ মজুমদারের কন্যা শশীকলা দেবী পরে খড়রিয়া বিষ্ণু কমলাকান্ত রায়ের কন্যা চন্দ্রকলা দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৩ তারিণীচরণ 0	১। ভবানী—স্বামী চন্দ্রকিশোর সেন পয়োগ্রাম প্রভাকর।
২৩ জগবন্ধু	
রুক্মিণীকান্ত (দত্তক)	

২৩। **বাবু রুক্মিণীকান্ত রায়** প্রথম বিবাহ খড়-

স্ত্রিয়া বিষ্ণু রাজকিশোর রায়ের কন্যা, দ্বিতীয় বিবাহ খান্দারপাড় বিষ্ণু রূপচন্দ্র রায়ের কন্যা ত্রিপুরা দেবী (ইনি শিক্ষিতা ছিলেন)। তৃতীয় বিবাহ বেন্দা নয় তারিণীচরণ দাশের কন্যা সুখদা সুন্দরী দেবী। চতুর্থ বিবাহ জপসা মাধব গুরুদাস সেনের কন্যা রাজকুমারী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৪ চন্দ্রকান্ত (৪র্থ পক্ষ)	১। নিত্যকালী (৩য় পক্ষ)—স্বামী গোপালচন্দ্র সেন পয়োগ্রাম, প্রভাকর।
২৪ উমাকান্ত (৩য় পক্ষ)	
২৪ তারাকান্ত (৪র্থ পক্ষ)	
২৪ জগৎকান্ত (৩য় পক্ষ)	২। কাদম্বিনী (৩য় পক্ষ)—স্বামী দুর্গানাথ সেন, সেনহাটী অরবিন্দ।
২৪ সূর্য্যকান্ত ”	
২৪ নিবারণ (৪র্থ পক্ষ)	৩। স্বর্ণময়ী (৩য় পক্ষ)—স্বামী তারাপ্রসন্ন মজুমদার, খান্দারপাড় বিষ্ণু।
	৪। সূর্য্যমণি (৩য় পক্ষ)—স্বামী সীতানাথ রায়, সিদ্ধকাঠী পীতাম্বর।

২৪। **চন্দ্রকান্ত রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম ব্রজনাথ দাশের কন্যা সুশীলা দেবী পরে ভরাকরগণ সনৎকুমার সেনের কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৫ যামিনী (গোপাল)	0

২৫। **যামিনীকান্ত রায়** (গোপাল) বিবাহ সোনারং মহিপতি হেমচন্দ্র গুপ্তের কন্যা পরে ভরাকরগণ হেমচন্দ্র সেনের কন্যা।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৪। **উমাকান্ত রায়** বিবাহ বিদ্‌গ্রাম কার্ণ আনন্দচন্দ্র দাশ কবিরাজ ঘটকের কন্যা চিন্তামণি দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৫ রোহিণী (ভগবান)	১। বগলা—বিবাহ বিক্রমপুর মধ্যপাড়া।
২৫ কালীকান্ত	২। স্বামী সারদা দাশ
২৫ দীনেশ	
২৫ ভূপেনকান্ত (নন্তু)	
২৫ নরেনকান্ত (কুট্টা)	

২৪। **তারাকান্ত রায়** বিবাহ বিদগা বুরুণ রামকুমার সেনের কন্যা হেমনলিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
নলিনীকান্ত	১। প্রিয়বালা—স্বামী বীরেন্দ্রমোহন সেন, সোনারং।
কালী (গিরিজাকান্ত)	
হেমকান্ত	
সুধীরকান্ত	

২৪। **সূর্য্যকান্ত রায়** বিবাহ বড়াইল ত্রিপুর দীনবন্ধু গুপ্তের কন্যা অবলা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	১। কিরণবালা—স্বামী ক্ষিতীশচন্দ্র সেন সোনারং কৃষ্ণরাম।

২৪। **নিবারণচন্দ্র রায়** বিবাহ বানারী বুরুণ গিরিশ চন্দ্র সেনের কন্যা সরোজিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
১। গণেশচন্দ্র	১। লাবণ্যময়ী—স্বামী মনোরঞ্জন দাশ পালং সত্যবন্ত।
২। কিরণচন্দ্র	২। হেমলতা—স্বামী যতীন্দ্রনাথ দাশ গৈলা নিম দাশ।

২৫। **রোহিনীকান্ত রায়** বিবাহ কোটাপাড়া মাধব, আনন্দচন্দ্র রায়ের কন্যা মনোরমা দেবী।

পুত্র	কন্যা
প্রণবকান্ত	0
সুবোধকান্ত	

কালীকান্ত রায় বিবাহ পাচ্চর বিজয়চন্দ্র সেনের কন্যা ননীবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
দীপককান্ত	0

২৫। **দীনেশকান্ত রায়** বিবাহ কোটালীপাড়া মাধব আনন্দচন্দ্র রায়ের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৫। **নলিনীকান্ত রায়** বিবাহ স্বর্ণগ্রাম হিঙ্গু উমাপতি প্রফুল্লকুমার সেনের কন্যা বিজনবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
অনিলকান্ত	0
অজিতকান্ত	

২৫। **গিরিজাকান্ত রায়** বিবাহ কোটালীপাড়া যোগেন্দ্রনাথ সেনের কন্যা ননীবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
দিলীপ	0

২১। **কান্তিনারায়ণ রায়** বিবাহ সেনহাটী অরবিন্দ দেবীপ্রসাদ দাশের কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	১। তারাময়ী—স্বামী নীলমণি সেন পয়োগ্রাম হিঙ্গু।

ছোট হিস্যা।

২১। **লালা রাজনারায়ণ রায়** বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু রামশঙ্কর মজুমদারের কন্যা মণিকর্ণিকা দেবী।

পুত্র	কন্যা
২২। কৃষ্ণকিশোর	১। সুদক্ষিণা—স্বামী রাধামাধব সেন পয়োগ্রাম, হিঙ্গু।
২২। কালীকিশোর	

২২। **কৃষ্ণকিশোর রায়** বিবাহ খান্দারপাড় হিঙ্গু পঞ্চানন রায়ের কন্যা স্বরূপা দেবী, পরে সেনহাটী অরবিন্দ ভৈরবচন্দ্র দাশের কন্যা সুপ্রসন্না দেবী, পরে বিক্রমপুর ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম শিবনাথ সেনের কন্যা রুদ্রাণী দেবী।

পুত্র	কন্যা
বিশ্বনাথ (২য় পক্ষ)	শিবসুন্দরী (৩য়)—স্বামী গৌরচন্দ্র সেন, পয়োগ্রাম প্রভাকর।

২৩। **বিশ্বনাথ রায়** বিবাহ খান্দারপাড় বিষ্ণু রঘুনাথ রায়ের কন্যা কুমারী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৪ বরদাকান্ত (দত্তক)	১। চন্দ্রমুখী—স্বামী ক্ষীরোদচন্দ্র রায় খড়রিয়া বিষ্ণু।

২৪। **বরদাকান্ত রায়** বিবাহ খান্দারপাড় বিষ্ণু জগচ্চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সৌদামিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৫ সত্যপ্রসন্ন	১। গঙ্গামণি—স্বামী গোবিন্দচন্দ্র রায় খান্দারপাড় বিষ্ণু।
২৫ রমাপ্রসন্ন	
২৫ গিরিজাপ্রসন্ন	

২৫। **সত্যপ্রসন্ন রায়** বিবাহ মাধব কালীপ্রসন্ন সেনের কন্যা কুমুদিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৬ নরেন্দ্র	১। লাবণ্যলতা—স্বামী গুরুপ্রসন্ন সেন কামারখাড়া হিঙ্গু উমাপতি।

২৬। **নরেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ বানরী বুরুণ সুরেন্দ্রকুমার সেনের কন্যা প্রফুল্লনলিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
খোকা	0

২৫। **রমাপ্রসন্ন রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব অভয়াচরণ রায়ের কন্যা নগেন্দ্রবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৬ নৃপেন্দ্র	স্নেহলতা
২৬ কালিদাস	
২৬ খোকা	

২৫। **গিরিজাপ্রসন্ন রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম হরনাথ দাশ-সরকারের কন্যা মাতঙ্গিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৬ নীরেন্দ্র	ঊষা
২৬ শম্ভুনাথ	
২৬ ফটিক	
২৬ খোকা	

২২। **বাণীকিশোর রায়**

২২। **কালীকিশোর রায়** বিবাহ খড়রিয়া বিষ্ণু কালীনাথ রায়ের কন্যা দুর্গা দেবী (রাজমোহন দাশের দৌহিত্রী, রাজনগর)।

পুত্র	কন্যা
২৩ **কাশীচন্দ্র**	0

ইতি
লালা বাবুর বংশ

১৯ শ্রীরাম সেন

বিবাহ বাহেরক

পুত্র	কন্যা
১। দুর্গাচরণ	স্বামী রামচন্দ্র সেন বিক্রমপুর।
২। বলরাম	
৩। নন্দরাম	
৪। সুধারাম	
৫। রামরত্ন	
৬। জগন্নাথ	

২০ দুর্গাচরণ সেন

পুত্র	কন্যা
১। রাম সন্তোষ	
২। জগমোহন	
৩। কালীপ্রসন্ন	

২১ রাম সন্তোস

পুত্র	কন্যা
রামভদ্র	

২২। রামভদ্র বিবাহ সোনারং বিশারদ বংশে ২টী দুর্গা বারাণসী।

পুত্র	কন্যা
১। কালীদাস	
২। রূপচন্দ্র	
৩। গোপালকৃষ্ণ	
৪। শিবদাস	

২৩। কালীদাস বিবাহ হাতারভোগগণ বংশের কন্যা সর্ব্বমঙ্গলা।

পুত্র   কন্যা

কালীরমণ

২৪ কালীরমণ সেন বিবাহ সোনারং বিশারদ হরিশ্চন্দ্র সেনের কন্যা চন্দ্রকলা।

পুত্র   কন্যা

তারাপ্রসন্ন (দত্তক)

২৫। তারাপ্রসন্ন সেন বিবাহ সেনদীয়া বিষ্ণু গৌরীনাথ মজুমদারের কন্যা বিধুমুখী।

পুত্র   কন্যা

১। হরপ্রসন্ন
২। বগলা প্রসন্ন

১। শশীকলা—স্বামী নিরঞ্জন দাশ কার্ণ কালীয়া অধুনা দেওরি।
২। উত্তমা—স্বামী কৈলাস চন্দ্র দাশ কার্ণ নয়না।
৩। নির্ম্মলা—স্বামী শশীকান্ত গুপ্ত কায়ু জপসা।

২৬। হরপ্রসন্ন সেন বিবাহ কোয়রপুর কায়ু ললিত মোহন গুপ্তের কন্যা লবঙ্গলতা, পরে কোয়রপুর নিম অম্বিকা দাসের কন্যা হেমাঙ্গিনী।

পুত্র   কন্যা

২৭ খোকা

২৩। রূপচন্দ্র সেন বিবাহ পয়োগ্রাম প্রভাকর কাশীগুপ্ত সেনের কন্যা কৃপাময়ী।

২৩। গোপালকৃষ্ণ বিবাহ ১ম রাজনগরনিমদাস কমল চন্দ্র সেনের কন্যা আনন্দময়ী।

পুত্র   কন্যা

দুর্গাদাস

চন্দ্রকলা (গঙ্গা)—স্বামী স্বরূপচন্দ্র সেন খান্দারপাড় পীতাম্বর।

২৪। দুর্গাদাস সেন বিবাহ সোনারং বিশারদ হরিশ্চন্দ্র সেনের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া পরে কালিয়া দেওনারায়ণ দাসের কন্যা উমাসুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
রাজ কুমার (দত্তক)	১। হরসুন্দরী—স্বামী চন্দ্রকুমার সেন পয়োগ্রাম প্রভাকর।
	২। রেবতী—স্বামী মহিমচন্দ্র রায় খান্দারপার, বিষ্ণু।
	৩। স্বর্ণময়ী—স্বামী পূর্ণচন্দ্র দাশ কালিয়া, নয়।
	৪। অন্নদা—স্বামী চন্দ্রকান্ত সেন কালিয়া, নয়।
	৫। বিধুমুখী—স্বামী চন্দ্রকান্ত দাশ সেনহাটী অরবিন্দ।

২৫। রাজকুমার সেন বিবাহ ১ম সোনারং বিষ্ণু কালী চরণ রায়ের কন্যা নিস্তারিণী ২য় কোয়রপুর কায়ু মোহিনী মোহন গুপ্তের কন্যা হেমলতা ৩য় গাউপাড়া নিম ভবনাথ দাসের কন্যা লোকবাহিনী।

পুত্র	কন্যা
১। কালী প্রসন্ন ১ মায়াং	১। চন্দ্রমুখী—স্বামী হেমন্ত কুমার সেন পয়োগ্রাম প্রভাকর
২। খগেন্দ্র ২য় ৩য়	২। ভুবনেশ্বরী—স্বামী নগেন্দ্রচন্দ্র দাশ দাস কার্ণ।
৩। সরোজ কুমার ৩য়	৩। জগদ্ধাত্রী—স্বামী খগেন্দ্র নাথ সরকার কোয়রপুর নিম।
৪। ধীরেন্দ্র নারায়ণ ৩য়	

২৬। কালী প্রসন্ন সেন বিবাহ ১ম পায়োগ্রাম অধুনা পোনাবালিয়া তারা প্রসন্ন সেনের কন্যা নির্ম্মলা পরে কামারখাড়া হিঙ্গু উমাপতি দাশের কন্যা প্রমদাসুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
১। দেবী প্রসন্ন	ভগবতী—স্বামী তরিৎ মোহন সেন
২। সন্তোষ	নিম কোয়রপুর।
৩। খোকা	

ইতি রাম সন্তোষ সেন।

২১। জগমোহন সেন বিবাহ্ কালীয়া নয় বংশে রাম প্রিয়া।

পুত্র	কন্যা
রুদ্র নারায়ণ	১। স্বামী চণ্ডী প্রসাদ সেন সেনহাটী অরবিন্দ।
	২। স্বামী প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার সেনদিয়া বিষ্ণু।

২২ রুদ্র নারায়ণ স্ত্রী অন্নপূর্ণা

পুত্র	কন্যা
১। ভৈরব চন্দ্র	
২। হরিশ্চন্দ্র	
৩। গোকুলচন্দ্র	
৪। নবকৃষ্ণ	

২৩ ভৈরব চন্দ্র স্ত্রী মণিকর্ণিকা

পুত্র	কন্যা
১। গুরুচরণ	
২ দুর্গাচরণ	

হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী ভাগিরথী

পুত্র	কন্যা
	কমলা—স্বামী কালাচাঁদ রায় গান্দারপাড় বিষ্ণু জপসা স্থায়ী।

২৩। গোকুলচন্দ্র সেন বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু রাজকৃষ্ণ মজুমদারের কন্যা।

পুত্র কন্যা

১। কালীকুমার

২। দীনবন্ধু

২৪। কালীকুমার বিবাহ গাউপাড়াগণ অমরকৃষ্ণ সেনের কন্যা হরসুন্দরী।

পুত্র কন্যা

দীনবন্ধু বিবাহ কোয়রপুর মাধবচন্দ্র রায়ের কন্যা শশীমুখী।

পুত্র কন্যা

২৫ হরিপ্রসন্ন

১। শ্যামাসুন্দরী—স্বামী শ্যামচরণ রায় কুরাশী বিষ্ণু।

২। বামাসুন্দরী—স্বামী চন্দ্রকান্ত দাশ কালীয়া নয়।

২৫। হরিপ্রসন্ন সেন বিবাহ ডোমসার হিঙ্গু কৃষ্ণরাম জয়চন্দ্র সেনের কন্যা বরদা সুন্দরী।

পুত্র কন্যা

১। কুঞ্জলাল

২। বিনোদলাল

১। হেমলতা—স্বামী ললিতমোহন দাশ কার্ণ।

২। প্রেমলতা—স্বামী নরেন্দ্রমোহন দাশ দৌলতপুর।

২৬। কুঞ্জলাল সেন বিবাহ কার্ত্তিকপুর শক্তি ভুবন মোহন সেনের কন্যা শৈবলিনী।

পুত্র কন্যা

১। জগবন্ধু

২। অনাথবন্ধু

১। সুচারু—স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র দাশ কোয়রপুর নিম।

২। ফুল্ল কামিনী—স্বামী

২৬। বিনোদলাল বিবাহ কোয়রপুর নিম বিশ্বেশ্বর দাশ সরকারের কন্যা

২৩। নবকৃষ্ণ সেন বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু গঙ্গা প্রকাশ মজুমদারের কন্যা পরে জপসা মাধব রামশরণ সেনের কন্যা।

পুত্র	কন্যা
১। তারিণীনাথ	গঙ্গা—স্বামী শরৎচন্দ্র দাশ নয় বানারী।
২। দ্বারকানাথ	
৩। বৈকুণ্ঠ নাথ	
৪। ত্রৈলক্য নাথ	

২৪। তারিণী নাথ সেন বিবাহ জপসা মহিপতি গুপ্ত সদাশিব গুপ্তের কন্যা এলোকেশী।

পুত্র	কন্যা
১। সীতানাথ	১। ইচ্ছাময়ী—স্বামী গিরীশচন্দ্র গুপ্ত পোরাগাছা ত্রিপুর গুপ্ত।
২। রাজচন্দ্রনাথ	২। দ্রবময়ী কালীনাথ মজুমদার কান্তরিয়া বিষ্ণু।

২৫। সীতানাথ সেন বিবাহ কোয়রপুর মাধব হরিশ্চন্দ্র রায়ের কন্যা সুশীলা সুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
১। অনাদিনাথ	১। হিরন্ময়ী—স্বামী লালবিহারী মজুমদার সেনদিয়া বিষ্ণু।
	২। চারুবালা—স্বামী নিবারণচন্দ্র গাউপাড়াগণ।

২৪। বৈকুণ্ঠনাথ সেন বিবাহ কোয়রপুর মাধব হরি রায়ের কন্যা চন্দ্রমুখী।

পুত্র	কন্যা
১। প্রিয়নাথ	১। মনোরমা—স্বামী অখিলচন্দ্র দাশ নয়না কার্ণ।
২। উপেন্দ্রনাথ	

পুত্র	কন্যা
৩। স্থরেন্দ্রনাথ	২। সরলা—স্বামী গুরুপ্রসন্ন গুপ্ত জপসা কায়ু।
৪। বসন্ত কুমার	৩। হেমপ্রভা—শশীভূষণ গুপ্ত কোয়র-পুর কায়ু।
৫। হেমন্ত কুমার	৪। কিরণ—স্বামী শীতলচন্দ্র সেন ভরাকরগণ।
৬। গুরুনাথ	৫। হেমাঙ্গিনী—স্বামী উপেন্দ্রনাথ সেন সোনারং বিশারদ।
	৬। হেমলতা—স্বামী হেমরঞ্জন গুপ্ত জপসা কায়ু।
	৭। হাস্থলতা—স্বামী নরেন্দ্র মোহন দাশ পাচ্চর কার্ণ।

২৫। প্রিয়নাথ সেন বিবাহ সোনার ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম আনন্দমোহনের কন্যা তরলা।

পুত্র 0 কন্যা 0

২৫। উপেন্দ্রনাথ সেন বিবাহ কোয়রপুর মাধব অধুনা পালং কালী মোহন সেনের কন্যা হেমাঙ্গিনী।

পুত্র	কন্যা
১। শান্তিময়	১। নলিনীবালা—স্বামী ভবতোষ দাশ ভূঞা কলমা নিম দাশ।
২। জ্যোৎস্না	
৩। জ্যোতির্ম্ময়	২। রেণুকা—স্বামী ক্ষীতিশচন্দ্র দাশ কালিয়া অরবিন্দ।
৪। আনন্দময়	

২৫। স্থরেন্দ্র নাথ সেন বিবাহ বানরি নিম অখিলচন্দ্র দাশের কন্যা চারুবালা পরে নয়না কার্ণ কামিনীকুমার দাশের কন্যা নীহার কুমারী।

পুত্র	কন্যা
১। ধীরেন্দ্রনাথ	১। হাসি—স্বামী মনোরঞ্জন

২৫। বসন্ত কুমার সেন বিবাহ জপসা কায়ু রজনীকান্ত গুপ্তের কন্যা।

ইতি জগমোহন।

২১ কালীকাপ্রসাদ সেন।

পুত্র	কন্যা
১। রাধাকৃষ্ণ	
২। কৃষ্ণ কিঙ্কর	
৩। উদয় নারায়ণ	

২২ রাধাকৃষ্ণ সেন।

পুত্র	কন্যা
১। চন্দ্রমাধব	১। কল্যাণী বিবাহ কোয়রপুর নিম
২। রামনিধি	২। জপসা কায়ু কালী কুমার গুপ্তের
৩। পদ্মলোচন	খুল্ল পিতামহ।

২৩। পদ্মলোচন বিবাহ কাচাদিয়া কায়ু বংশে স্ত্রী কালীতারা।

পুত্র	কন্যা
১। আনন্দ কুমার	

২৪। আনন্দ কুমার সেন বিবাহ কোয়রপুর নিম কেদার নাথ দাশের কন্যা মুক্ত স্নন্দরী পরে কার্ত্তিকপুর বুড়ণ জগৎচন্দ্র সেনের কন্যা প্রফুল্লকুমারী।

পুত্র	কন্যা
১। শশীকুমার	১। সৌদামিনী—স্বামী রজনীকান্ত
২। অসিতরঞ্জন	রায় কুরাশী।
৩। অনুকুলচন্দ্র	২। প্রমদা—স্বামী হরকমল দাশ
৪। শ্রীশচন্দ্র	বিদগা কার্ণ।

পুত্র	কন্যা
৫। কৃষ্ণচন্দ্র	৩। কুমুদিনী—স্বামী গুরুচরণ দাশ কালীয়া অরবিন্দ।
	৪। মনোরমা—স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাশ বিদ গাঁ কার্ণ।

২৫। অনুকুলচন্দ্র বিবাহ কোয়রপুর নিম জগচ্চন্দ্র দাশের কন্যা সুভাষিনী।

পুত্র	কন্যা
১। জ্যোতির্ম্ময়	১। নলিনীবালা—স্বামী নগেন্দ্র নাথ সেন ভরাকরগণ।
২। তিলু	

২৫। কৃষ্ণচন্দ্র [illegible] বাসিরা নিম অতুল দাশের কন্যা সুশীলা সুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
১। খোকা	

২২। উদয় নারায়ণ সেন বিবাহ গুপ্তের কন্যা বারাণসী।

পুত্র	কন্যা
১। কানাইচন্দ্র	

২৩ কানাইচন্দ্র বিবাহ গুপ্ত কন্যা নারায়ণী

পুত্র	কন্যা
১। বিশ্বেশ্বর	১। সোনামুখী—স্বামী হিঙ্গু উমাপতি গোকুলচন্দ্র সেন।
২। কাশী চরণ	২। শশীমুখী—স্বামী নবকিশোর দাশ সেনহাটী অরবিন্দ।
৩। চণ্ডী চরণ	৩। শ্যামাসুন্দরী—স্বামী মহিম প্রসাদ কার্ণ।

২৪। বিশ্বেশ্বর সেন বিবাহ কার্ত্তিকপুর শক্তি কাশীকান্ত সেনের কন্যা প্রসন্ন কুমারী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৪। কাশীচরণ সেন বিবাহ কোয়রপুর শিয়াল চন্দ্রমাধব সেনের কন্যা বামাসুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
১। অন্নদা চরণ	১। হরকুমারী—স্বামী প্রসন্নকুমার দাস বালীগা কার্ণ।
২। ভগবানচন্দ্র	২। শান্তমণি—স্বামী মোহিনী ...রণ গুপ্ত কোয়রপুর কায়ু।
	৩। বিজয়া—স্বামী রজনীকান্ত গুপ্ত মজুমদার সেনদিয়া বিষ্ণু।
	৪। গিরিবালা—স্বামী মথুরানাথ দাশ কীর্ত্তিপাশা কার্ণ।

২৫। অন্নদাচরণ সেন বিবাহ কোয়রপুর নিম তারিণীচরণ দাশের কন্যা বরদাসুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
	১। বিনোদিনী—স্বামী হরকুমার সেন কীর্ত্তিপাশা শিয়াল
	২। তরঙ্গিণী—স্বামী বিহারীলাল সেন দুহি বংশ গৈলা।

২৫। ভগবানচন্দ্র সেন বিবাহ ভরাকরগণ কৃষ্ণদাস সেন কবিরাজের কন্যা সুশীলাবালা।

পুত্র	কন্যা
১। মনোরঞ্জন	১। হিরণবালা—স্বামী শরৎচন্দ্র সেন ষোলঘর মাধব রাজনগর অধুনা শ্রীরামপুর।
২। গোপাল	২। শৈলবালা—স্বামী দুর্গাপদ সেন মাহিলাড়া শিয়াল।
৩। দক্ষিণা	
৪। জ্ঞানেন্দ্র	

২৬। মনোরঞ্জন বিবাহ কার্ত্তিকপুর শিয়াল অন্নদাচরণ সেনের কন্যা ইন্দুবালা।

পুত্র	কন্যা

[illegible]শীচরণ সেন বিবাহ পোড়াগাছা শিয়াল চন্দ্রনাথ সেনের কন্যা হরসুন্দরী।

পুত্র	কন্যা
১। হরিচরণ	১। বসন্তকুমারী—স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত কায়ু জপসা।
২। চিন্তাহরণ	২। সুরবালা—স্বামী শশীভূষণ দাস কীর্ত্তিপাশা শিয়াল।

২৫। হরিচরণ সেন বিবাহ ভরাকরগণ দুর্গাদাস সেনের কন্যা বিনোদিনী পরে ডোংসার হিঙ্গু কৃষ্ণরাম জয়চন্দ্র সেনের কন্যা সরোজিনী।

পুত্র	কন্যা
	১। কিরণবালা—রামচন্দ্র দাশ কোটালীপাড় ত্রিপুর।
	২। ইন্দুবালা—স্বামী শশীভূষণ গুপ্ত পালং।

২৫। চিন্তাহরণ সেন বিবাহ কোয়রপুর নিম প্রসন্ন দাশের কন্যা প্রমদা সুন্দরী।

পুত্র　　　　　　　　　　কন্যা

১। চিত্তরঞ্জন

২। ছিটু

৩। খোকা

২২। কৃষ্ণ কিঙ্কর বিবাহ—

পুত্র　　　　　　　　　　কন্যা

১।　—স্বামী হরচন্দ্র গুপ্ত জপ্সা কায়ু।

২।　বিবাহ ভরাকর বংশে দেবী—নরহরি

হাত কালিকা প্রসাদ সেন

ইতি শ্রীরাম সেন।

(৩) গোবিন্দরাম (বড় রায়)

১৯। **গোবিন্দ রায়** বিবাহ (১ম) মাধব বংশীয় রামনারায়ণ সেনের কন্যা পরে কালিয়া, হিঙ্গু রামনারায়ণ সেনের কন্যা সত্যবতী দেবী।

পুত্র	কন্যা
রামনাথ	১। স্বামী নরেন্দ্র খড়রিয়া বিষ্ণু
রামগঙ্গা	২। গঙ্গা স্বামী খড়রিয়া বিষ্ণু শ্যামরাম রায়।
মৃত্যুঞ্জয়	৩। স্বামী রামানন্দ রায় খড়রিয়া বিষ্ণু।

২০। **রামনাথ রায়** বিবাহ সুমিত্রা দেবী।

পুত্র	কন্যা
রামকৃষ্ণ	স্বামী জয়নারায়ণ রায় সিদ্ধকাটী পীতাম্বর।

২১। **রামকৃষ্ণ রায়** বিবাহ খড়রিয়া বিষ্ণু দুর্গাপ্রসাদ রায়ের কন্যা রাজেশ্বরী দেবী।

২২। **রামগঙ্গা রায়** বিবাহ—

পুত্র	কন্যা
কাশীরাম	১। লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামী রাধাকৃষ্ণ সেন পয়োগ্রাম প্রভাকর
রূপচন্দ্র	

২২। **কাশীরাম রায়** বিবাহ সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু পীতাম্বর দীননাথ রায়ের কন্যা তারিণী দেবী।

পুত্র	কন্যা
মাধবচন্দ্র	১। ক্ষেমঙ্করী স্বামী রাজনারায়ণ রায় থান্দারপাড় বিষ্ণু।
রামকানাই	

পুত্র | কন্যা

২। সাতকড়ি স্বামী হরচন্দ্র সেন কালিয়া হিঙ্গু।

২২। **মাধবচন্দ্র রায়** বিবাহ খান্দারপাড় বিষ্ণু শিবচন্দ্র মজুমদারের কন্যা জগদীশ্বরী দেবী পরে বিবাহ কালিয়া কার্ণ কানাই দাশের কন্যা কাশীপ্রিয়া দেবী।

পুত্র | কন্যা

গোলোকচন্দ্র

১। অন্নদা, স্বামী বাহেরকগণ চন্দ্রনাথ সেন।

২। কালীতারা, স্বামী আলোকচন্দ্র দাশ কালিয়া কার্ণ।

২৩। **গোলকচন্দ্র রায়** বিবাহ ভরাকর কার্ণ গঙ্গাচরণ দাশের ভগ্নি হরসুন্দরী দেবী।

পুত্র | কন্যা

রামকমল

আনন্দময়ী, স্বামী কালীকুমার দাশ কালিয়া কার্ণ।

২৪। **রামকমল রায়** বিবাহ কালিয়া কার্ণ, গুরুচরণ দাশের কন্যা জগৎমোহিনী দেবী।

পুত্র | কন্যা

২২। **রামকানাই রায়** বিবাহ সেনহাটী অরবিন্দ মাধবচন্দ্র দাশের কন্যা হরসুন্দরী দেবী, পরে কালিয়া কার্ণ রাজকিশোর দাশের কন্যা ব্রজেশ্বরী।

পুত্র | কন্যা

স্বরূপচন্দ্র (প্রথমায়াং)
ক্ষীরোদচন্দ্র (সঙ্গয়াং)
জ্ঞানচন্দ্র (ঐ)

১। চন্দ্রকলা স্বামী আনন্দচন্দ্র দাশ কার্ণ।

২। কালীতারা স্বামী ভরাকরগণ।

পুত্র	কন্যা
তারাশঙ্কর (ঐ)	৩। উমাসুন্দরী, স্বামী চন্দ্রনাথ মজুমদার, খান্দারপাড় বিষ্ণু।
	৪। রোহিণী, স্বামী নারায়ণচন্দ্র সেন ভরাকরগণ।

২৩। **স্বরূপচন্দ্র রায়** বিবাহ পয়োগ্রাম হিঙ্গু কাশীচন্দ্র সেনের কন্যা চন্দ্রমণি দেবী।

পুত্র	কন্যা
গিরিশচন্দ্র	শশিমুখী, স্বামী মহিমচন্দ্র দাশ কালিয়া কার্ণ।
ভবানীচরণ	
দক্ষিণারঞ্জন	
অম্বিকাচরণ	
হরিচরণ 0	

২৪। **গিরিশচন্দ্র রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব ভারতচন্দ্র রায়ের কন্যা মুক্তকেশী দেবী পরে কার্ত্তিকপুর মঙ্গলানন্দ তারিণী দাশের কন্যা বগলা দেবী।

পুত্র	কন্যা
সুরেন্দ্রনাথ	১। বিমলা, স্বামী কেদারেশ্বর মজুমদার, সেনদিয়া বিষ্ণু।
নরেন্দ্রনাথ	
নলিনী	২। হেমনলিনী—স্বামী সুরেন্দ্র দাশ

২৫। **সুরেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ বিদগা কার্ণ রত্নেশ্বর দাশের কন্যা চারুবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা

২৫। **নরেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ মস্তফাপুর অতুলচন্দ্র দাশের কন্যা সরযূবালা দেবী।

পুত্র — কন্যা

১। শান্তিভূষণ

২। কালী

২৫। **নলিনীনাথ রায়** বিবাহ

পুত্র — কন্যা

২৪। **ভবানীচরণ রায়**, বিবাহ কোয়রপুর মাধব কার্ত্তিক সেনের কন্যা অম্বিকা দেবী।

পুত্র — কন্যা

জিতেন্দ্র — ১। অনুপমা, স্বামী উপেন্দ্রনাথ সেন ভরাকরগণ।

সুশীল — ২। নিরুপমা, স্বামী রাজেন্দ্রনাথ সেন পালং প্রভাকর।

২৪। **দক্ষিণাচরণ রায়** বিবাহ কালীকান্ত গুপ্তের কন্যা হরকুমারী দেবী।

পুত্র — কন্যা

২৪। **অম্বিকাচরণ রায়** বিবাহ ভরাকর কার্ণ গৌরী কান্ত দাশের কন্যা বিধুমুখী দেবী, পরে কোয়রপুর মাধব প্যারিচরণ রায়ের কন্যা তরঙ্গিনী দেবী।

পুত্র — কন্যা

১। মনোরঞ্জন — ১। সৌদামিনী, স্বামী শরচ্চন্দ্র দাশ দেউরী কার্ণ।

২। চিত্তরঞ্জন — ২। বিনোদিনী, স্বামী হর্ষনাথ মজুমদার খান্দারপাড় বিষ্ণু।

৩। লাবণ্যপ্রভা, স্বামী অম্বিকা চরণ দাশ, কালিয়া অরবিন্দ।

২৫। **মনোরঞ্জন রায়** বিবাহ মামুদপুর মদনমোহন চৌধুরীর কন্যা শান্তিসুধা দেবী।

পুত্র	কন্যা
১। বলু	0
২। কানু	

২৫। **চিত্তরঞ্জন রায়** বিবাহ কার্ত্তিকপুর শিয়াল অন্নদ-চরণ সেনের কন্যা সরযূবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
প্রফুল্লরঞ্জন	

২৩। **ক্ষীরোদচন্দ্র রায়** বিবাহ আকিয়াধল রাজীব-লোচন দাশের কন্যা নিত্যতারা দেবী।

পুত্র	কন্যা
গোপাল	১। ব্রহ্মময়ী—স্বামী মধুসূদন গুপ্ত কায়ু।
অখিল	২। বিন্দুবাসিনী—স্বামী শশি-কান্ত দাশ জপসা নয়।
	৩। সারদা—স্বামী উমেশচন্দ্র দাশ জপসা নয়, অধুনা চন্দ্রপ্রতাপ
	৪। মনোরমা—স্বামী আশুতোষ দাশ বালিগা, কার্ণ।

২৪। **গোপালচন্দ্র রায়** বিবাহ ভরাকরগণ বসন্তকুমার সেনের কন্যা সরোজিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
কালীমোহন	0
ভট্টা (প্রফুল্ল)	

২৫। **কালীমোহন রায়** বিবাহ জপসা কায় বিজয়লাল গুপ্তের কন্যা নীহারকণা।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৪। **অখিলচন্দ্র রায়** বিবাহ তেলিরবাগ জ্ঞানচন্দ্র দাশের কন্যা লাবণ্যলতা দেবী।

পুত্র	কন্যা
প্রমোদ	
সুবোধ	

২৩। **জ্ঞানচন্দ্র রায়** বিবাহ রাজনগর মহিপতি রাজীব লোচন গুপ্তের কন্যা শশীমুখী দেবী।

পুত্র	কন্যা
হারাণচন্দ্র 0	সরোজিনী—স্বামী রত্নেশ্বর দাশ
রামনারায়ণ	কার্ণ ঘটক, সোনারং।

২৪। **রামনারায়ণ রায়** বিবাহ কীর্ত্তিপাশা শিয়াল হরকুমার সেনের কন্যা স্বর্ণপ্রভা।

২৩। **তারাশঙ্কর রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব হরি রায়ের কন্যা ষোড়শী দেবী।

পুত্র	কন্যা
সতীশচন্দ্র	১। বরদা—স্বামী গগনচন্দ্র সেন
দীনেশচন্দ্র	ভরাকরগণ।
জ্যোতিষচন্দ্র	২। নীরদা—স্বামী
শ্রীশচন্দ্র	
	৩। কুসুম—স্বামী কামিনী সেন

পুত্র কন্যা

৪। নির্ম্মলা—স্বামী……কালিয়া কর্ণ

৫। সুকুমারী—স্বামী মতিলাল সেন স্বর্ণগ্রাম হিঙ্গু।

২৪। **সতীশচন্দ্র রায়** বিবাহ ভরাকরগণ কামাখ্যা সেনের কন্যা শৈবলিনী দেবী।

পুত্র কন্যা

0

১। —স্বামী মন্মথনাথ সেন ভরাকরগণ অধুনা কোয়রপুর।

২। লীলাবতী—স্বামী নরেন্দ্রনাথ সেন সোনারং ধর্ম্মাঙ্গদ, চাপাতলা।

২৪। **দীনেশচন্দ্র রায়** বিবাহ নিম দেবেন্দ্রনাথ দাশের কন্যা কিরণবালা দেবী।

পুত্র কন্যা

0 0

জ্যোতিষচন্দ্র রায় বিবাহ … … …

পুত্র কন্যা

0 0

শ্রীশচন্দ্র রায় বিবাহ … … …

পুত্র কন্যা

0 0

২০। **মৃত্যুঞ্জয় রায়** বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু মধুসূধন মজুমদারের কন্যা ভবানী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২১ রাজকিশোর	১। স্বামী—গোপীনাথ মজুমদার খান্দারপাড় বিষ্ণু।
	২। স্বামী— সুয়াপুর ত্রিপুর গুপ্ত।

২১। **রাজকিশোর রায়** বিবাহ গারুরগা নিম দাশের কন্যা অম্বিকা দেবী। পরে আকিয়াধল নিম লক্ষ্মীকান্ত দাশের ভগ্নি রাজলক্ষ্মী দেবী।

পুত্র	কন্যা
কালীনাথ	১। স্বামী—
গৌরীনাথ	। বাহেরকগণ গৌরচন্দ্র সেনের পিতা।
ব্রজনাথ	২। —স্বামী মহেশচন্দ্র সেন ভরাকরগণ।
গুরুনাথ সেপয়াং	
রাধানাথ	৩। ত্রিপুরাসুন্দরী—স্বামী জগচ্চন্দ্র গুপ্ত জপসা কায়।
কালীনাথ	
	৪। কুমারী—স্বামী গঙ্গাগোবিন্দ সেন ভরাকরগণ।
	৫। তারিণী চরণ দাশ বালিগা কার্ণ

২২। **কালীনাথ রায়** বিবাহ ভরাকরগণ নরহরি কবিরাজের পিসি সেনের কন্যা সারদা দেবী।

পুত্র	কন্যা
তারিণীপ্রসাদ	১। শিবসুন্দরী—স্বামী তারিণী চরণ দাশ তেলিরবাগ নয়।

২৩। **তারিণীপ্রসাদ রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব রাম সেনের কন্যা যশোদা দেবী।

পুত্র	কন্যা
কৃষ্ণদাস (পীতাম্বর)	ভুবনেশ্বরী—স্বামী শরতচ্চন্দ্র সেন
রামদাস	হিঙ্গু বিষ্ণু যাসানং ।

২৪ । **কৃষ্ণদাস রায়** বিবাহ রাজনগর নিম রামমোহন দাশের কন্যা মনমোহিনী দেবী ।

পুত্র	কন্যা
সুধাংশুভূষণ	শোভনা—স্বামী
গোপাল	দাশ গাউপাড়া নিম ।
রাখাল	

২৫ । **সুধাংশুভূষণ রায়** বিবাহ বাণরি ... ... কন্যা দেবী ।

পুত্র	কন্যা
()	()

২৪ । **রামদাস রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম বীরেশ্বর দাশের কন্যা মাতঙ্গিনী দেবী ।

পুত্র	কন্যা
নলিনী ভূষণ	১ । হিরণবালা—স্বামী নৃপেন্দ্র কুমার সেন সোনারং বিশারদ ।
বিনয় ভূষণ	২ । সুনীতিবালা—স্বামী অমূল্য-রঞ্জণ গুপ্ত, সোনারং মহীপতী ।
ইন্দুভূষণ	৩ । সুমতিবালা—স্বামী শিবপ্রসন্ন দাশ বিদগা কার্ণ ।
বিভূতিভূষণ	

২৫ । **নলিনীভূষণ রায়** বিবাহ গাউপাড়া নিম শ্রীকান্ত দাশের কন্যা কিরণময়ী দেবী ।

পুত্র	কন্যা
সুকুমার	১। জ্যোতির্ম্ময়ী
অজিতকুমার	২। সুধাময়ী

২৫। **বিনয়ভূষণ রায়** বিবাহ বানরি নয় দ্বারকানাথ দাশের কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী।

পুত্র	কন্যা
১। প্রিয়কুমার	১। জ্যোৎসাময়ী
২। কালু	

২৫। **ইন্দুভূষণ রায়** বিবাহ বানরি বুরুণ অম্বিকা চরণ সেনের কন্যা সুচারুবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	১। শোভাময়ী

২৫। **বিভূতিভূষণ রায়** বিবাহ বিদগা কার্ণ দুর্গাপ্রসন্ন দাশের কন্যা শান্তিলতা দেবী।

পুত্র	কন্যা

২২। **গৌরীনাথ রায়** বিবাহ বিদগা কার্ণ ঈশ্বরচন্দ্র দাশের পিসি ফুকুমণি দাসের কন্যা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২২। **ব্রজনাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব চন্দ্রমণি রায়ের কন্যা তারাসুন্দরী দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২২। **গুরুনাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম রামকুমার

দাশের কন্যা কৃপাময়ী দেবী পরে বিবাহ বালিগা ... ... দাশের কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবী নিম।

পুত্র	কন্যা
শ্যামাপ্রসন্ন (প্রথমায়াং)	0

২৩। **শ্যামাপ্রসন্ন রায়** বিবাহ কালিয়া অধুনা পোড়াগাছা ত্রিপুর লক্ষ্মীকান্ত গুপ্তের কন্যা সরলা দেবী।

পুত্র	কন্যা
গিরিজা	১। কনকলতা—স্বামী সত্যরঞ্জন
দেবীপ্রসন্ন	দাশ ভরাকর কার্ণ।

২৪। **গিরিজাপ্রসন্ন রায়** বিবাহ গাউপাড়াগণ হরিমোহন সেনের কন্যা লাবণ্যময়ী দেবী।

পুত্র	কন্যা
১। গোপাল	0
২। খোকা	

২২। **রাধানাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব মৃত্যুঞ্জয় সেনের কন্যা নবদুর্গা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২২। **কাশীনাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব রামমণি সেনের কন্যা উদয়তারা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

ইতি গোবিন্দরাম

৪। ক্রোড়ী রামমোহন রায়

ক্রোড়ী রামমোহন রায় বিবাহ কার্ণ রামজীবন দাশের কন্যা ... ... দেবী।

পুত্র	কন্যা
বাণেশ্বর	স্বামী—রাজচন্দ্র সেন পয়োগ্রাম প্রভাকর।
রামেশ্বর	
রঘুনাথ	

২০। **বাণেশ্বর রায়** বিবাহ সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু রামনারায়ণ রায়ের কন্যা দেবী।

পুত্র	কন্যা
কৃষ্ণচন্দ্র	১। ঈশ্বরী—স্বামী মৃত্যুঞ্জয় রায় খড়রিয়া বিষ্ণু।
যশোবন্ত	২। —স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় খান্দারপাড় বিষ্ণু।

২১। **কৃষ্ণচন্দ্র রায়** বিবাহ খড়রিয়া বিষ্ণু দুর্গাপ্রসাদ রায়ের কন্যা ... ... দেবী।

পুত্র	কন্যা
কমলাকান্ত	0
গৌরীকান্ত	
উমাকান্ত	
মদনমোহন	

২২। **কমলাকান্ত রায়** বিবাহ খান্দারপার বিষ্ণু রাম-কুমার মজুমদারের কন্যা কৃপাময়ী দেবী।

পুত্র	কন্যা
গোপীমোহন	১। পদ্মমুখী—স্বামী নীলকণ্ঠ সেন সোনারং বিশারদ
	২। ইন্দ্রাণী—স্বামী শিবচন্দ্র সেন সোনারং বিশারদ।
	৩। ক্ষেমঙ্করী—স্বামী গৌরীকান্ত সেন ভরাকরগণ।
	৪। —স্বামী হরমোহন সেন হিঙ্গু কৃষ্ণরাম গোবিন্দ মঙ্গল।

২৩। **গোপীমোহন রায়** বিবাহ ভরাকরগণ দুর্গাচরণ সেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী।

পুত্র	কন্যা
হরচরণ	0
গৌরীচরণ	

২৪। **হরচরণ রায়** বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু ঈশানচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী।

পুত্র	কন্যা
অমৃতলাল	১। মনোমোহিনী—স্বামী প্রকাশ চন্দ্র দাশ সাওগা নয়।
হরলাল	
হীরালাল	২। ভুবনমোহিনী—স্বামী ধর্ম্মাঙ্গদ অম্বিকাচরণ সেন, সেনহাটী।
	৩। হিরন্ময়ী—স্বামী বিশ্বেশ্বর গুপ্ত মগর কায়ু।

২৫। **অমৃতলাল রায়** বিবাহ রাজনগর প্রভাকর দুর্গাগতি সেনের কন্যা চন্দ্রমণি দেবী।

পুত্র	কন্যা
হেমচন্দ্র	0
চারুচন্দ্র 0	
সুধীরচন্দ্র	

২৬। **হেমচন্দ্র রায়** বিবাহ মধ্যপাড়া কার্ণ আনন্দচন্দ্র দাশের কন্যা ইন্দুবালা দেবী। পরে

পুত্র	কন্যা
0	0

২৬। **সুধীরচন্দ্র রায়** বিবাহ গারুরগা নিম সতীশচন্দ্র দাশের কন্যা আশালতা দেবী।

পুত্র	কন্যা
খোকা	0

২৫। **হরলাল রায়** বিবাহ জপসা নয় কৈলাসচন্দ্র দাশের কন্যা মাতঙ্গিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৩ শম্ভুনাথ 0	0

২৪। **গৌরীচরণ রায়** বিবাহ সিদ্ধকাঠী পীতাম্বর চন্দ্র-মোহন রায়ের কন্যা চিন্তামণি দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২০। **রামেশ্বর রায়** বিবাহ সেনদিয়া বিষ্ণু মধুধস্থন মজুমদারের কন্যা পরে ধর্ম্মাঙ্গদ বিধুদেব সেনের কন্যা ··· ··· দেবী।

পুত্র	কন্যা
কালীচরণ	১। —স্বামী নন্দকিশোর রায় সিদ্ধকাঠী পীতাম্বর।

২১। **কালীচরণ রায়** বিবাহ গণবংশীয় ... ... সেনের কন্যা ... ... দেবী।

চন্দ্রপ্রতাপ পরে সিদ্ধকাঠী পীতাম্বর রাম চরণ রায়ের কন্যা ... ... দেবী।

পুত্র	কন্যা
চন্দ্রশেখর	১। অভয়া—স্বামী নীলকণ্ঠ দাশ ভরাকর কার্ণ স্বরূপচন্দ্র দাশের পিতা।
	২। আনন্দময়ী—স্বামী কৃষ্ণমণি সেন সোনারং বিশারদ।
	৩। সুরধনী—স্বামী সেন ভরাকরগণ।

২২। **চন্দ্রশেখর রায়** ২য় বিবাহ ভরাকরগণ নরহরি সেন কবিরাজের পিসি সেনের কন্যা বিরজা দেবী পরে সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু দীননাথ রায়ের কন্যা

পুত্র	কন্যা
0	১। হরসুন্দরী—স্বামী রামনাথ দাশ বিদগা কার্ণ।

২৩। **রঘুনাথ রায়** বিবাহ কাজুলিয়া বিষ্ণু কন্দর্প রায়ের কন্যা দেবী পরে কালিয়া হিঙ্গু বিষ্ণুদেব সেনের কন্যা দেবী কালিয়া অরবিন্দ রামজীবন দাশের কন্যা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	স্বামী রামভদ্র কবীন্দ্র বল্লভ ধর্ম্মাঙ্গদ সেনহাটী।

ইতি রামমোহন

৫ রাজারাম সেন (ছোট রায়)

১৯। **রাজারাম রায়** বিবাহ খড়রিয়া বিষ্ণু রুদ্র রায়ের কন্যা দেবী অধুনা সেনহাটী।

পুত্র	কন্যা
দেবীপ্রসাদ	১। স্বামী দেবীপ্রসাদ রায় সিদ্ধকাঠী
জগন্নাথ	হিঙ্গু পীতাম্বর।
	২। স্বামী গোপীনাথ রায় সিদ্ধকাঠী

২০। **দেবীপ্রসাদ রায়** বিবাহ খান্দারপাড় বিষ্ণু কৃষ্ণরাম মজুমদারের কন্যা দেবী।

পুত্র	কন্যা
শিবলোচন 0	স্বামী সদাশিব
রামলোচন	মজুমদার খান্দারপাড় বিষ্ণু।
	২। স্বামী রাধাকৃষ্ণ রায় হিঙ্গু পীতাম্বর সিদ্ধকাঠী অধুনা সোনারং।

২১। **রামলোচন রায়** বিবাহ বালিগা কার্ণ শম্ভূনাথ দাশের কন্যা হরিপ্রিয়া দেবী।

পুত্র	কন্যা
হরচন্দ্র	0
আনন্দচন্দ্র	
কেবলচন্দ্র	

২২। **হরচন্দ্র রায়** বাহেরকগণ চন্দ্রনাথ সেনের ভগ্নি স্থলোচনা দেবী।

পুত্র	কন্যা
শ্রীনাথ	১। কৃপাময়ী—স্বামী কমলচন্দ্র গুপ্ত জপসা কায়ু।
পার্ব্বতীনাথ	২। দুর্ল্লভ—স্বামী রাজবল্লভ সেন ভরাকরগণ।

২৩। **শ্রীনাথ রায়** বিবাহ কোটাপাড়া নিম রামকুমার দাশের কন্যা কমলা দেবী।

পুত্র 0 কন্যা 0

২৩। **পার্ব্বতীনাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব রামকুমার রায়ের কন্যা বিধুমুখী দেবী।

পুত্র 0 কন্যা 0

২২। **কেবলচন্দ্র রায়** বিবাহ কোয়রপুরমাধব বনমালী রায়ের কন্যা ভৈরবী দেবী।

পুত্র	কন্যা
দীননাথ	১। কুমারী—স্বামী শ্রীনাথ সেন গাউপাড়াগণ।
গোপালনাথ	

২৩। **দীননাথ রায়** বিবাহ ভরাকর কার্ণ স্বরূপচন্দ্র দাশের কন্যা দ্রব্যময়ী দেবী।

পুত্র	কন্যা
করুণানাথ	১। দিগ্বসনা—স্বামী নিবারণচন্দ্র রায় সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু পীতাম্বর।
দেবেন্দ্রনাথ	
গিরীন্দ্রনাথ	
জিতেন্দ্রনাথ	

২৪। **করুণানাথ রায়** বিবাহ জপসা নয় গিরিশচন্দ্র দাশের কন্যা কুমুদিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
ব্রজেন্দ্রনাথ	১। মোহরেশ্বরী—স্বামী নিশিকান্ত রায় অধুনা কুরাশি বিষ্ণু।
	২। স্নেহলতা—স্বামী ইন্দুভূষণ সেন কুড়াশি শিয়াল।
	৩। চপলা—স্বামী সুরেন্দ্র সেন।
	৪। সুশীলা—স্বামী কুঞ্জবিহারী সেন মাহিলাড়া শিয়াল।

২৫। **ব্রজেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ চাচুরতালা মাধব সতীশচন্দ্র সেনের কন্যা চম্পকলতা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৪। **দেবেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ পালং মাধব চন্দ্রকুমার সেনের কন্যা কুমুদিনী দেবী পরে বিবাহ রাজনগর মহিপতি উদয়চন্দ্র গুপ্তের কন্যা সরলা দেবী পরে বিবাহ কার্ত্তিকপুর মঙ্গলানন্দ অম্বিকাচরণ দাশের কন্যা।

পুত্র কন্যা

0

১। প্রফুল্ল (যোগেশ্বরী) স্বামী উপেন্দ্র নারায়ণ সেন গাউপাড়াগণ।

২। নলিনীবালা—স্বামী হরেন্দ্র সেন কার্ত্তিকপুর মাধব।

৩। লীলা দেবী—স্বামী প্রমথনাথ সেন কোয়রপুর শিয়াল।

২৪। **গিরীন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ মালপদিয়া শক্তি আনন্দচন্দ্র সেনের কন্যা সরযূবালা দেবী।

পুত্র কন্যা

ইণ্টু 0

মণ্টু

২৪। **জিতেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ বালিগাও অভয়চরণ সেনের কন্যা সরযূ দেবী পরে কার্ত্তিকপুর মঙ্গলানন্দ তারকচন্দ্র দাশের কন্যা প্রতিভা দেবী।

পুত্র কন্যা

0 0

২৩। **গোপালনাথ রায়** বিবাহ জপসা নিম স্বরূপচন্দ্র দাশের কন্যা ষোড়শী দেবী।

পুত্র কন্যা

হেমাঙ্গিনী—স্বামী গুরুপ্রসন্ন দাশ বিদগা কার্ণ।

২০। **জগন্নাথ রায়** বিবাহ খান্দারপাড় বিষ্ণু কালীরাম মজুমদারের কন্যা—

পুত্র	কন্যা
প্রাণকৃষ্ণ	স্বামী গোপীনাথ মজুমদার খান্দারপার বিষ্ণু।

২১। **প্রাণকৃষ্ণ রায়** বিবাহ সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু পীতাম্বর রামচরণ রায়ের কন্যা অপরাজিতা দেবী।

পুত্র	কন্যা
কৃষ্ণকান্ত	১। স্বামী রামনারায়ণ মজুমদার খান্দারপাড় বিষ্ণু।
গোপীকান্ত	২। স্বামী দুর্গাচরণ সেন উমাপতি কালিয়া।

২২। **কৃষ্ণকান্ত রায়** বিবাহ ভরাকরগণ শম্ভুচন্দ্র সেনের কন্যা কাত্যায়ণী দেবী।

পুত্র	কন্যা
করুণাকান্ত	১। সারদা—স্বামী কানাইচন্দ্র সেন বাহেরকগণ।
কালীকান্ত	২। বরদা—স্বামী তারিণীশঙ্কর সেন সোনারং বিশারদ।
	৩। সুধামুখী—স্বামী জয়নারায়ণ সেন বাহেরকগণ।

২৩। **কালীকান্ত রায়** বিবাহ কলনা নিম রামচন্দ্র দাশ ভুঞার কন্যা সুলক্ষণা দেবী।

পুত্র	কন্যা
আনন্দমোহন	১। তারাসুন্দরী—স্বামী অভয়চন্দ্র গুপ্ত জপসা কায়ু।
হরিমোহন	

ব্রজমোহন
দুর্গামোহন

২। শ্যামাসুন্দরী—স্বামী মধুসূদন দাশ বালিগা কার্ণ।

২৪। **হরিমোহন রায়** বিবাহ মগর অশ্বগুপ্ত কানাই গুপ্তের কন্যা অন্নদা দেবী পরে কার্ত্তিকপুর মঙ্গলানন্দ দীনবন্ধু রায়ের কন্যা বিরজা দেবী।

পুত্র	কন্যা
উপেন্দ্রমোহন	১। সুভাষিণী—স্বামী চন্দ্রমোহন গুপ্ত কালিয়া অধুনা কুড়াশি ত্রিপুর।
শতীন্দ্রমোহন	২। প্রিয়ভাষিণী—স্বামী করুণাকান্ত দাশ তেলিরবাগ নয়।

২৫। **উপেন্দ্রমোহন রায়** বিবাহ কোয়রপুর ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম গিরীন্দ্র মোহন সেনের কন্যা মৃণ্ময়ী দেবী।

পুত্র	কন্যা
নীরেন্দ্র	১। সবিতা—স্বামী হেমচন্দ্র সেন গৈলা-তুহী।
হীরেন্দ্র	

২৫। **শতীন্দ্রমোহন রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব চন্দ্রকুমার রায়ের কন্যা মৃণালিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৪। **ব্রজমোহন রায়** বিবাহ দাদপুর উত্তর সাহাবাজপুর মহীপতি তারাশঙ্কর রায়ের কন্যা চন্দ্রাবলী দেবী।

পুত্র	কন্যা
শশীমোহন	১। নির্ম্মলা—স্বামী রমেশচন্দ্র সেন কোয়রপুর ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম।
যামিনীমোহন	

২৫। **শশীমোহন রায়** বিবাহ পালং মাধব সনং কুমার রায়ের কন্যা গিরিবালা দেবী পরে বিবাহ মধ্যপাড়াগণ হরিবংশ সতীশচন্দ্র সেনের কন্যা স্বর্ণপ্রভা দেবী।

পুত্র	কন্যা
নৃপেন্দ্র	0
প্রমথ 0	
ফণীন্দ্র	
সিদ্ধার্থ	

২৬। **নৃপেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ কোয়রপুর হরিবংশগণ সুরেশ সেনের কন্যা প্রমীলা দেবী।

২৬। **যামিনীমোহন রায়** বিবাহ কালিয়া অরবিন্দ বসন্তকুমার দাশের কন্যা অমিয়বালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
অমিতাভ	0
চন্দ্রচূড়	

২৪। **দুর্গামোহন রায়** কবীন্দ্র, বিবাহ কোয়রপুর শিয়াল মৃত্যুঞ্জয় সেনের কন্যা কামিনী দেবী পরে বিবাহ ভরাকরগণ কৃষ্ণদাস সেনের কন্যা জ্ঞানদা দেবী।

পুত্র	কন্যা
যতীন্দ্রমোহন (প্রথমায়াং)	১। সরোজিনী (১মায়া)—স্বামী
মুণীন্দ্রমোহন (দ্বিতীয়ায়াং)	গিরীন্দ্রনাথ সেন ভরাকরগণ
নরেন্দ্রমোহন (ঐ)	অধুনা কোয়রপুর।

২৫। **যতীন্দ্রমোহন রায়** বিদ্যার্ণব, (ঢাকার ইতিহাস লেখক) বিবাহ জপসা কায়ু রজনীকান্ত গুপ্তের কন্যা শশীমুখী দেবী।

পুত্র	কন্যা
২৫ দ্বিজেন্দ্রনাথ	১। সুবর্ণপ্রভা—স্বামী সুকুমার দাশ কালিয়া অরবিন্দ।
২৫ শৈলেন্দ্রনাথ	২। ইন্দুপ্রভা—স্বামী প্রফুল্লপ্রসন্ন দাশ কালিয়া অরবিন্দ।
২৫ ধীরেন্দ্রনাথ	৩। অমিয়প্রভা—স্বামী খগেন্দ্রমোহন দাশ পিঞ্জরী নয়।
	৪। অপরাজিতা—

২৫। **মুণীন্দ্রমোহন রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম বৈকুণ্ঠনাথ দাশের কন্যা নলিনীবালা দেবী পরে বিবাহ খান্দারপাড় অধুনা পালং বিষ্ণু নারায়ণচন্দ্র রায়ের কন্যা বাসন্তী দেবী।

পুত্র	কন্যা
দীপঙ্কর	১। প্রজ্ঞাপারমিতা।
সঙ্কর্ষণ	২। জয়ন্তী
দেবব্রত	৩। নিবেদিতা

২৫। **নরেন্দ্রমোহন রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব অক্ষয়কুমার রায়ের কন্যা সুহাসিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
বোধিসত্ত্ব	0

২২। **গোপীকান্ত রায়** বিবাহ হাতারভোগগণ কৃষ্ণমোহন সেনের কন্যা মণিকর্ণিকা দেবী।

পুত্র	কন্যা
গুরুদাস	0

২৩। **গুরুদাস রায়** বিবাহ পোড়াগাছা তুহি কাশী শম্ভুচন্দ্র সেনের কন্যা রাসমণি দেবী।

পুত্র	কন্যা
ভুবনমোহন	১। মোক্ষদা—স্বামী সারদাপ্রসন্ন দাস কালিয়া অধুনা মগর কার্ণ।
	২। সুখদা—স্বামী কালীশচন্দ্র রায় সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু পীতাম্বর।

২৪। **ভুবনমোহন রায়** বিবাহ খান্দারপাড় অধুনা জপ্‌সা বিষ্ণু গঙ্গাচরণ রায়ের কন্যা নির্ম্মলা দেবী পরে কোয়রপুর নিম অম্বিকাচরণ দাশের কন্যা মনোরমা দেবী।

পুত্র	কন্যা
সুধাংশুভূষণ	অন্নপূর্ণা
শান্তিভূষণ	শোভনা
হিমাংশুভূষণ	
সত্যানন্দ	

ইতি রাজারাম।

১৯। রঘুনন্দন

১৯। **রঘুনন্দন রায়** বিবাহ কালিয়া ত্রিপুর রামভদ্র গুপ্তের কন্যা।

পুত্র	কন্যা
রামজীবন	স্বামী রতিনাথ রায় সিদ্ধকাঠী হিঙ্গু পীতাম্বর।

২০। **রামজীবন রায়** বিবাহ সেনহাটী অরবিন্দ রামশরণ দাশের কন্যা অম্বিকা দেবী।

পুত্র	কন্যা
সদাশিব	0
হরেকৃষ্ণ	

২১। **সদাশিব রায়** বিবাহ ভরাকর কার্ণ বিশ্বেশ্বর দাশের ভগ্নী ভাগীরথী দেবী, পরে বিবাহ বিদগা মহীপতি জগৎ গুপ্তের ভগ্নী নারায়ণী দেবী পরে বিবাহ যশোলং মহীপতি গৌরকিশোর গুপ্তের ভগ্নি দেবী।

পুত্র	কন্যা
রামকিশোর	১। অপরাজিতা—স্বামী যুগলচন্দ্র
রাধাকিশোর	দাশ, বালিগা কার্ণ।
গৌরকিশোর	২। সন্ধ্যামণি—স্বামী গোলকনাথ দাশ
মদনমোহন	বালিগা কার্ণ।

২২। **রামকিশোর রায়** বিবাহ খুলনা নয় গুরুপ্রসাদ দাশের ভগ্নী অধুনা ভরাকর।

পুত্র	কন্যা
লক্ষ্মীচন্দ্র	১। উমা—স্বামী ভরাকরগণ।
রামকুমার	২। গৌরী—স্বামী কাশীনাথ দাশ
নবকুমার	সাওগাও নয়।
কালীশঙ্কর	৩। কালী—স্বামী গাউপাড়াগণ।

২৩। **লক্ষ্মীচন্দ্র রায়** বিবাহ বড়াইল ত্রিপুর রঘুনাথ গুপ্তের কন্যা কাশী প্রিয়া দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	১। শিবসুন্দরী—স্বামী পদ্মলোচন দাশ, বড়াইল পার বিদগা কার্ণ।
	২। বামাসুন্দরী—স্বামী মদনমোহন সেন, ভরাকরগণ।

২৩। **রামকুমার রায়** বিবাহ বড়াইল কার্ণ রমানাথ দাশের কন্যা গোলক তারা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৩। **নবকুমার রায়** বিবাহ সাওগা নয় রামচন্দ্র দাশের কন্যা উমাসুন্দরী দেবী।

পুত্র	কন্যা
মহেন্দ্র 0	১। কামিনী—স্বামী শরৎচন্দ্র দাশ বিদগা নয়।
কাশীশ্বর	২। ভুবনেশ্বরী—স্বামী কালীমোহন দাশ, সোনারং কার্ণ।
	৩। গঙ্গামণি—স্বামী হরিমোহন দাশ বড়াইল কার্ণ।
	৪। গিরিজায়া—স্বামী কৈলাসচন্দ্র দাশ, বিদগা কার্ণ।
	৫। উত্তমাসুন্দরী—স্বামী বসন্তকুমার সেন, সোনারং হিঙ্গু পীতাম্বর।

২৪। **কাশীশ্বর রায়** বিবাহ সোনারং বিশারদ নবীনচন্দ্র সেনের কন্যা নির্ম্মলা দেবী।

পুত্র	কন্যা
খোকা (বালমৃত)	0

২৩। **কালীশঙ্কর রায়** বিবাহ কোয়রপুর নিম কালীশঙ্কর দাশের কন্যা শ্যামাসুন্দরী দেবী।

পুত্র	কন্যা
হরকিশোর	0

২৪। **হরকিশোর রায়** বিবাহ জপসা নয় গুরুপ্রসাদ দাশের কন্যা চন্দ্রমুখী দেবী পরে সোনারং মহীপতি গোবিন্দপ্রসাদ গুপ্তের কন্যা জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী।

পুত্র	কন্যা
যজ্ঞেশ্বর (প্রথমায়াং)	১। মৃণালিনী—স্বামী বিমলাচরণ গুপ্ত
হেমেন্দ্র „	কায়ু।
প্রফুল্ল „	২। হিরণ্ময়ী—স্বামী সুরেশচন্দ্র সেন
আশুতোষ (দ্বিতীয়ায়াং	কোয়রপুর ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম।
	৩। ননীবালা (দ্বিতীয়ায়াং)—স্বামী প্রমোদরঞ্জন সেন কোয়রপুর ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম।

২৫। **যজ্ঞেশ্বর রায়** বিবাহ ভরাকরগণ গিরীন্দ্রনাথ সেনের কন্যা রাজু বালা দেবী পরে বিবাহ কামারখাড়া হিঙ্গু উমাপতি অখিলচন্দ্র সেনের কন্যা শিশিরকুমারী দেবী।

পুত্র	কন্যা
খগেন্দ্রনারায়ণ	১। নীহারকণা (প্রথমায়াং)—
নকুলেশ্বর „	স্বামী অমূল্যকুমার দাশ পিঞ্জরী নয়।
মিলন	২। মহামায়া (দ্বিতীয়ায়াং)—
	স্বামী হরিপদ সেন সোনরং।



২৫। **হেমেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ মধ্যপাড়া মহীপতি রসিক লাল গুপ্তের কন্যা তরুবালা দেবী।

পুত্র	কন্যা
দেবপ্রসাদ	১। অন্নপূর্ণা
সুবোধপ্রসাদ	
সুরেশপ্রসাদ	
সুনীলপ্রসাদ	
পান্নু	

২৫। **প্রফুল্লনাথ রায়** বিবাহ মালপদিয়া শক্তি সতীশচন্দ্র সেনের কন্যা মাখনবালা দেবী পরে বিবাহ সিদ্ধকাঠী পীতাম্বর উমাচরণ রায়ের কন্যা প্রভাবতী দেবী।

পুত্র	কন্যা
রবি	রেণুকণা।

২৫। **আশুতোষ রায়** বিবাহ গাউপাড়া নিম যতীন্দ্রনাথ দাশের কন্যা শান্তিলতা দেবী।

পুত্র 0	কন্যা 0

২১। **হরেকৃষ্ণ রায়** বিবাহ বাহেরকগণ ভবানীশঙ্কর সেনের ভগ্নী······দেবী।

পুত্র	কন্যা
নীলচন্দ্র	১। রত্নমালা—স্বামী রামদুর্লভ দাশ বিদগা কার্ণ।
মহেশচন্দ্র	
ঈশানচন্দ্র	২। ············স্বামী ভরাকরগণ।
গোবিন্দচন্দ্র	

২২। **নীলচন্দ্র রায়** বিবাহ রাজনগর কায়ু বলরাম গুপ্তের কন্যা······ দেবী।

পুত্র — কন্যা

কাশীচন্দ্র — ১। করুণাময়ী—স্বামী চন্দ্রনাথ গুপ্ত জপসা কায়ু।

২২। **মহেশচন্দ্র রায়** বিবাহ জপসা মাধব রুদ্ররাম সেনের কন্যা।

পুত্র — কন্যা

0 — 0

২২। **ঈশানচন্দ্র রায়** বিবাহ কোয়রপুর মাধব রামরমণ রায়ের কন্যা তারাসুন্দরী দেবী।

পুত্র — কন্যা

কালীপ্রসন্ন — ১। এলোকেশী—স্বামী পার্ব্বতীচরণ মজুমদার, সেনদিয়া বিষ্ণু।

দুর্গাপ্রসন্ন

গুরুপ্রসন্ন — ২। অন্নদাসুন্দরী—স্বামী আনন্দ মোহন দাশ, সেনহাটী অরবিন্দ।

পুত্র — কন্যা

৩। হরকুমারী—স্বামী শশীভূষণ রায় খড়রিয়া বিষ্ণু।

২৩। **কালীপ্রসন্ন রায়** বিবাহ তেলিরবাগ নয় বিশ্বেশ্বর দাশের কন্যা অন্নদা সুন্দরী দেবী।

পুত্র — কন্যা

২৩। **দুর্গাপ্রসন্ন রায়** বিবাহ রাজনগর কার্ণ রামকানাই দাশের কন্যা ব্রহ্মময়ী দেবী।

পুত্র — কন্যা

প্রভাতচন্দ্র — ১। শৈলবালা—স্বামী ফণীভূষণ গুপ্ত

বীরেন্দ্র 0

ফণীন্দ্র 0

কোয়রপুর কায়ু।

২। ইন্দুবালা—স্বামী প্রফুল্লচন্দ্র দাশ সেনহাটী অরবিন্দ।

২৪। **প্রভাতচন্দ্র রায়** বিবাহ গাউপাড়াগণ মহিমচন্দ্র সেনের কন্যা মৃণালিনী দেবী পরে বিবাহ কোয়রপুর ধর্ম্মাঙ্গদ কৃষ্ণরাম মধুসূদন সেনের কন্যা স্ববর্ণলতা দেবী।

পুত্র	কন্যা
নৃপেন্দ্র	ডল্
মিহির	
জয়	
বিজয়া	
খদ্দর	
খোকা	

নৃপেন্দ্রনাথ রায় বিবাহ কালিয়া অরবিন্দ জীবনকৃষ্ণ দাশের কন্যা ......।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৪। **বীরেন্দ্রনাথ রায়** বিবাহ আাউটসাহী বুরুণ হরিমোহন সেনের কন্যা আমোদিনী দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	0

২৩। **গুরুপ্রসন্ন রায়** বিবাহ বালিগা কার্ণ রামচরণ দাশের কন্যা জয়তারা দেবী।

পুত্র	কন্যা
0	১। বিনয়বালা—স্বামী ইন্দ্রকমল সেন সোনারং বিশারদ।
	২। সরলা—স্বামী বীরেন্দ্রনাথ সেন সোনারং বিশারদ।
	৩। সুধাময়ী—স্বামী রমেশচন্দ্র সেন গাউপাড়া হরিবংশগণ।

ইতি রঘুনন্দন

ইতি জপ্‌সা ছয়হাবেলী

বলভদ্র

মুন্সী ও বক্সী বংশ জপ্‌সা

১৬ রাজেন্দ্র

১৭ চণ্ডীচরণ ১৭ শিবরাম ১৭ শ্রীচরণ ১৭ দুর্গারাম ১৭ রামরমণ

(ছয়হাবেলী)

আত্মারাম রঘুরাম অনন্তরাম

১৮ রামকৃষ্ণ রামগোবিন্দ রামগোপাল

রামরুদ্র রামরাম রামকান্ত, শম্ভুচন্দ্র

0

১৯ শ্রীরাম কৃষ্ণদেব

গঙ্গাপ্রসাদ রামকিশোর

রামজয় কবিরাজ0

২০ নরসিংহ চন্দ্রনাথ রাধামাধব রাধানাথ শম্ভুনাথ হরচন্দ্র, জয়চন্দ্র

কালীকুমার

সোনারাম গঙ্গাধর নবকৃষ্ণ জগন্নাথ কাশীচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র

কবিরাজ 0

কন্যা—লক্ষ্মীপ্রিয়া মদন চন্দ্রকুমার ভূবনমোহন

কন্যা—কালীপ্রিয়া 0 0

রাজীবলোচন কমললোচন

0

তারিণীপ্রসাদ কালীপ্রসাদ গৌরীনাথ

আনন্দচন্দ্র 0 অটল বিহারী

ব্রজনারায়ণ কংশনারায়ণ

0

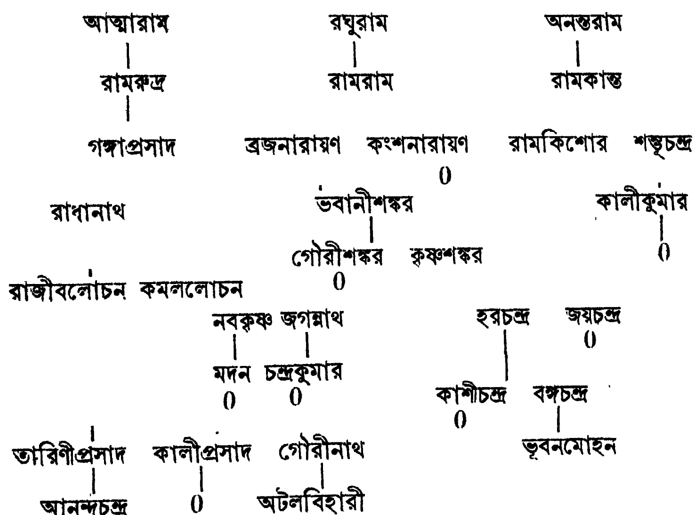
ভবানীশঙ্কর

গৌরীশঙ্কর কৃষ্ণশঙ্কর

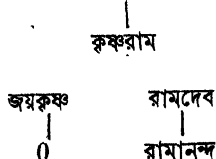
0 0

(মুন্সী ও বক্সী বংশ)

১৭ শ্রীচরণ সেনের বংশাবলী



১৭ তিতারাম ওরফে দুর্গারাম রায়



শিবশঙ্কর রামদুর্লভ

রামরূপ 0 জগবন্ধু 0 লক্ষ্মীচন্দ্র 0 দুর্গাচরণ 0 রামকানাই 0 তিলকচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র তারাপ্রসন্ন 0 নিশিকান্ত শ্যামাকান্ত

সুরেন্দ্র ১ ২ ৩ ৪ ১

জপসা গ্রামের কায়ু গুপ্তগণের বংশাবলী

লালা রামপ্রসাদ রায় তাহার ভগিনী পার্ব্বতী দেবীর স্বামী কামদেব গুপ্তকে (কায়ু) সেনহাটী হইতে আনিয়া জপসা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি করান।

১৫ কামদেব (ইনি জপসা আসেন)

১মা স্ত্রী (পার্ব্বতী দেবী) ২য়া স্ত্রী

রামরাম ঘনশ্যাম কৃষ্ণমোহন রামহরি

কৃষ্ণচন্দ্র শিবচন্দ্র রাজচন্দ্র

গোপীচন্দ্র হরচরণ গোপালচন্দ্র কমলাকান্ত

জগচ্চন্দ্র (ইহার মাতা গৌরীদেবী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। তখন জগচ্চন্দ্রের বয়স ৬ বৎসর)

চন্দ্রমোহন গুপ্ত, কবিরত্ন রজনীকান্ত গুপ্ত উকিল, ঢাকা

ব্রহ্মানন্দ বিজয়লাল জীতেন্দ্রমোহন শিবদাস

চৈতন্য পরিমল নির্ম্মল

সুকোমল শান্তিকমল

রজনীকান্ত গুপ্ত (উকিল ঢাকা)

মনোরঞ্জন হেমরঞ্জন

রায়রঞ্জন বিশ্বরঞ্জন জ্ঞানরঞ্জন সুখরঞ্জন কৃষ্ণরঞ্জন বিভূতিরঞ্জন

কুমুদরঞ্জন

শিবচন্দ্র
|
বলরাম
|
আনন্দ 0 — কাশীনাথ 0 (ইনি বরিশালে উকীল ছিলেন) — অভয়াচরণ

অভয়াচরণ: রাজকুমার, কামিনীকুমার, শরৎ, বসন্ত, সূর্য্য 0, মনোরঞ্জন 0, শশীকুমার

রাজকুমার: করুণাময়, অনাদি, গোপাল

কামিনীকুমার: ১ম, ২য়, ৩য় মৃত পুত্র; ৪র্থ সাতকড়ি; ৫ম মঙ্গলময়

শরৎ: হেমচন্দ্র

ব্রজেন্দ্র বীরেন্দ্র

জীবন মনীন্দ্র (মৃত) রবি

ব্রজেন্দ্র: নৃপেন্দ্র, হরিনারায়ণ, ধ্রুবনারায়ণ, কামাখ্যানারায়ণ

রাজচন্দ্র

চন্দ্রনাথ — প্রতাপচন্দ্র — পূর্ণচন্দ্র 0

প্রতাপচন্দ্র: দুর্গাচরণ

চন্দ্রনাথ: শশীচরণ

শ্যামাচরণ মধুসূদন

সত্যরঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্র বসন্ত 0 রমেশ শ্রীশ 0

হরচরণ গুপ্ত
|
গৌরীচরণ

দীনবন্ধু
|
সারদাচরণ
|
চিত্তরঞ্জন (ওরফে পাচু)

হরবন্ধু (ওরফে কালীপ্রসন্ন

হরবন্ধু: বিমলাচরণ 0, সত্য

সত্য: খোকা

কামদেব গুপ্তের ২য়া স্ত্রীর পক্ষে

কৃষ্ণমোহন

রামরূপ — ভৈরবচন্দ্র

রামরূপ: রামকুমার — নবকুমার

রামকুমার: হরিপ্রসন্ন () — দুর্গাপ্রসন্ন — বিপিনবিহারী

নবকুমার: করুণা () — বিশ্বেশ্বর ()

দুর্গাপ্রসন্ন: নলিনী — শৈলেন — পঙ্কজ

বিপিনবিহারী: অম্বুজ — সরোজ — নীরোজ — মনোজ — সুধীর

শৈলেন: খোকা

নলিনী: অরুণকান্তি — কমলকান্তি

(এই পরিবার দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থিত মগর গ্রামবাসী

রামহরি (ইহার বংশধরগণ কোয়রপুর গ্রামে আছেন

কালিদাস (দত্তক পুত্র)

জগবন্ধু গুপ্ত

মোহিনীমোহন — ললিতমোহন

মোহিনীমোহন: ১ম পক্ষ — ২য় পক্ষ

ললিতমোহন: অচিন্ত্য নাথ

১ম পক্ষ: ফণিভূষণ

২য় পক্ষ: চিত্তরঞ্জন — প্রেমরঞ্জন — বিভূরঞ্জন — সত্যরঞ্জন

ফণিভূষণ: রণজিতকুমার — বিক্রমকুমার (ইহারা এখন বহরমপুরে আছেন)